OBS translationQuestions

সংস্করণ 4.1

[bn]

কপিরাইট এবং লাইসেন্সিং

OBS translationQuestions
তারিখ.: 2017-11-21
সংস্করণ: 4.1
দ্বারা প্রকাশিত: BCS

Open Bible Stories
তারিখ.: 2018-01-10
সংস্করণ: 4.3
দ্বারা প্রকাশিত: Door43

License

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license.

You are free to:

- **Share** — copy and redistribute the material in any medium or format
- **Adapt** — remix, transform, and build upon the material

for any purpose, even commercially.

The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Under the following conditions:

- **Attribution** — You must attribute the work as follows: "Original work available at https://door43.org/." Attribution statements in derivative works should not in any way suggest that we endorse you or your use of this work.
- **ShareAlike** — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.

No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Notices:

You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.

No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.

সুচিপত্র

OBS translationQuestions 5
সৃষ্টি 5
পৃথিবীতে পাপের প্রবেশ 11
বন্যা 15
অব্রাহামের সাথে ঈশ্বরের নিয়ম 20
প্রতিজ্ঞার পুত্র 24
ঈশ্বর ইসহাককে সরবরাহ করেন 28
ঈশ্বর যাকোবকে আর্শিবাদ করলেন 31
ঈশ্বর যোষেফ ও তার পরিবারকে রক্ষা করেন 35
ঈশ্বর মোশিকে আহ্বান করেন 40
দশ আঘাত 45
নিস্তারপর্ব্ব 49
ইস্রায়লীয়দের যাত্রা 52
ইস্রায়েলের সাথে ঈশ্বরের নিয়ম 57
মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ানো 62
প্রতিজ্ঞার দেশ 67
উদ্ধারকর্তাগন 72
দায়ূদের সাথে ঈশ্বরের নিয়ম 78
বিভাজিত রাজ্য 83
ভাববাদিগণ 87
নির্বাসন আর ফিরে আসা 93
ঈশ্বর খ্রীষ্ট বিষয়ক প্রতিজ্ঞা করেন 97
যোহনের জন্ম 102
প্রভু যীশুর জন্ম 105
যোহন প্রভু যীশুকে বাপ্তিস্ম দেন 109
শয়তান প্রভু যীশুকে প্রলোভিত করে 113
যীশু তার সেবাকার্য আরম্ভ করেন 116
ভালো শমরীয়ের কাহিনী 120
ধনী-শাসক যুবক 124
নির্দয় চাকরের কাহিনী 128
যীশু পাঁচ হাজার লোকেদের খাওয়ান 131
যীশু জলের উপরে হাঁটেন 134
যীশু এক ভূতগ্রস্ত পুরুষকে আর একটি অসুস্থ মহিলাকে আরোগ্য দেন 137
এক কৃষকের কাহিনী 142
যীশু অন্য কাহিনীসমূহ দ্বারা শেখান 145
করুণাময় পিতার কাহিনী 148
যীশুর উজ্জ্বল রূপ ধারণ 152
যীশু লাসারকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেন 155
যীশুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় 159
যীশুকে যাঁচাই করা হয় 164
যীশুকে ক্রুশে চড়ানো হয় 168
ঈশ্বর যীশুকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেন 172
যীশু স্বর্গে আরোহন করেন 175
চার্চের আরম্ভ 179
পিতর আর যোহন একটি ভিখারীকে সুস্থ করেন 184
ফিলিপ আর ইথিয়পীয় উচ্চপদস্থ অধিকারী 187
পৌল খ্রীষ্টান হন 192
ফিলিপীয়তে পৌল আর সীল 196

যীশুই হলেন প্রতিজ্ঞার খ্রীষ্ট বা মশীহ 201
ঈশ্বরের নতুন নিয়ম 206
যীশুর পুনরাগমন 212

অবদানকারী 218
OBS translationQuestions অবদানকারী 218
Open Bible Stories অবদানকারী 218

OBS translationQuestions

সৃষ্টি

01:01

এই ভাবে সকল কিছুর আরম্ভ হয়েছিল।ঈশ্বর মহাবিশ্ব আর তার মধ্যেকার সকল কিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছিলেন।ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করার পর তা অন্ধকার ও শূন্য ছিল, আর তাতে কিছুই তৈরী হয়নি।কিন্তু ঈশ্বরের আত্মা জলের উপর ছিল।

ব্রহ্মাণ্ডের সকল কিছু কোথা থেকে এসেছে?

ঈশ্বর সকলকিছুর সৃষ্টি করেছেন।

ঈশ্বরকে ব্রহ্মান্ডের সকল কিছু সৃষ্টি করতে কত সময় লেগেছিল?

ছয় দিন লেগেছিল।

01:02

তখন ঈশ্বর বললেন, “আলো হোক!”আর “আলো” হল।ঈশ্বর দেখলেন যে আলো উত্তম আর তিনি সেটির নাম “দিন” রাখলেন।তিনি এটিকে অন্ধকার থেকে পৃথক করলেন, যেটিকে তিনি নাম দিলেন “রাত।”সৃষ্টির প্রথম দিনে ঈশ্বর আলোর সৃষ্টি করেছিলেন।

সাধারনত ঈশ্বরের প্রতিউত্তরটি তার প্রত্যেক দিনের সৃষ্ট জিনিসগুলোর প্রতি কেমন ছিল?

তিনি বলেছেন এসব উত্তম হয়েছে।

01:03

সৃষ্টির দ্বিতীয় দিনে, ঈশ্বর বললেন, আর পৃথিবীর উপর আকাশের সৃষ্টি হোল।তিনি নিচের জলরাশি থেকে উপরের জলরাশিকে পৃথক করে আকাশ তৈরী করেছিলেন।

01:04

তৃতীয় দিনে, ঈশ্বর বললেন আর শুকনো ভূমি থেকে জলরাশিকে আলাদা করলেন। তিনি শুকনো ভূমিকে “পৃথিবী” বললেন, আর জলরাশিকে “সমুদ্র” বললেন। ঈশ্বর দেখলেন যে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা উত্তম।

সাধারনত ঈশ্বরের প্রতিউত্তরটি তার প্রত্যেক দিনের সৃষ্ট জিনিসগুলোর প্রতি কেমন ছিল?

তিনি বলেছেন এসব উত্তম হয়েছে।

01:05

তারপর ঈশ্বর বললেন, “পৃথিবী সকল ধরনের উদ্ভিদ ও গাছপালার উৎপন্ন করুক।”আর ঠিক তাই হয়েছিল।ঈশ্বর দেখলেন যে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা উত্তম।

সাধারনত ঈশ্বরের প্রতিউত্তরটি তার প্রত্যেক দিনের সৃষ্ট জিনিসগুলোর প্রতি কেমন ছিল?

তিনি বলেছেন এসব উত্তম হয়েছে।

01:06

সৃষ্টির চতুর্থদিনে, ঈশ্বর বললেন, আর সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্রগনের রচনা হোল।ঈশ্বর তাদের পৃথিবীতে আলো দিতে আর দিন ও রাতকে, ঋতুসমূহকে আর বছর সমূহকে চিহ্নিত করতে সৃষ্টি করেছিলেন।ঈশ্বর দেখলেন যে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা উত্তম।

সাধারনত ঈশ্বরের প্রতিউত্তরটি তার প্রত্যেক দিনের সৃষ্ট জিনিসগুলোর প্রতি কেমন ছিল?

তিনি বলেছেন এসব উত্তম হয়েছে।

01:07

পঞ্চম দিনে, ঈশ্বর বললেন আর সমস্ত কিছু যা জলে সাঁতার কাটে ও সকল প্রকার পাখিদের সৃষ্টি করলেন।ঈশ্বর দেখলেন যে এই সবই উত্তম হয়েছে আর তিনি তাদের আর্শিবাদ করলেন।

সাধারনত ঈশ্বরের প্রতিউত্তরটি তার প্রত্যেক দিনের সৃষ্ট জিনিসগুলোর প্রতি কেমন ছিল?

তিনি বলেছেন এসব উত্তম হয়েছে।

01:08

সৃষ্টির ষষ্টদিনে, ঈশ্বর বললেন, “ভূমিতে সকল প্রকারের ভূচর প্রাণী হোক!” আর ঠিক তেমনটাই হল যেমনটি ঈশ্বর বলেছিলেন।কিছুছিল গবাদি পশু, কিছু ভূমিতে বুকে হেঁটে চালিত পশু, আর কিছু বন্য পশু।আর ঈশ্বর দেখলেন যে এসবই উত্তম।

সাধারনত ঈশ্বরের প্রতিউত্তরটি তার প্রত্যেক দিনের সৃষ্ট জিনিসগুলোর প্রতি কেমন ছিল?

তিনি বলেছেন এসব উত্তম হয়েছে।

01:09

তারপর ঈশ্বর বললেন, “এস আমরা মানুষকে আমাদের আপন প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করি। সমগ্র পৃথিবীর প্রানীদের উপর তাদের অধিকার থাকবে ।

কিভাবে ঈশ্বর মানুষ আর পশুদের মধ্যে পার্থক্য করেছিলেন?

তিনি মানুষকে তার নিজ সদৃশ্যে আর তার সমানতায় বানিয়েছেন।

মানুষের দায়িত্ব কি হবে সে বিষয়ে ঈশ্বর কি বলেছিলেন?

পৃথিবীর উপরে তাদের অধিকার থাকবে আর তারা পশুদের যত্ন নেবে।

01:10

তাই ঈশ্বর কিছু মাটি নিলেন, তা দিয়ে তিনি একটি পুরুষের আকার দিলেন, আর তার মধ্যে জীবনের শ্বাস দিলেন। এই পুরুষটির নাম ছিল আদম।ঈশ্বর একটি উদ্যানের স্থাপনা করলেন যেখানে আদম বসবাস করতে পারেন, আর উদ্যানটির যত্ন নেওয়ার জন্য তাকে সেখানে রাখা হল।

ঈশ্বর প্রথম পুরুষটিকে কিভাবে সৃষ্টি করেছিলেন?

ঈশ্বর তাকে ধুলা বা মাটি দিয়ে তৈরী করেছিলেন।

পুরুষটি কিভাবে জীবিত হয়েছিল?

ঈশ্বর তার ভিতরে জীবনের শ্বাস দিয়েছিলেন।

পুরুষটির নাম কি ছিল?

পুরুষটির নাম আদম ছিল।

ঈশ্বর আদমকে কোথায় রেখেছিলেন?

সেই বাগানটিতে যেটি ঈশ্বর তৈরী করেছিলেন।

01:11

উদ্যানের মাঝখানে, ঈশ্বর দুটি বিশেষ বৃক্ষ-জীবনবৃক্ষ আর সৎ অসৎ জ্ঞান প্রদানকারী বৃক্ষের রোপণ করলেন। ঈশ্বর আদমকে বলেছিলেন যে তিনি সৎ অসৎ জ্ঞান প্রদানকারী বৃক্ষ ছারা উদ্যানের যে কোনও গাছের ফল খেতে পারেন। যদি সে এই বৃক্ষের ফল খায় তবে সে মারা যাবে ।

কোন বিশেষ গাছটির থেকে আদমের ফল খাওয়া মানা ছিল?

ভালো আর মন্দ জ্ঞান প্রদানকারী বৃক্ষ থেকে ফল খাওয়া মানা ছিল।

কি ঘটবে যদি আদম ভালো আর মন্দ জ্ঞান প্রদানকারী বৃক্ষ থেকে ফল খেয়ে নেয়?

সে মারা যাবে।

01:12

তারপর ঈশ্বর বললেন, “পুরুষের একা থাকা ভালো নয়।”কিন্তু কোনও জন্তু আদমের সাহায্যকারী হতে পারে না।

কেন আদম “একাকী” ছিল যখন কি সেখানে সকল পশু প্রাণীরা ছিল?

যেহেতু পশু প্রাণীরা আদমের “সাহায্যকারী” হতে সক্ষম ছিল না।

01:13

তাই ঈশ্বর আদমকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করলেন। তারপর ঈশ্বর আদমের পাঁজরের একটি হাড় নিলেন আর সেটিকে একটি নারীতে পরিনত করলেন আর তাকে তার কাছে নিয়ে এলেন।

ঈশ্বর কিভাবে স্ত্রীকে রচনা করেছিলেন?

তিনি তাকে আদমের পাঁজরের হাঁড় থেকে সৃষ্টি করেছিলেন।

01:14

যখন আদম তাকে দেখলেন, তিনি বললেন, “অন্তিমে! এই আমার মতন!তাকে ‘নারী,’ বলা হোক কেননা তিনি পুরুষ থেকে রচিত।”এই জন্যে একজন পুরুষ তার মাতা আর পিতাকে ছেড়ে তার স্ত্রীর সাথে সন্মিলিত হন।

“স্ত্রী” নামটির অর্থ আদমের জন্য কি মূল্য রাখে?

এর অর্থ ছিল যে তিনি পুরুষ থেকে সৃষ্টি হয়েছিলেন।

একটি পুরুষের জন্য একটি স্ত্রী থাকার উদ্দেশ্য কি?

এর উদ্দেশ্যটি হল যে তারা এক হবে।

01:15

ঈশ্বর নারী ও পুরুষকে তাঁর আপন প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছিলেন।তিনি তাদের আর্শিবাদ করলেন আর তাদের বললেন, “প্রচুর সন্তান-সন্ততি ও নাতি-নাতনি হোক, তারা পৃথিবী পরিপূর্ণ করুক |” আর ঈশ্বর দেখলেন যে তিনি যা কিছুর সৃষ্টি করেছেন তা উত্তম হয়েছে, আর এসবে তিনি ভীষণভাবে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।এসবই সৃষ্টির ষষ্ট দিনে ঘটেছিল।

যখন ঈশ্বর সৃষ্টি করা সম্পূর্ণ করলেন তখন সে বিষয়ে তার সমীক্ষাটি কি ছিল?

তিনি বলেছিলেন যে এটি খুবিই উত্তম হয়েছে।

01:16

যখন সপ্তম দিন উপস্থিত হোল, ঈশ্বর তার কাজ শেষ করলেন ।আর ঈশ্বর, সমস্ত কিছু যা তিনি করছিলেন তার থেকে বিশ্রাম নিলেন ।তিনি সপ্তম দিনটিকে আর্শিবাদ করলেন আর সেটিকে পবিত্র করলেন, কারণ সে দিনে তিনি তাঁর কাজ থেকে বিশ্রাম নিয়েছিলেন।এইভাবে ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মান্ড আর তার মধ্যের সকল কিছুর সৃষ্টি করেছিলেন।

সপ্তম দিনে ঈশ্বর কি করেছিলেন?

তিনি বিশ্রাম করেছিলেন আর সপ্তম দিনটিকে আর্শিবাদ করেছিলেন আর সেটিকে পবিত্র করেছিলেন।

পৃথিবীতে পাপের প্রবেশ

02:01

আদম ও তার স্ত্রী, তাদের জন্য ঈশ্বরের তৈরি অপূর্ব উদ্যানে খুবই আনন্দে ছিলেন। তারা কেউই পোশাক পরতেন না, কিন্তু তাতে তাদের কোনো দিন লজ্জাবোধ হয়নি, কারণ তখন পৃথিবীতে পাপ ছিল না।তারা প্রায়ই উদ্যানে ঘোরা ফেরা করতেন আর ঈশ্বরের সাথে কথা বলতেন।

আদম আর হবা কেন লজ্জিত ছিলেন না যদিও তারা উলঙ্গ ছিলেন?

কেননা তখন পৃথিবীতে কোনো পাপ ছিল না।

02:02

কিন্তু সেই বাগানে একটি চতুর সাপ ছিল।সে স্ত্রীকে প্রশ্ন করলো, “ঈশ্বর কি সত্যিই তোমাকে বলেছে এই বাগানের কোনও গাছ থেকে ফল না খেতে?”

হবার কাছে সাপের প্রথম প্রশ্নটি কি ছিল?

ঈশ্বর কি সত্যিই বলেছেন উদ্যানের কোনোও গাছ থেকে ফল না খেতে?

02:03

স্ত্রীটি উত্তর দিলেন, “ঈশ্বর আমাদের বলেছেন আমরা সৎ অসৎ জ্ঞান প্রদানকারী বৃক্ষ ছারা উদ্যানের যে কোনও গাছের ফল খেতে পারি।ঈশ্বর আমাদের বলেছেন, ‘যদি তুমি ওই ফল খাও অথবা তা স্পর্শ কর, তুমি মরে যাবে।’”

আদম আর হবার কোন গাছটি থেকে ফল খাওয়ার অনুমতি ছিল না?

তাদের ভালো আর মন্দ জ্ঞান প্রদানকারী বৃক্ষ থেকে ফল খেতে মানা ছিল।

ঈশ্বর কি বলেছিলেন যে কি ঘটবে যদি আদম আর তার স্ত্রী ভালো আর মন্দ জ্ঞান প্রদানকারী বৃক্ষ থেকেফল খেয়ে নেয়?

তিনি বলেছিলেন যে তারা মারা যাবে।

02:04

সাপ স্ত্রীটিকে প্রতিউত্তর করেন, “এটা সত্য নয়!তুমি মরবে না।ঈশ্বর জানেন যে যখনই তুমি সেই ফল খাবে, তুমি ঈশ্বরের সমান হয়ে পরবে আর যেমন তিনি বোঝেন তেমনই তোমরা সৎ আর অসৎ বুঝবে।”

ঈশ্বর চাইতেন না তারা যেন সেই ফলটি খায় তার কারণটির বিষয়ে সাপটি কি বলেছিল?

সে বলেছিল যে ঈশ্বর তোমাদেরকে মিথ্যে বলেছেন কারণ ঈশ্বর চান না যে তোমরা তার সমান সকল কিছুর জ্ঞান জেনে নেও।

02:05

স্ত্রীটি দেখলেন যে ফলটি সুন্দর আর দেখতে আকর্ষনীয়।তিনি বুদ্ধিমতিও হতে চাইতেন, তাই তিনি ফল ছিঁড়লেন আর তা খেলেন।তারপর তিনি সেই ফল তার স্বামীকে দিলেন, যিনি তার সাথে ছিলেন, আর তিনিও তা খেলেন।

স্ত্রীটি কেন সেই ফলটি খেয়ে ছিলেন?

তিনি দেখেছিলেন যে সেটি দেখতে আর খেতে আকর্ষক, আর তিনি জ্ঞানী হতে চেয়ে ছিলেন।

আদম আর তার স্ত্রীকে কি ফলটিকে খেতে জোর করা হয়েছিল?

না, তারা নিজেরাই স্বাধীন ইচ্ছায় ফলটিকে খেয়েছিলেন আর ঈশ্বরের অনাজ্ঞাকারী হয়েছিলেন।

02:06

হঠাৎই, তাদের চোখ খুলে গেল, আর তারা দেখলেন যে তারা উলঙ্গ।তারা তাদের দেহকে পাতা দিয়ে সেলাই করে ঢাকার চেষ্টা করলেন।

সেই পুরুষ ও স্ত্রীটি কি করেছিলেন যখন তারা উপলব্ধি করেছিলেন যে তারা উলঙ্গ?

তারা গাছের পাতাদের একত্র সেলাই করে নিজেদের নগ্নতাকে ঢেকেছিলেন।

02:07

এরপর পুরুষ ও তার স্ত্রী বাগানে ঈশ্বরের চলার শব্দ শুনতে পেলেন।তারা দুজনেই ঈশ্বরের কাছ থেকে লুকোলেন।তখন ঈশ্বর পুরুষটিকে ডাকলেন, “তুমি কোথায়?”আদম উত্তর দিলেন, “আমি শুনতে পেলাম যে আপনি বাগানে হাঁটছেন আর আমি ভয় পেয়েছি, কেননা আমি যে উলঙ্গ।তাই আমি আড়াল হয়েছি।”

02:08

তখন ঈশ্বর জিজ্ঞেস করলেন, “কে তোমায় বলেছে যে তুমি উলঙ্গ? তুমি কি সেই ফল খেয়েছ যা তোমায় আমি খেতে বারণ করেছিলাম?”পুরুষটি উত্তর করলেন, “আপনি আমায় এই স্ত্রী দিয়েছেন, আর সে আমায় ফলটি দিয়েছিল।”এরপর ঈশ্বর স্ত্রীটিকে প্রশ্ন করলেন, “এ তুমি কি করেছ?”স্ত্রীটি উত্তরে বললেন, “সাপ আমার সাথে ছল করেছে।”

সেই পুরুষটি কিভাবে প্রতিউত্তর দিয়েছিলেন যখন ঈশ্বর তার করা পাপের জন্য তাকে দোষী করেছিলেন?

তিনি স্ত্রীটিকে দোষ দিয়েছিলেন।

সেই স্ত্রীটি কিভাবে প্রতিউত্তর দিয়েছিলেন যখন ঈশ্বর তার করা পাপের জন্য তাকে দোষী করেছিলেন?

তিনি সাপটিকে দোষ দিয়েছিলেন।

02:09

ঈশ্বর সাপটিকে বললেন, “তুমি শাপগ্রস্ত!তুমি বুকে ভর দিয়ে গমন করবে আর ধুলো খাবে। তুমি ও স্ত্রী তোমরা একেঅপরকে দ্বেষ করবে, আর তোমার সন্তান আর তার সন্তানরাও একেঅপরকে বিদ্বেষ করবে। স্ত্রীর সন্তান তোমার মাথা থেঁতলে দেবে, আর তুমি তার গোড়ালিতে ক্ষত করবে।”

সাপটির জন্য ঈশ্বরের অভিশাপটি কি ছিল?

তুমি তোমার পেটে ভর দিয়ে গমন করবে আর স্ত্রীটির বংশ তোমার মাথা থেঁতলে দেবে।

02:10

ঈশ্বর তারপর স্ত্রীটিকে বললেন, “আমি তোমার জন্য প্রসবকাল খুব যন্ত্রনাময় করব। তুমি তোমার স্বামীর বাসনা করবে, আর সে তোমার উপর কৃতিত্ব করবে।”

স্ত্রীটির জন্য ঈশ্বরের অভিশাপটি কি ছিল?

তুমি গর্ভবেদনায় সন্তান জন্মাবে, তোমার অভিলাষা তোমার স্বামীর প্রতি থাকবে আর সে তোমার উপর রাজত্ব করবে।

02:11

ঈশ্বর পুরুষটিকে বললেন, “তুমি তোমার স্ত্রীর কথা শুনেছ আর আমায় অমান্য করেছ।এখন দেখো ভূমি শাপগ্রস্ত হল, আর এখন তোমাকে খাদ্য উৎপাদন করতে কঠিন পরিশ্রম করতে হবে।তারপর তুমি মারা যাবে, আর তোমার শরীর মাটিতে মিশে যাবে।”পুরুষটি তার স্ত্রীর নাম রাখলেন হবা, যার মানে হল “জীবন-দাত্রী,” কেননা তিনি হলেন সকল লোকের মাতা। আর ঈশ্বর আদম ও হবাকে পশুর চামড়া দিয়ে আচ্ছাদিত করলেন।

পুরুষটির জন্য ঈশ্বরের অভিশাপটি কি ছিল?

তুমি প্ররিশ্রমের সাথে খাদ্য উৎপাদন করবে, আর তুমি মারা যাবে ও ফিরে গিয়ে ধুলাতেই মিশে যাবে।

02:12

তারপর ঈশ্বর বললেন, “যেহেতু মনুষ্য সৎ ও অসৎ জানার জন্য আমাদের মত হয়েছে, তাদের জীবন বৃক্ষ থেকে ফল খেতে আর চিরকাল বেঁচে থাকতে অনুমতি দেওয়া যাবে না।”অতএব ঈশ্বর আদম ও হবাকে সুন্দর উদ্যান থেকে বের করে দিলেন।ঈশ্বর উদ্যানের প্রবেশ দ্বারে শক্তিশালী স্বর্গদূতদের নিযুক্ত করলেন যেন কেউ জীবন বৃক্ষ থেকে ফল না খেতে পারে।

ঈশ্বর আদম ও হবাকে চিরকাল বাঁচার থেকে কিভাবে নিবৃত্ত করেছিলেন?

তিনি তাদের উদ্যানের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আর তার প্রবেশদ্বারটিকে শক্তিশালী স্বর্গদূতেদের দ্বারা রক্ষা করেছিলেন।

বন্যা

03:01

বহুকাল পরে, অনেক লোক তখন এই পৃথিবীতে বসবাস করছিলেন।তারা খুব দুষ্ট আর হিংস্র হয়ে পরেছিল।এটা এতই খারাপ আকার নিয়েছিল যে ঈশ্বর নির্ণয় নিলেন সম্পূর্ণ পৃথিবীকে বন্যার দ্বারা শেষ করবেন।

ঈশ্বর কেন পৃথিবীকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন?

কারণ লোকজন অত্যন্ত দুষ্ট আর হিংস্রক হয়ে গিয়েছিল।

ঈশ্বর কিভাবে পৃথিবীকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেছিলেন?

তিনি একটি বন্যা পাঠাতে চেয়েছিলেন।

03:02

কিন্তু নোহ ঈশ্বরের নজরে অনুগ্রহ পেলেন।তিনি একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন, দুষ্ট লোকেদের মাঝে বাস করছিলেন।ঈশ্বর নোহকে সেই বন্যার বিষয়ে যা তিনি পাঠাবেন বললেন। তিনি নোহকে একটি বিরাট জাহাজ নির্মান করতে বললেন।

নোহ কেন ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়েছিলেন?

কারণ তিনি একজন ধার্মিক মনুষ্য ছিলেন।

03:03

ঈশ্বর নোহকে বললেন জাহাজটিকে প্রায় ১৪০ মিটার লম্বা, ২৩ মিটার চওড়া, আর ১৩.৫ মিটার উচু বানাতে। নোহ এটাকে কাঠ দিয়ে বানালেন আর তিনটি স্থর, অনেকগুলো ঘর, একটি ছাদ, আর একটি জানালা বানালেন।জাহাজটি নোহকে, তার পরিবারকে, আর সকল ধরনের ভুচর প্রানীদের বন্যার সময় সুরক্ষিত রাখতে পারবে।

ঈশ্বর নোহকে কি বলেছিলেন?

তিনি তাকে একটি বিরাট আকারের জলজাহাজ তৈরী করতে বলেছিলেন।

সেই জাহাজটির উদ্দেশ্য কি ছিল?

জাহাজটির উদ্দেশ্য ছিল নোহ, তার পরিবার, আর পশুদেরকে বন্যার সময়ে সুরক্ষিত রাখা।

03:04

নোহ ঈশ্বরের আজ্ঞাকারী হলেন।তিনি ও তার তিনটি পুত্র ঠিক তেমন ভাবেই জাহাজটির নির্মান করলেন যেমনটি ঈশ্বর তাদের বলেছিলেন।জাহাজটিকে বানাতে বহুবছর লেগে গেল, কেননা এটি বিরাট বড় ছিল।নোহ লোকেদের সতর্ক করেছিলেন সেই বন্যার বিষয়ে যা আসছে আর বলেছিলেন যেন তারা ঈশ্বরের কাছে ফিরে, কিন্তু তারা তাকে বিশ্বাস করে নি।

অন্যান্য লোকেদের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল যখন নোহ তাদের বন্যার প্রলয়ের কথা বলেছিলেন?

তারা তার উপর বিশ্বাস করেনি।

03:05

ঈশ্বর নোহকে আর তার পরিবারকে আজ্ঞাও দিয়েছিলেন যেন তারা নিজেদের ও পশুদের জন্য পর্যাপ্ত আহার সংগ্রহ করে নেন। যখন সবকিছু প্রস্তুত হল, ঈশ্বর নোহকে বললেন এই সময় হল তার জন্য, তার স্ত্রীর, তার তিন সন্তানদের আর তাদের স্ত্রীদের জন্য-সবমিলিয়ে আট ব্যক্তি, যেন তারা জাহাজে প্রবেশ করে।

03:06

ঈশ্বর প্রত্যেক জন্তু আর পাখিদের একটি নর আর একটি নারী নোহর কাছে পাঠিয়ে দিলেন যেন তারা জাহাজে প্রবেশ করে আর বন্যার সময়ে সুরক্ষিত থাকে। ঈশ্বর প্রত্যেক প্রাণীর সাতটি নর আর সাতটি নারী দিলেন যেন সেগুলো উৎসর্গ করতে পারেন। যখন তারা সকলে জাহাজের ভিতর ছিলেন, ঈশ্বর নিজেই জাহাজের দ্বার বন্ধ করেদেন।

বন্যার পূর্বে কোন কোন পশুরা জাহাজের ভিতরে প্রবেশ করেছিল?

প্রত্যেক প্রজাতির জন্তুদের একটি নর ও একটি নারী (মাদী) আর বলি চড়ানো হত এমন সাতটি নর ও সাতটি নারী (মাদী) পশু জাহাজের ভিতরে প্রবেশ করেছিল।

নোহের পরিবার ও পশুদের জাহাজের ভিতরে প্রবেশ করার পর কে জাহাজের দরজা বন্ধ করেছিল?

ঈশ্বর জাহাজটির দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

03:07

তখন বৃষ্টি হওয়া আরম্ভ হয়, কেবল বৃষ্টি আর বৃষ্টি। চল্লিশ দিন আর চল্লিশ রাত অবিরাম বৃষ্টি হল!জলরাশ মাটির ভিতর থেকেও বেরিয়ে এলো।সম্পূর্ণ পৃথিবীতে যাকিছু ছিল সবই জলমগ্ন হল, এমনকি উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ সমূহও।

কত সময় পর্যন্ত বৃষ্টি পরেছিল?

চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত বৃষ্টি পরেছিল।

03:08

সকল কিছু যা ভূমিতে বাস করত মারা গেল, কেবল জাহাজের লোকেরা আর প্রাণীরা বেঁচে থাকলো। জাহাজটি জলে ভাসতে থাকলো আর এর ভিতরের সবকিছু জলে ডোবার থেকে সুরক্ষিত থাকলো।

বন্যার জল কত উপরে উঠে গিয়েছিল?

এটি সম্পূর্ণ পৃথিবীকে জলমগ্ন করে দিয়েছিল, এমন কি উচ্চ পর্বত শৃঙ্গ সকলও ডুবে গিয়েছিল।

যারা স্থলে বসবাস করত তাদের কি হয়েছিল?

তারা সকলই মারা গিয়েছিল।

03:09

বৃষ্টি থামার পর, জাহাজটি জলে পাঁচ মাস পর্যন্ত ভাসলো, আর এই সময়ে জল নিচে নামা শুরু করলো।তারপর একদিন জাহাজ একটি পর্বতের গায়ে গিয়ে ঠেকলো, কিন্তু পৃথিবী এখনও জলমগ্ন ছিল।আরও তিন মাস পর, পর্বতের চূড়া দৃশ্যমান হল।

03:10

আরও চল্লিশ দিন পর, নোহ একটি পাখিকে যাকে দাঁড়কাকও বলা হয় জল শুকিয়েছে কিনা দেখতে পাঠালেন। দাঁড়কাকটি এদিক ওদিক উঁড়ে বেড়াল শুকনো ভূমির খোঁজে, কিন্তু পেল না।

03:11

তারপর নোহ একটি পাখি যাকে কপোত বলা হয় পাঠালেন।কিন্তু সেও কোনো শুকনো ভূমি পেল না, তাই সেও নোহর কাছে ফিরে এলো।এক সপ্তাহ পর কপোতটিকে পুনরায় আবার পাঠালেন, আর সেটি একটি জলপাই গাছের ডাল তার চঞ্চুতে করে নিয়ে ফিরে এলো।জল নিচে নামছিল, আর গাছপালা আবার বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

03:12

নোহ আরও এক সপ্তাহ অপেক্ষা করলেন আর কপোতটিকে তৃতীয়বার পাঠালেন। এইবার, সেটি আরাম করার জায়গা পেল আর ফিরে এলো না।জল শুকিয়ে গেল।

নোহ কিভাবে জানতে পেরেছিলেন যে জল শুকিয়ে গিয়েছিল?

তিনি একটি কপোতকে জাহাজের বাইরে পাঠিয়েছিলেন আর সেটি ফিরে আসেনি।

03:13

দুমাস পর ঈশ্বর নোহকে বললেন, “তুমি ও তোমার পরিবার আর সকল প্রানীগন এখন জাহাজ থেকে বেরিয়ে আসতে পার।প্রজবন্ত ও বহুবংশীয় হও আর পৃথিবী পরিপূর্ণ কর। অতএব নোহ আর তার পরিবার জাহাজ থেকে বেরিয়ে আসলেন।

ঈশ্বর নোহ আর তার পরিবারকে কি বলেছিলেন যখন তারা জাহাজ থেকে বাইরে বের হয়েছিলেন?

তিনি তাদের প্রচুর সন্তান ও সন্ততি জন্ম দিয়ে পৃথিবী পরিপূর্ণ করতে বলেছিলেন।

03:14

নোহের জাহাজ থেকে বেরিয়ে আসার পর, তিনি একটি বেদী বানালেন আর তাতে কিছু পশু যা উৎসর্গ করা যেতে পারে তা বলি দিলেন।ঈশ্বর বলিদানে আনন্দিত হলেন আর নোহকে ও তার পরিবারকে আর্শিবাদ করলেন।

নোহ কিভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করেছিলেন যখন তিনি জাহাজ থেকে বাইরে এসেছিলেন?

তিনি একটি বেদী নির্মান করেছিলেন আর সেটির উপর কিছু বলি উৎসর্গ করেছিলেন।

03:15

ঈশ্বর বললেন, “আমি প্রতিজ্ঞা করছি আমি পুনরায় কখনও ভূমিকে শাপগ্রস্থ করব না লোকেদের দুষ্ট কার্যের জন্য, আর বন্যার দ্বারা পৃথিবীকেও নষ্ট করব না, যদিও লোকেরা তাদের শিশুকাল থেকেই পাপী।”

ঈশ্বর আর কখনো কি কাজ না করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন?

তিনি ভূমিকে বন্যার দ্বারা আর অভিশপ্ত বা ধ্বংস করবেন না।

03:16

ঈশ্বর তখন তার প্রতিজ্ঞার চিহ্নস্বরূপ প্রথম রংধনু তৈরী করলেন।প্রত্যেক সময় যখন আকাশে রংধনু ওঠে, ঈশ্বর তার প্রতিজ্ঞা এবং তার লোকেদের কথা মনে করেন।

ঈশ্বর তার সেই প্রতিজ্ঞাস্বরূপ আমাদেরকে কি চিহ্ন দিয়েছিলেন?

তিনি আকাশে একটি রংধনু বানিয়েছিলেন।

অব্রাহামের সাথে ঈশ্বরের নিয়ম

04:01

বন্যার বহুবছর পর, পৃথিবীতে আবার বহু লোক হলেন, আর তারা একটিই ভাষা বলতেন।যেমন ঈশ্বর বলেছিলেন যে পৃথিবী পরিপূর্ণ কর তা করার চেয়ে, তারা একত্র হলেন ও একটি নগর স্থাপন করলেন।

বন্যা প্রলয়ের পর, ঈশ্বরের বলানুযায়ী মনুষ্যরা কি পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করেছিল?

না করেনি।তারা একত্র হয়েছিল আর একটি নগর নির্মান করেছিল।

সেই সময়ে পৃথিবীতে কত ধরনের ভাষা ছিল?

তখন কেবল একটিই ভাষা ছিল।

04:02

তারা খুব গর্বিত ছিলেন, আর তারা পরোয়া করলেন না যে ঈশ্বর তাদের কি আদেশ দিয়েছিলেন।এমনকি তারা একটি মিনারের নির্মান করা শুরু করলেন যা স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছায়।ঈশ্বর দেখলেন যে তারা পাপ কার্য করতে যদি একত্র কার্য করতে থাকে, তাহলে তারা আরও পাপপূর্ণ কার্য করবে।

পৃথিবীকে পরিপূর্ণ না করে তারা তখন কি করছিল?

তারা একটি আকাশ ছোঁয়া ইমারত নির্মান করা আরম্ভ করেছিল।

04:03

তাই ঈশ্বর তাদের ভাষা বিভিন্ন ভাষাতে পরিবর্তন করলেন তাদের পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিলেন। যে নগর তারা বানিয়েছিলেন তার নাম ছিল বাবিল, যার মানে হল, “বিভ্রান্তকর।”

ঈশ্বর লোকেদের সম্পূর্ণ পৃথিবীতে ছড়িয়ে যাওয়ার জন্য কি করেছিলেন?

তিনি তাদের ভাষা বিভিন্ন ভাষায় বদলে দিয়েছিলেন।

সেই নগরের নাম কি ছিল যা তারা নির্মান করছিল?

সেই নগরের নাম বাবিল ছিল।

"বাবিল" নামের অর্থ কি?

এর অর্থ হল, "বিভ্রান্তি" বা, "ভেদ।"

04:04

একশ বছর পর, ঈশ্বর এক ব্যক্তির সাথে কথা বললেন যার নাম ছিল অব্রাম।ঈশ্বর তাকে বললেন, "তুমি তোমার দেশ ও পরিজনদের ছেড়ে সেই ভূমিতে যাও যা আমি তোমাকে দেখাবো।আমি তোমায় আর্শিবাদ করব ও তোমায় এক বৃহৎ জাতি বানাবো।আমি তোমার নাম মহান করব।আমি তাকে আর্শিবাদ করব যে তোমায় আর্শিবাদ করবে আর তাকে শাপ দেব যে তোমায় শাপ দেব। পৃথিবীর সকল পরিবার তোমার কারনে আর্শিবাদ পাবে।

ঈশ্বর অব্রামকে কি করতে বলেছিলেন?

ঈশ্বর অব্রামকে তার দেশ আর তার পরিবারকে ছেড়ে দিতে বলেছিলেন আর অন্য একটি দেশে যেতে বলেছিলেন।

ঈশ্বর অব্রামের জন্য কি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন?

তিনি অব্রামকে সেই সকল ভূমি যা তিনি দেখেছিলেন তা দিতে, তার নাম মহান করতে, তার বংশধরদের একটি মহান রাষ্ট্র বানাতে, আর তার দ্বারা পৃথিবীর সকল জাতিদেরকে আর্শিবাদ দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

04:05

তাই অব্রাম ঈশ্বরের আজ্ঞাকারী হলেন।তিনি তার স্ত্রী, সারাইকে সাথে নিলেন, সাথে তার সকল চাকর ও যা কিছু তার কাছেছিল নিলেন আর সেই ভূমিতে গেলেন যা ঈশ্বর তাকে দেখিয়েছিলেন, যেটি ছিল কনান দেশ।

অব্রাম কোন দেশে গিয়েছিলেন?

তিনি কনান দেশে বা কনান ভূমিতে গিয়েছিলেন।

04:06

যখন অব্রাম কনান দেশে পৌঁছালেন, ঈশ্বর তাকে বললেন, “তোমার চারিদিকে দেখ।এই ভূমি যা তুমি দেখছ তা আমি তোমাকে ও তোমার বংশকে উত্তরাধিকাররূপে দেব। তারপর অব্রাম সেই ভূমিতে অবস্থান করলেন।

কনানের বিষয়ে ঈশ্বর অব্রামের সাথে কোন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন?

ঈশ্বর অব্রামকে ও তার বংশধরদের একটি উত্তরাধিকার স্বরূপ তা দিতে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

04:07

একদিন, অব্রাম মল্কীযেদক সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের যাজকের সাথে সাক্ষাৎকার করেন। মল্কীযেদক অব্রামকে আর্শিবাদ করলেন আর বললেন, “আকাশ ও পৃথিবীর সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমায় আর্শিবাদকরেন।তারপর অব্রাম মল্কিযেদককে তার সকল সম্পত্তির দশ ভাগ দিলেন।

মল্কীযেদক কে ছিলেন?

তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের যাজক ছিলেন।

মল্কীযেদক অব্রামের জন্য কি করেছিলেন?

তিনি তাকে আর্শিবাদ করেছিলেন।

অব্রাম মল্কীযেদককে কি দিয়েছিলেন?

তার সকল প্রাপ্ত ধনের দশমাংশ তাকে দিয়েছিলেন।

04:08

অনেক বছর পেরিয়ে গেল, কিন্তু অব্রাম ও সারাইয়ের কোনো সন্তান হল না।ঈশ্বর পুনরায় অব্রামের সাথে কথা বললেন আর প্রতিজ্ঞা করলেন যে তার একটি পুত্র হবে আর আকাশের নক্ষত্রগনের ন্যায় তার বংশ হবে। অব্রাম ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করলেন।ঈশ্বর ঘোষণা করলেন যে অব্রাম ধার্মিক কেননা তিনি তার প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করলেন।

ঈশ্বর অব্রামের সাথে কোন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যখন তিনি কনানে বহু বছর ধরে থাকছিলেন?

তিনি বলেছিলেন যে অব্রামের একটি পুত্র উৎপণ্য হবে আর আকাশের নক্ষত্রগনের তুল্য তার বংশধর হবে।

কেন ঈশ্বর অব্রামকে ধার্মিক বলেছিলেন?

কারণ অব্রাম ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করেছিলেন।

04:09

তারপর ঈশ্বর অব্রামের সাথে একটি নিয়ম স্থির করলেন।একটি নিয়ম হল দু দলের মধ্যেকার চুক্তি।ঈশ্বর বললেন, “আমি তোমার দেহ থেকেই একটি পুত্র দেব।আমি তার বংশকে কননের ভূমি দেব।কিন্তু অব্রামের তখনও কোনো সন্তান ছিল না।

নিয়মের অর্থ কি?

এটি হল দুটি দলের মধ্যে স্থাপিত কোনো একটি চুক্তি।

প্রতিজ্ঞার পুত্র

05:01

কনানে পৌঁছনোর দশ বছর পর, তখনও তাদের কোনো সন্তান ছিল না।অতএব অব্রামের স্ত্রী সারাই, তাকে বললেন, “যেহেতু ঈশ্বর আমাকে সন্তান জন্মাবার অনুমতি দিচ্ছেন না আর আমি এখন খুবই বৃদ্ধা সন্তান উৎপন্ন করার জন্য, আমার চাকরানী হাগারকে গ্রহণ করুন। তাকে বিবাহও করুন যেন তিনি আমার জন্য সন্তান উৎপন্ন করেন।”

কেন সারী চিন্তা করেছিলেন যে তার কোনো সন্তান হবে না?

কারণ তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধা হয়েছিলেন।

সারী অব্রামকে একটি সন্তান পাওয়ার জন্য কি করতে বলেছিলেন?

তিনি তার দাসী হাগারের সাথে তাকে বিবাহ করতে বলেছিলেন যেন তার জন্য সে একটি সন্তান জন্মা দেন।

05:02

অতএব অব্রাম তাকে বিবাহ করলেন।হাগারের একটি পুত্র সন্তান হল, আর অব্রাম তার নাম রাখলেন ইসমাইল।কিন্তু হাগারের প্রতি সারাই-এর হিংসে হল।যখন ইসমাইলের বয়স তেরো বছর হল, ঈশ্বর অব্রামের সাথে আবার কথা বললেন।

হাগারের সন্তানের নাম কি ছিল?

তার নাম ইশ্মায়েল ছিল।

সারী আর হাগারের মধ্যে কি সমস্যা হয়েছিল?

সারী হাগারের প্রতি হিংসে করেছিলেন।

05:03

ঈশ্বর বললেন, “আমি হলাম সর্বশক্তিমান ঈশ্বর।আমি তোমার সাথে নিয়ম স্থির করব।” তখন অব্রাম ভূমিষ্ট হয়ে প্রনাম করলেন।ঈশ্বর অব্রামকে আরও বললেন, “তুমি অনেক জাতির পিতা হবে।আমি তোমাকে ও তোমার বংশগনকে তাদের

সম্পত্তি রূপে কনানভূমি দান করব আর আমি চিরকালের জন্য তাদের ঈশ্বর হব।তুমি নিশ্চয়ই তোমার পরিবারের সকল পুরুষের ত্বকছেদ করবে।”

ঈশ্বর অব্রামের সাথে কোন নিয়ম-প্রতিজ্ঞা স্থাপন করেছিলেন?

অব্রাম বহু জাতির পিতা হবেন আর ঈশ্বর অব্রাম ও তার বংশধরদের কনান দেশ দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

ঈশ্বর অব্রামকে তাদের মধ্যের স্থাপিত নিয়মটির চিহ্নস্বরূপ কি করতে বলেছিলেন?

তিনি তাকে বলেছিলেন যেন তিনি তার পরিবারের সকল পুরুষের ত্বকছেদ করেন।

05:04

“তোমার স্ত্রী, সারাই-এর, একটি পুত্র সন্তান হবে –সে নিয়মের সন্তান হবে।তার নাম ইসহাক রেখো।আমি তার সাথে আমার নিয়ম স্থির করব, আর সে একটি মহান জাতি হবে।আমি ইসমাইলকেও একটি বৃহৎ জাতি করব, কিন্তু আমার নিয়ম থাকবে ইসহাকের সাথে।”তখন ঈশ্বর অব্রামের নাম অব্রাহাম রাখলেন, যার মানে হল “বহুলোকের পিতা।”ঈশ্বরও সারাই-এর নাম সারা করলেন, যার মানে হল “রাজকুমারী।”

প্রতিজ্ঞার পুত্র সম্বন্ধে ঈশ্বর কার বিষয়ে বলছিলেন?

ঈশ্বর সারীর পুত্র ইসহাকের বিষয়ে বলছিলেন।

একটি মহান জাতি বিষয়ে ঈশ্বর কার কথা বলছিলেন?

ঈশ্বর ইসহাক আর ইশ্মাইলের বিষয়ে বলেছিলেন।

অব্রামের নতুন নাম “অব্রাহাম”-এর অর্থ কি?

অব্রাহামের নামের অর্থ হল বহু জাতির পিতা।

05:05

সেই দিন অব্রাহাম তার পরিবারের সকল পুরুষের ত্বকছেদ করেন।প্রায় এক বছর পর, যখন অব্রাহাম ১০০ বছরের বয়স ও সারা ৯০ বছরের ছিলেন, সারা আব্রাহামের সন্তানের জন্ম দেন।তারা তার নাম ইসহাক রাখলেন যেমনটি ঈশ্বর তাদের করার জন্য বলেছিলেন।

05:06

যখন ইসহাক একজন বালক ছিলেন, ঈশ্বর অব্রাহামের বিশ্বাসকে পরীক্ষা করার জন্য বললেন, “ইসহাককে সাথে নেও, তোমার একমাত্র সন্তানকে, আর তাকে আমার জন্য বলি রূপে উৎসর্গ কর।” পুনরায় অব্রাহাম ঈশ্বরের আজ্ঞাকারী হলেন আর তার পুত্রের বলির জন্য প্রস্তুতি নিলেন।

ঈশ্বর অব্রাহামকে ইসহাকের সাথে কি করতে বলেছিলেন যখন তিনি একটি বালক মাত্রই ছিলেন?

ঈশ্বর অব্রাহামকে তার জন্য ইসহাককে বলি দিতে বলেছিলেন।

ঈশ্বর কেন অব্রাহামকে ইসহাকের বলি চড়াতে বলেছিলেন?

অব্রাহামের বিশ্বাস যাচাই করার জন্য তিনি এমন বলেছিলেন।

05:07

যখন অব্রাহাম ও ইসহাক বলির স্থানের দিকে যাচ্ছিলেন, ইসহাক জিজ্ঞাসা করলেন, “পিতা, আমাদের কাছে বলির জন্য কাঠ আছে, কিন্তু ভেড়া কোথায় ?” অব্রাহাম বললেন, “হে বৎস, ঈশ্বর বলির জন্য ভেড়া প্রদান করবেন।”

বলি দেওয়ার জন্য তাদের কাছে ভেড়া না থাকার কারণটির বিষয়ে অব্রাহাম ইসহাককে কি বলেছিলেন?

অব্রাহাম বলেছিলেন যে ঈশ্বর বলি দেওয়ার জন্য ভেড়া প্রদান করবেন।

05:08

যখন তারা বলির স্থানে পৌঁছালেন, অব্রাহাম ইসহাককে বাঁধলেন আর বেদির উপর তাকে রাখলেন। তিনি তার পুত্রকে মারতে চলেছিলেন তখনি ঈশ্বর বললেন, “থাম!বালকটিকে আঘাত কর না !এখন আমি জানতে পারলাম যে তুমি আমাকে বেশি ভয় কর কেননা তুমি তোমার একমাত্র পুত্রকেও রাখতে চাওনি।

ঈশ্বর কি চেয়ে ছিলেন যে অব্রাহাম ইসহাককে বলি চড়ায়?

না তিনি তা চাইতেন না।তিনি কেবল দেখতে চেয়েছিলেন যে অব্রাহাম তার দেওয়া আজ্ঞা পালন করবেন কি না।

05:09

নিকটে অব্রাহাম একটি ভেড়াকে একটি ঝোপের আড়ালে বাঁধা দেখলেন।ঈশ্বর ইসহাকের বিনিময়ে উৎসর্গ করার জন্য একটি ভেড়া প্রদান করলেন।অব্রাহাম উল্লাসের সাথে সেই ভেড়াটিকে একটি বলিরূপে উৎসর্গ করলেন।

ইসহাকের জায়গায় ঈশ্বর বলির জন্য কি প্রদান করেছিলেন?

তিনি ঝোপের মধ্যে একটি ভেড়া প্রদান করেছিলেন।

05:10

তারপর ঈশ্বর অব্রাহামকে বললেন, “কেননা তুমি আমাকে সবকিছু দিতে ইচ্ছুক, এমনকি তোমার একমাত্র পুত্রকেও, আমি প্রতিজ্ঞা করছি তোমাকে আর্শিবাদ করব।তোমার উত্তরাধিকারীরা আকাশের নক্ষত্রগনের থেকেও অধিক হবে।কেননা তুনি আমার আজ্ঞাকারী হয়েছ, তোমার পরিবারের দ্বারা পৃথিবীর সকল পরিবার আর্শিবাদ প্রাপ্ত হবে।

অব্রাহামের আজ্ঞাকারিতার জন্য ঈশ্বর অব্রাহামকে কি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন?

তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন অব্রাহামের বংশধররা আকাশের নক্ষত্রগনেরও অধিক হবে, আর পৃথিবীর সকল জাতি তার পরিবারের মাধ্যমে আশির্বাদিত হবে।

ঈশ্বর ইসহাককে সরবরাহ করেন

06:01

যখন অব্রাহাম অনেক বৃদ্ধ হয়ে পরেন, তার পুত্র, ইসহাক, একজন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষে পরিণত হন।তাই অব্রাহাম তার পরিচারককে তার আত্মীয়রা যে ভূমিতে থাকতেন সেখানে পাঠালেন যেন তার পুত্রের জন্য বধু নিয়ে আসেন।

অব্রাহাম কেন তার দাসকে অব্রাহামের আত্মীয়দের ভূমিতে পাঠিয়েছিলেন?

তার পুত্র, ইসহাকের স্ত্রী হওয়ার জন্য কাউকে নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়েছিলেন।

06:02

সেই এলাকায় যেখানে অব্রাহামের আত্মীয়রা বসবাস করতেন সেখানে একটি দীর্ঘ যাত্রা করার পর, ঈশ্বর সেই পরিচারককে রিবিকার কাছে নিয়ে আসেন।তিনি অব্রাহামের ভাইয়ের নাতনী ছিলেন।

চাকরটি কিভাবে রিবিকার সন্ধান পান?

ঈশ্বর তাকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

রিবিকা ও ইসহাকের মধ্যে কেমন আত্মীয়তা ছিল?

রিবিকা অব্রাহামের ভাইয়ের নাতনী ছিলেন। [০৬-০২]

06:03

রিবিকা তার পরিজনদের ছাড়তে আর পরিচারকের সাথে ইসহাককের গৃহে যেতে রাজি হলেন।তার পৌঁছানোর পরেই ইসহাক তাকে বিবাহ করলেন।

রিবিকাকে কি চাকরটির সাথে গিয়ে ইসহাককে বিবাহ করতে জোর করা হয়েছিল?

না, তিনি স্ব-ইচ্ছায় যেতে রাজি হয়েছিলেন।

06:04

অনেককাল পর, অব্রাহাম মারা গেলেন আর নিয়মের সেই সব প্রতিজ্ঞা যা ঈশ্বর তার প্রতি করেছিলেন তা ইসহাককে দেওয়া হল। ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে অব্রাহামের অগণিত বংশ হবে, কিন্তু ইসহাককের স্ত্রী, রিবিকার কোনো সন্তান হল না।

অব্রাহামের মৃত্যুর পর ঈশ্বরের কোন প্রতিজ্ঞাসমূহ ইসহাকের কাছে এসেছিল?

সেই সকল প্রতিজ্ঞা যা ঈশ্বর অব্রাহামের সাথে করেছিলেন, তার মধ্যে তার যে বহু বংশধররা হবে তাও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এমন কেন দেখাচ্ছিল যে অসংখ্য সন্তান হওয়ার প্রতিজ্ঞা ইসহাকের দ্বারা পূর্ণ হবে না?

কারণ রিবিকার কোনো সন্তান ছিল না।

06:05

ইসহাক রিবিকার জন্য প্রার্থনা করলেন, আর ঈশ্বর তাকে যমজ শিশুর দ্বারা গর্ভবতী হতে অনুমতি দিলেন।শিশু দুটি একেঅপরের সাথে সংঘর্ষ করেছিলেন যখন তারা রিবিকার গর্ভেই ছিলেন, তাই রিবিকা ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে এটা কি হচ্ছে।

06:06

ঈশ্বর রিবিকাকে বললেন, “তোমার ভেতরের দুটি সন্তান থেকে দুটো জাতি উৎপন্ন হবে।তারা একেঅপরের সাথে সংঘর্ষ করবে আর জ্যেষ্ঠজন কনিষ্টজনের সেবা করবে।”

ঈশ্বর রিবিকাকে তার দুটো যমজ সন্তানদের জন্মের পূর্বেই তাদের বিষয়ে কি বলেছিলেন?

তিনি বলেছিলেন যে তারা দুটো জাতি হবে, আর জ্যেষ্ঠজন কনিষ্ঠজনের সেবা করবে।

06:07

যখন রিবিকার শিশুগুলো জন্ম নিলেন, জ্যেষ্ঠজন রক্তবর্ণ ও লোমযুক্ত বেরিয়ে এলেন, আর তারা তার নাম এষৌ রাখলেন। তারপর কনিষ্টজন জ্যেষ্ঠজনের গোড়ালি ধরে বেরিয়ে এল, আর তারা তার নাম যাকোব রাখলেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কি ছিল?

জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম এষৌ ছিল।

কনিষ্ঠ পুত্রের নাম কি ছিল?

কনিষ্ঠ পুত্রের নাম যাকোব ছিল।

ঈশ্বর যাকোবকে আর্শিবাদ করলেন

07:01

যেমন বালকগুলো বেড়ে উঠছিল, যাকোব বাড়িতে থাকতে পছন্দ করতেন, কিন্তু এষৌ শিকার করা পছন্দ করতেন।রিবিকা যাকোবকে স্নেহ করতেন, কিন্তু ইসহাক এষৌকে স্নেহ করতেন।

07:02

একদিন, যখন এষৌ শিকার থেকে ফিরে এলেন, তিনি ভীষণভাবে ক্ষুদার্ত ছিলেন।এষৌ যাকোবকে বললেন, “তোমার রান্না করা খাবার অনুগ্রহ করে আমাকে খেতে দেও।”যাকোব উত্তর দিলেন, “প্রথমে, তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র হওয়ার অধিকার আমাকে দেও।”অতএব, এষৌ তার জ্যেষ্ঠপুত্র হওয়ার অধিকার তাকে দিয়ে দিলেন।তারপর যাকোব এষৌকে কিছু খাবার দিলেন।

কনিষ্ঠ পুত্র যাকোব কিভাবে জ্যেষ্ঠ পুত্রের অধিকার নিয়ে নিয়েছিলেন?

এষৌ যাকোবকে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র হওয়ার অধিকার কিছু খাদ্যের বিনিময়ে দিয়ে দিয়েছিলেন।

07:03

ইসহাক এষৌকে তার আর্শিবাদ দিতে চাইলেন।কিন্তু তার আর্শিবাদ দেওয়ার আগেই, যাকোব এষৌ হওয়ার ভান করার দ্বারা রিবিকা আর যাকোব তার সাথে ছলনা করলেন। ইসহাক বৃদ্ধ হয়েছিলেন আর চোখে দেখতেন না। তাই যাকোব এষৌর পোশাক পরিধান করলেন আর তার গলায় আর হাতে ছাগলের লোম লাগলেন।

ইসহাক কাকে তার আনুষ্ঠানিক আর্শিবাদ দিতে চেয়েছিলেন?

তিনি এষৌকে তার আর্শিবাদ দিতে চেয়েছিলেন।

কিভাবে যাকোব ইসহাককে তাকে আর্শিবাদ দেওয়ার জন্য চালনা করেছিলেন?

তিনি ছাগলের পশম পরে এষৌ হওয়ার ভান করেছিলেন যেন ইসহাক ভাবেন যে তিনি এষৌ ছিলেন।

07:04

যাকোব ইসহাকের কাছে এলেন আর বললেন, "আমি এষৌ।আমি এসেছি যেন আপনি আমাকে আর্শিবাদ করেন।"যখন ইসহাক ছাগলের লোম অনুভব করলেন আর পোশাকের ঘ্রাণ শুঁকলেন, তিনি মনে করলেন যে সে এষৌ আর তাকে আর্শিবাদ করলেন।

07:05

এষৌ যাকোবকে ঘৃণা করলেন কেননা তিনি তার জ্যেষ্ঠপুত্র হওয়ার অধিকার চুরি করেছিলেন আর এমনকি তার প্রাপ্ত আর্শিবাদও চুরি করেছিলেন।তাই তিনি যাকোবকে তাদের পিতার মৃত্যুর পর হত্যা করার ষড়যন্ত্র করলেন।

যেহেতু যাকোব এষৌর আর্শিবাদ চুরি করেছিলেন, তাই এষৌ তার সাথে কি করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন?

এষৌ ইসহাকের মৃত্যুর পর যাকোবকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিলেন।

07:06

কিন্তু রিবিকা এষৌর যোজনা সম্বন্ধে জানতে পারলেন।তাই তিনি ও ইসহাক যাকোবকে তাদের আত্মীয়দের কাছে দুরে পাঠিয়ে দিলেন।

ইসহাক ও রিবিকা কি করেছিলেন যখন রিবিকা জানতে পেরেছিলেন যাকোবকে হত্যা করার এষৌর পরিকল্পনাটিকে?

তারা যাকোবকে দূরে রিবিকার আত্মীয়দের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

07:07

যাকোব রিবিকার পরিজনদের সাথে বহু বছর থাকলেন।সেই সময় তিনি বিবাহ করলেন আর তার বারোজন পুত্র আর একটি কন্যা হল। ঈশ্বর তাকে অনেক ধনী করলেন।

পরবর্তী বিশ বছরে যাকোবের সাথে কি কি ঘটেছিল?

তিনি বিবাহ করেছিলেন, তার বারোটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মেছিল, আর ঈশ্বর তাকে সম্পদশালী করেছিলেন।

07:08

কনানে তার নিজ গৃহ থেকে বিশ বছর দুরে থাকার পর, যাকোব তার নিজ পরিবারে ফিরে এলেন তার পরিবার, পরিচারকগনদের, আর তার সকল গবাদিপশুদের সাথে নিয়ে এলেন।

07:09

যাকোব খুবিই ভয়ভীত ছিলেন কেননা এষৌ এখনও তাকে হত্যা করতে চাইতেন।অতএব তিনি অনেক গবাদিপশু উপহার রূপে এষৌর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।পরিচারকগণ যারা গবাদিপশুদের নিয়ে এনেছিলেন এষৌকে বললেন, “আপনার দাস, যাকোব আপনাকে এই গবাদিপশুদের দিয়েছেন।তিনি শীঘ্রই আসছেন।”

কেন কনান দেশে ফেরার সময় যাকোব ভয়ভীত হয়েছিলেন?

তিনি চিন্তা করেছিলেন যে এষৌ তাকে হত্যা করবেন।

যাকোব এষৌর রোষ কমাতে কি করেছিলেন?

তিনি কিছু গবাদিপশুর ঝাঁক এষৌকে উপহার রূপে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

07:10

কিন্তু এষৌ যাকোবকে আগেই ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, আর তারা একেঅপরের সাথে সাক্ষাৎকার করতে আনন্দিত ছিলেন। এরপর থেকে যাকোব কনান দেশে শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাস করলেন। এরপর ইসহাক মারা গেলেন, আর যাকোব আর এষৌ তাকে কবর দিলেন।নিয়মের প্রতিজ্ঞা যা ঈশ্বর অব্রাহামকে দিয়েছিলেন এখন তা ইসহাক থেকে যাকোবের কাছে পৌঁছালো।

এষৌ কি তখনও যাকোবের প্রতি ক্রুদ্ধ ছিলেন?

না, তিনি আগেই তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

যাকোব কোথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন?

কনান দেশে।

ইসহাকের মৃত্যুর পর, কে নিয়মের প্রতিজ্ঞাগুলো প্রাপ্ত করেছিলেন যা ঈশ্বর অব্রাহামের সাথে স্থাপন করেছিলেন?

যাকোব সেই নিয়মের প্রতিজ্ঞাগুলো প্রাপ্ত করেছিলেন।

ঈশ্বর যোষেফ ও তার পরিবারকে রক্ষা করেন

08:01

বহু বছর পর, যখন যাকোব বৃদ্ধ হয়ে পরেছিলেন, তিনি তার প্রিয় পুত্র, যোষেফকে তার ভাইদের কাছে যারা গবাদিপশুদের দেখাশুনা করছিলেন তাদের কাছে পাঠালেন।

08:02

যোষেফের ভাইরা তাকে ঘৃণা করতেন কেননা তাদের পিতা তাকে সবচাইতে বেশি স্নেহ করতেন আর যোষেফ তাদের বিষয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন যে তিনি তাদের উপর রাজত্ব করবেন।যখন যোষেফ তার ভাইদের কাছে আসলেন, তারা তাকে অপহরণ করলেন আর তাকে কিছু ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রয় করলেন।

কেন যোষেফের ভাইয়েরা তাকে হিংসে করত?

কারণ যোষেফ যাকোবের প্রিয় পুত্র ছিলেন, আর কেননা যোষেফ স্বপ্ন দেখেছিলেন যে তিনি তাদের উপর রাজত্ব করবেন।

যোষেফের ভাইয়েরা তার সাথে কি দুষ্টতার কাজ করেছিল?

তারা তাকে অপহরণ করেছিল আর তাকে কিছু ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রয় করে দিয়েছিল।

08:03

যোষেফের ভাইরা গৃহে ফেরার আগে, তারা যোষেফের পোশাক ছিঁড়লেন আর সেটা ছাগলের রক্তে ডুবিয়ে নিলেন। এরপর তারা সেই কাপড়টিকে তাদের পিতাকে দেখালেন যেন তিনি মনে করেন যে কোনো বন্য পশু যোষেফকে খুন করেছে।যাকোব খুবই শোকার্ত হলেন।

যোষেফের ভাইয়েরা কিভাবে যাকোবের কাছে যোষেফের অন্তর্ধানের বর্ণনা দিয়েছিল?

তারা যোষেফের পোশাকে ছাগলের রক্ত মাখিয়েছিল যেন যাকোব মনে করেন যে কোনো এক জন্তু তাকে হত্যা করেছে।

08:04

ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা যোষেফকে মিশরে নিয়ে এলেন।মিশরদেশ নীল নদের উপর অবস্থিত একটি বিশাল, শক্তিশালী দেশ ছিল।ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা যোষেফকে একটি দাস রূপে একজন ধনী সরকারী কর্মকর্তার কাছে বিক্রয় করলেন। যোষেফ তার মালিকের খুব ভালো সেবা করেছিলেন, আর ঈশ্বর যোষেফকে আর্শিবাদ করেছিলেন।

ঈশ্বর কি যোষেফকে মিশর দেশে পরিত্যাগ করেছিলেন?

না, তিনি তেমন করেন নি।যাকিছু যোষেফ করতেন, তিনি তাতে তাকে আর্শিবাদকরতেন।

08:05

তার মালিকের স্ত্রী যোষেফের সাথে কুকর্ম করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু যোষেফ এই প্রকারে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করতে চাইলেন না।তিনি ক্রুদ্ধ হলেন আর যোষেফের উপর মিথ্যে দোষারোপ করলেন তাই তাকে গ্রেফতার করা হল আর জেলে পাঠানো হল। এমনকি জেলেও, যোষেফ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসযোগ্য রইলেন, আর ঈশ্বর তাকে আর্শিবাদ করলেন।

মিশরে যোষেফকে কেন বন্দিগৃহে পাঠানো হয়েছিল?

যোষেফ তার মালিকের স্ত্রীর সাথে শয়ন [ব্যভিচার] করতে অস্বীকার করেছিলেন, তাই সেই স্ত্রীটি তাকে মিথ্যে অপবাদ দিয়েছিল।

08:06

দু বছর পর, যোষেফ জেলেই ছিলেন, যদিও তিনি নির্দোষ ছিলেন।এক রাতে, ফরৌণ, যা মিশরবাসীরা তাদের রাজাকে বলতেন, তার দেখা দুটি স্বপ্ন ছিল যা তাকে ভিশনভাবে উদ্বিগ্ন করছিল। তার কোনোও মন্ত্রীগন তাকে তার স্বপ্নের অর্থবলতে পারছিলেন না।

08:07

ঈশ্বর যোষেফকে স্বপ্নের অর্থ বলার ক্ষমতা দিয়েছিলেন, তাই ঘটনা ক্রমে যোষেফকে জেল থেকে ফরৌনের কাছে নিয়ে আসা হল। যোষেফ তার জন্য স্বপ্নের অর্থ প্রকাশ করলেন আর বললেন, “ঈশ্বর সাত বছর প্রচুর ফসল প্রদান করতে চলেছেন, তার পর সাত বছর দুর্ভিক্ষের হবে।”

ঈশ্বর যোষেফকে কোন ক্ষমতা দিয়েছিলেন?

তাকে স্বপ্ন দর্শনের ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন।

ফরৌনের স্বপ্নের অর্থ কি ছিল?

তার স্বপ্নের অর্থ ছিল যে ঈশ্বর আগামী সাত বছর প্রচুর ফসল দেবেন আর তার পরের সাত বছর দুর্ভিক্ষ দেবেন।

08:08

ফরৌণ যোষেফের দ্বারা এত খুশি হলেন যে তিনি তাকে মিশর দেশের দ্বিতীয় সবচাইতে ক্ষমতাবান পুরুষ করলেন।

ফরৌণ যোষেফকে তার স্বপ্ন ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য কিভাবে পুরস্কৃত করেছিলেন?

তিনি যোষেফকে মিশরের দ্বিতীয় শক্তিশালী ব্যক্তি নিরুপন করেছিলেন।

08:09

যোষেফ মিশরবাসীদের প্রচুর ফসলের সাত বছরে প্রচুর পরিমানে ফসল সঞ্চয় করে রাখতে নির্দেশ দিলেন। তারপর যোষেফ সেই ফসল লোকেদের বিক্রয় করলেন যখন সাত বছরের দুর্ভিক্ষ হল যেন তাদের কাছে পর্যাপ্ত খাবার হয়।

যোষেফ কিভাবে দুর্ভিক্ষের জন্য তৈরী হয়েছিলেন?

যোষেফ মিশরবাসীদের বলেছিলেন সাত বছরের প্রচুর ফসলের সময়কালে যথেষ্ট ফসল সঞ্চয় করে রাখতে আর দুর্ভিক্ষের সাত বছরে লোকেদের তা বিক্রয় করতে।

08:10

মিশরেই কেবল খারাপ দুর্ভিক্ষ ছিল না বরং কনানেও ছিল যেখানে যাকোব আর তার পরিবার থাকতেন।

08:11

তাই যাকোব তার জ্যেষ্ঠপুত্রকে মিশরে খাদ্য কিনতে পাঠালেন।ভাইরা যোষেফকে চিনতে পারলেন না যখন তারা খাবার কেনার জন্য তার সামনে দাঁড়ালেন। কিন্তু যোষেফ তাদের চিনতে পারলেন।

কেন যোষেফের ভাইয়েরা মিশর দেশে এসেছিল?

তারা খাদ্য কিনতে এসেছিল, কারণ কনান দেশেও ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়েছিল।

08:12

তার ভাইদের পরীক্ষা করার পর এটা দেখতে যে তারা বদলেছেন কিনা, যোষেফ তাদের বললেন, "আমি তোমাদের ভাই, যোষেফ!ভয় পেও না।তোমরা আমাকে একটি দাস রূপে বিক্রি করে দুষ্টতার কাজ করেছিলে, কিন্তু ঈশ্বর সেই দুষ্টতাকে কল্যাণকর করেছেন! এসো আর মিশরে নিবাস কর যেন আমি তোমাদের ও তোমাদের পরিবারদের যোগান দিতে পারি।"

যোষেফ তার ভাইদের বলার পূর্বে যে তিনি কে, কেন তিনি তাদের পরীক্ষা করেছিলেন?

তিনি তাদের পরীক্ষা করেছিলেন এটা দেখতে যে তারা বদলেছে কিনা।

কিভাবে ঈশ্বর যোষেফের ভাইদের তাকে বিক্রি করার মন্দ বিষয়টিতেও ভালো জিনিস ঘটিয়েছিলেন?

যোষেফ মিশরের একজন শক্তিশালী শাসক হয়েছিলেন, আর ঈশ্বর তাকে দুর্ভিক্ষের সময়ে তার পরিবারকে আর অন্যান্য বহু লোকেদের খাদ্য প্রদান করার জন্য প্রয়োগ করেছিলেন।

08:13

যখন যোষেফের ভাইরা বাড়িতে ফিরলেন আর তাদের পিতা, যাকোবকে বললেন, যে যোষেফ জীবিত আছে, তিনি প্রচন্ড আনন্দিত হলেন।

08:14

যদিও যাকোব একজন বৃদ্ধ মানুষ ছিলেন, তবুও তিনি মিশরে তার সকল পরিবারের সাথে গেলেন আর তারা সকলে সেখানে বসবাস করলেন। যাকোবের মৃত্যুর আগে, তিনি তার প্রত্যেক পুত্রকে আর্শিবাদ করলেন।

যাকোব কি করেছিলেন যখন তিনি জানতে পেরেছিলেন যে যোষেফ জীবিত রয়েছেন?

তিনি তার সম্পূর্ণ পরিবারকে মিশরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

08:15

নিয়মের প্রতিজ্ঞা যা ঈশ্বর অব্রাহামকে করেছিলেন তা ইসহাকের উপর, তারপর যাকোবের উপর এসেছিল, আর তা এখন যাকোবের বারোজন পুত্রদের আর তাদের পরিবারের উপর হল।বারোজনদের উত্তরাধিকারীরা হলেন ইস্রায়েলের বারটি গোত্র।

যাকোবের মৃত্যুর পর, কে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাগুলো প্রাপ্ত করেছিলেন?

যাকোবের বারোটি পুত্র প্রতিজ্ঞাগুলো প্রাপ্ত করেছিল।

যাকোবের বারোটি পুত্রের বংশধররা কি হয়েছিল?

তারা ইস্রায়েলের বারোটি গোত্র হয়েছিল?

ঈশ্বর মোশিকে আহ্বান করেন

09:01

যোষেফের মৃত্যুর পর, তার সকল পরিজনেরা মিশরে থেকে গেলেন।তারা ও তাদের সন্তানেরা নিরন্তর সেখানে বহু বছর বাস করলেন আর তাদের অনেক সন্তান হল।তাদের ইস্রায়েলীয় বলা হত।

09:02

একশ বছর পর, ইস্রায়লীয়দের সংখ্যা অনেক হল।মিশরীয়রা আর যোষেফের কথা মনে রাখলেন না আর সে সকল কিছু যা তিনি তাদের রক্ষার্থে করেছিলেন।তারা ইস্রায়লীয়দের থেকে ভয় পেলেন কেননা তারা সংখ্যায় অনেক ছিলেন।তাই সেই সময়ের ফরৌণ যিনি মিশরে রাজ্য করছিলেন ইস্রায়লীয়দের মিশরীয়দের দাসে পরিণত করলেন।

মিশরবাসীরা কেন ইস্রায়েলীয়দের থেকে ভয়ভীত হয়েছিল?

কারণ তারা সংখ্যায় প্রচুর ছিল।

ফরৌণ ইস্রায়েলীয়দেরকে ভয় পেয়ে তাদের সাথে কি করেছিলেন?

তিনি তাদের মিশরীয়দের গুলাম বানিয়েছ্লেন।

09:03

মিশরীয়রা ইস্রায়লীয়দের নানান অট্টালিকা আর এমনকি সম্পূর্ণ নগর তৈরী করতে বাধ্য করলেন।কঠিন প্ররিশ্রম তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলল, কিন্তু ঈশ্বর তাদের আর্শিবাদ করলেন, তাদের আরও সন্তান হল।

09:04

ফরৌণ দেখলেন যে ইস্রায়লীয়দের আরও সন্তান হচ্ছে, তাই তিনি তার লোকেদের ইস্রায়লীয়দের পুত্র সন্তানদের নীল নদে ফেলে দেওয়ার আজ্ঞা দিলেন।

ফরৌণ ইস্রায়েলীয়দের সংখ্যা কমানোর চেষ্টায় কি করেছিলেন?

তিনি সকল ইস্রায়েলীয় পুরুষ শিশুদের নীল নদে নিক্ষেপ করার আদেশ দিয়েছিলেন।

09:05

কোনো এক ইস্রায়লীয় স্ত্রী একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন। তিনি ও তার স্বামী যত দূর সম্ভব তাকে লুকিয়ে রাখলেন।

09:06

যখন সেই বালকটির মাতা-পিতা আর তাকে লুকাতে পারলেন না, তখন তারা একটি ভাসমান ঝুড়িতে নিল নদের তীরে নলখাগড়ার মাঝে তাকে বাঁচাবার জন্য ভাসিয়ে দিলেন।তার বড় দিদি লক্ষ্য করছিল এটা দেখতে যে তার সাথে কি হয়।

সেই শিশুটি যে নীল নদে ঝুড়ির মধ্যে ভাসছিল তার সাথে কি হয়েছিল?

ফরৌনের একটি কন্যা সেটি দেখতে পান, আর তিনি তাকে নিজ পুত্র করেন আর তার নাম দেন মোশি।

09:07

ফরৌনের একটি কন্যা ঝুড়িটি দেখলেন আর তার ভিতরে তাকালেন।যখন তিনি সেই বাচ্চাটি দেখলেন, তিনি তাকে তার পুত্র হিসাবে গ্রহণ করলেন।তিনি একটি ইস্রায়লীয় মহিলা ভাড়া করলেন তাকে দেখাশুনার জন্য এটা না জেনে যে সেই মহিলাটিই বাচ্চাটির মা।যখন বাচ্চাটি যথেষ্ট বড় হল যে তার আর মায়ের দুধের প্রয়োজন হল না, তিনি তাকে ফরৌনের কন্যার কাছে ফিরিয়ে দিলেন, যিনি তার নাম রেখেছিলেন মোশী।

সেই শিশুটি যে নীল নদে ঝুড়ির মধ্যে ভাসছিল তার সাথে কি হয়েছিল?

ফরৌনের একটি কন্যা সেটি দেখতে পান, আর তিনি তাকে নিজ পুত্র করেন আর তার নাম দেন মোশি।

09:08

একদিন, যখন মোশী বড় হলেন, তিনি একজন মিশরীয়কে একটি ইস্রায়লীয় দাসকে আঘাত করতে দেখলেন। মোশী তার সহ ইস্রায়লীয়কে রক্ষা করার চেষ্টা করলেন।

একটি সহ ইস্রায়েলীয়কে রক্ষা করার জন্য মোশী কি করেছিলেন?

তিনি একটি মিশরীয় ব্যক্তিকে হত্যা করেন যে অন্য ইস্রায়েলীয় ব্যক্তিকে মারছিল, আর মিশরীয় ব্যক্তিটির দেহ মাটিতে পুতে দিয়েছিলেন।

09:09

যখন মোশী ভাবলেন যে কেউ তাকে দেখছেন না, তিনি মিশরীয় লোকটিকে হত্যা করেন আর তার শরীরকে কবর দিলেন।কিন্তু কেউ একজন দেখেছিলেন যে মোশী কি করেছেন।

একটি সহ ইস্রায়েলীয়কে রক্ষা করার জন্য মোশী কি করেছিলেন?

তিনি একটি মিশরীয় ব্যক্তিকে হত্যা করেন যে অন্য ইস্রায়েলীয় ব্যক্তিকে মারছিল, আর মিশরীয় ব্যক্তিটির দেহ মাটিতে পুতে দিয়েছিলেন।

09:10

যখন ফরৌন মোশীর কার্য সম্বন্ধে জানলেন, তিনি আদেশ দিলেন তাকেও হত্যা করা হোক।মোশী মিশর ছেড়ে জনহীন প্রান্তরে পালালেন যেখানে তিনি ফরৌনের সেনার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারেন।

কেন মোশিকে মিশর দেশ থেকে পালাতে হয়েছিল?

যখন ফরৌণ জানতে পেরেছিলেন যে তিনি একজন মিশরীয়কে হত্যা করেছেন, তখন তিনি মোশিকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন।

ফরৌনের হাত থেকে পালানোর জন্য মোশি কোথায় গিয়েছিলেন?

তিনি নির্জন প্রদেশে গিয়েছিলেন।

09:11

মোশী মিশর থেকে দুরে জনহীন প্রান্তরে একজন মেষপালক হলেন। সেই স্থান থেকে তিনি এক স্ত্রীকে বিবাহ করলেন আর তার দুটি পুত্র হল।

09:12

একদিন যখন মোশী তার মেষদের দেখাশুনা করছিলেন, তিনি দেখতে পেলেন যে একটি ঝোপে আগুন লেগেছে।কিন্তু সেই ঝোপটি পুড়ছে না। মোশী ঝোপটির কাছে গেলেন স্পষ্টভাবে সেটিকে দেখতে। যখন তিনি সেটার দিকে এগোচ্ছিলেন, ঈশ্বরের বাণী হল, "মোশী, তোমার জুতো খুলে ফেল।তুমি পবিত্র ভূমির উপর দাঁড়িয়েছ।"

মোশিতার ভেড়ার পাল চরানোর সময় কি অদ্ভুত বিষয় ঘটতে দেখেছিলেন?

তিনি দেখেছিলেন যে একটি ঝোপ যেটিতে আগুন জ্বলছিল কিন্তু সেটি পুড়ছিল না।

ঈশ্বর সেই জ্বলন্ত ঝোপের মধ্যে দিয়ে মোশিকে কি বলেছিলেন?

ঈশ্বর বলেছিলেন, "মোশি, তোমার জুতা খোলো।কেননা তুমি পবিত্র স্থানে দাড়িয়ে আছো।"

09:13

ঈশ্বর বললেন, "আমি আমার প্রজার কষ্ট দেখেছি। আমি তোমাকে ফরৌনের কাছে পাঠাব যেন তুমি ইস্রায়লীয়দের তাদের দাসত্ব থেকে বের করে আন।আমি তাদের কানান দেশ দিব, যে ভূমির বিষয়ে আব্রাহাম, ইসহাক, আর যাকোবকে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম।"

কিভাবে আমরা জানি যে ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের মিশরে যত্ন নিয়েছিলেন?

কারণ ঈশ্বর মোশিকে বলেছিলেন, "আমি আমার প্রজাদের কষ্ট দেখেছি।"

ঈশ্বর মোশিকে ইস্রায়েলীয়দের জন্য কি করতে পাঠিয়েছিলেন?

ঈশ্বর তাকে ফরৌনের কাছে যেতে বলেছিলেন আর ইস্রায়েলীয়দেরকে মিশরে তাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে বলেছিলেন।

ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের কোন ভূমি দেওয়ার কথা বলেছিলেন?

কনান দেশ, সেই ভূমি যার বিষয়ে ঈশ্বর অব্রাহাম, ইসহাক, ও যাকোবকে দিতে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

09:14

মোশী জিজ্ঞাসা করলেন, “যদি লোকেরা জানতে চায় যে কে আমাকে পাঠিয়েছে, তাহলে আমি কি বলব?”ঈশ্বর বললেন, “আমি যে আছি সেই আছি।” তাদের বল, ‘আমি আছি তোমাদের কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন।’তাদের আরও বল, ‘আমি যিহোবা [সদাপ্রভু], তোমাদের পূর্বপুরুষ আব্রাহাম, ইসহাক, আর যাকোবের ঈশ্বর।’এটাই সর্বকালের জন্য আমার নাম।”

ঈশ্বর কোন নামটি বলেছিলেন যা চিরকাল তার নাম হবে?

যীহোবা।

09:15

মোশী ভয়ভীত হলেন আর ফরৌনের কাছে যেতে চাইলেন না কেননা তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি ভালো করে কথা বলতে পারবেন না, তার ঈশ্বর মোশীর ভাই, হারোণকে তাকে সাহায্য করতে পাঠালেন।ঈশ্বর মোশীকে ও হারোণকে সাবধান করলেন যে ফরৌণ কিন্তু জেদি হবেন।

ঈশ্বর মোশিকে সাহায্য করার জন্য কাকে পাঠিয়েছিলেন?

ঈশ্বর মোশির দাদা, হারুনকে, তাকে সাহায্য করার জন্য পাঠিয়েছিলেন।

ঈশ্বর মোশির ও হারোনের প্রতি ফরৌনের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে বলেছিলেন?

তিনি বলেছিলেন যে ফরৌনের হৃদয় কঠিন হবে।

দশ আঘাত

10:01

মোশি ও হারোণ ফরৌনের কাছে গেলেন। তারা বললেন, “ইসরাইলের ঈশ্বর এই বলেন, ‘আমার প্রজাদের যেতে দেও!’” কিন্তু ফরৌণ তাতে কান দিলেন না।ইস্রায়লীয়দের মুক্ত করার চেয়ে, তিনি তাদের আরও কঠিন কাজ করতে বাধ্য করলেন।

ঈশ্বরের সংবাদ কি ছিল যা মোশি ও হারোন ফরৌণ কে দিয়েছিলেন?

“আমার প্রজাদের যেতে দাও!”

ফরৌণ সেই আদেশ শুনে কি করেছিলেন?

তিনি ইস্রায়েলীয়দের আরও কঠিন কাজ করতে বাধ্য করেছিলেন।

10:02

ফরৌণ লোকেদের যেতে দিতে নিজ মনকে কঠোর করে চললেন, তাই ঈশ্বর মিশরে দশটি আঘাত করলেন।এই আঘাতগুলোর দ্বারা, ঈশ্বর ফরৌণকে দেখালেন যে তিনি ফরৌণ থেকে আর মিশরের সকল দেবতা থেকে বেশি শক্তিশালী।

ঈশ্বর কি করেছিলেন যখন ফরৌণ ইস্রায়েলীয়দের যেতে দেন নি?

তিনি মিশর দেশের উপর দশটি ভয়ংকর মহামারী পাঠিয়েছিলেন।

ঈশ্বর সেই মহামারীর দ্বারা কি দেখাতে চেয়েছিলেন?

তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে তিনি ফরৌণ আর সকল মিশরের দেবদেবী থেকে মহান।

10:03

ঈশ্বর নীল নদকে রক্তে পরিনত করলেন, কিন্তু তবুও ফরৌণ ইস্রায়লীয়দের যেতে দিলেন না।

ঈশ্বর নিল নদের জলে কি করেছিলেন?

ঈশ্বর নিল নদের জলকে রক্তে পরিনত করেছিলেন।

10:04

ঈশ্বর সম্পূর্ণ মিশরে ব্যাঙ পাঠালেন।ফরৌণ মোশিকে মিনতি করলেন যেন ব্যাঙদের সরিয়ে নেওয়া হয়।কিন্তু সকল ব্যাঙদের মৃত্যুর পর ফরৌণ তার হৃদয় কঠোর করলেন আর ইস্রায়লীয়দের মিশর থেকে যেতে দিলেন না।

10:05

তাই ঈশ্বর পিশুর একটি আঘাত পাঠালেন। তারপর মাছির একটি আঘাত পাঠালেন।ফরৌণ মোশিকে ও হারোণকে ডাকলেন আর বললেন যে যদি তারা এই আঘাত থামিয়ে দেন তাহলে ইস্রায়লীয়রা মিশর থেকে যেতে পারে। তখন মোশি নিবেদন করলেন, ঈশ্বর মিশর থেকে সকল মাছিদের সরিয়ে নিলেন।কিন্তু ফরৌণ তার হৃদয় কঠোর করলেন আর লোকেদের মুক্ত করলেন না।

10:06

তারপর, ঈশ্বর সকল গবাদিপশুদের যারা মিশরবাসীদের ছিল তাদের অসুস্থতার আর মৃত্যুর কারণ ঘটালেন।কিন্তু ফরৌনের হৃদয় কঠোর ছিল, আর তিনি ইস্রায়লীয়দের যেতে দিলেন না।

10:07

তারপর ঈশ্বর মোশিকে ফরৌনের সামনে বাতাসে ছাই ফেলতে বললেন।যখন তিনি তা করলেন, তখন মিশরবাসীদের ত্বকে বেদনাময় ফোঁড়া দেখা দিল, কিন্তু ইস্রায়লীয়দের কিছু হল না। ঈশ্বর ফরৌনের হৃদয় কঠোর করেছিলেন, আর ফরৌণ ইস্রায়লীয়দের যেতে দিলেন না।

কারা সেই বেদনাময় স্ফোটকের দ্বারা পীড়িত হয়েছিল?

সেই স্ফোটক মিশরবাসীদের উপর উঠেছিল, কিন্তু তা ইস্রায়েলীয়দের উপর উঠেনি।

10:08

এর পর, ঈশ্বর শিলাবৃষ্টি পাঠালেন যা মিশরের বেশিরভাগ ফসলকে নষ্ট করল আর যে কেউ বাইরে গেল সেই মারা পড়ল।ফরৌণ মোশিকে ও হারোণকে ডেকে পাঠালেন আর বললেন, "আমি পাপ করেছি।তোমরা যেতে পার।"তাই মোশি প্রার্থনা করলেন, আর আকাশ থেকে শিলাবৃষ্টি হওয়া বন্ধ হল।

10:09

কিন্তু ফরৌণ পুনরায় পাপ করলেন আর তার হৃদয় কঠোর করলেন।তিনি ইস্রায়লীয়দের যেতে দিলেন না।

10:10

তাই ঈশ্বর সারা মিশরে প্রচুর পরিমানে পঙ্গপাল পাঠালেন।এই পঙ্গপালগুলো সকল ফসল খেয়ে ফেলল যা শিলাবৃষ্টিতে বেঁচে গিয়েছিল।

10:11

তারপর ঈশ্বর অন্ধকার পাঠালেন যা তিন দিন পর্যন্ত থাকলো।এটা এতটাই ঘন ছিল যে মিশরীয়রা ঘর থেকে বেরোতে পারলেন না। কিন্তু যেখানে ইস্রায়লীয়রা থাকতে সেখানে আলো ছিল।

সেই অন্ধকারের মহামারীটি কি সকলকে একইভাবে প্রভাবিত করেছিল?

না, সকলকে একইভাবে প্রভাবিত করেনি।মিশরবাসীরা যেখানে বসবাস করত সেখানে কেবল অন্ধকার হয়েছিল, কিন্তু যেখানে ইস্রায়েলীয়রা বসবাস করত সেখানে আলো ছিল।

10:12

এমনকি এই নয়টি আঘাতের পরও, ফরৌণ ইস্রায়লীয়দের যেতে দিলেন না।যেহেতু ফরৌণ শুনছিলেন না, তাই ঈশ্বর শেষ আঘাতটিকে পাঠানোর যোজনা করলেন।এটা ফরৌনের মন বদলাতে পারবে।

প্রথম নয়টি মহামারীর প্রত্যেকটির প্রতি ফরৌনের কেমন প্রতিক্রিয়া ছিল?

তিনি লোকেদের স্বাধীন হয়ে যেতে দেননি।

ঈশ্বর ফরৌনের প্রথম নয়টি আঘাতের প্রতি কোনো প্রতিক্রিয়া না করায় কি করেছিলেন?

ঈশ্বর অন্তিম আঘাতটিকে পাঠানোর পরিকল্পনা করেছিলেন।

এই শেষ আঘাতটি এমন কি করেছিল যা পূর্বের নয়টি আঘাত করতে পারেনি?

এটি ফরৌনের হৃদয় পরিবর্তন করেছিল।

নিস্তারপর্ব্ব

11:01

ঈশ্বর ফরৌণকে সাবধান করলেন যে যদি সে ইস্রায়লীয়দের যেতে না দেয়, তাহলে তিনি লোকেদের আর পশুদের দুয়েরই প্রথমজাত পুত্র সন্তানদের হত্যা করবেন। যখন ফরৌণ তা শুনলেন তবুও তিনি তাতে বিশ্বাস ও ঈশ্বরের বাধ্য হতে রাজি হলেন না।

ঈশ্বর মিশরীয়দের সাথে কি করবেন বলেছিলেন যদি ফরৌণ ইস্রায়েলীয়দের যেতে না দেন?

তিনি মানুষের আর পশুদের সকল প্রথমজাত পুরুষদের নিহনন করবেন বলেছিলেন।

11:02

ঈশ্বর একটি পথ প্রদান করলেন তাদের প্রথমজাত সন্তানদের বাঁচাবার জন্য যারা তাঁর উপর বিশ্বাস রাখতেন | প্রত্যেক পরিবারের জন্য একটি নিখুত মেষ শাবক নিতে হবে ও তা উৎসর্গ করতে হবে।

কিভাবে লোকেরা তাদের প্রথমজাত পুত্রদের রক্ষা করতে পারত?

তাদের একটি নিখুঁত ভেড়া বলি দিতে হত আর সেটির রক্ত তাদের গৃহের দরজার চারধারে লাগাতে হত।

11:03

ঈশ্বর ইস্রায়লীয়দের বললেন সেই মেষ শাবকের কিছু রক্ত তাদের ঘরের দরজার চারধারে লাগাতে, আর সেই মাংসকে সেঁকতে আর তাড়াতাড়ি তা ঈস্ট বা তাড়ীশূণ্য রুটির সাথে খেয়ে নিতে। তিনি তাদের আরও বললেন যে মিশর ছাড়তে তৈরী থাকতে যখন খাওয়া হয়ে যাবে |

কিভাবে লোকেরা তাদের প্রথমজাত পুত্রদের রক্ষা করতে পারত?

তাদের একটি নিখুঁত ভেড়া বলি দিতে হত আর সেটির রক্ত তাদের গৃহের দরজার চারধারে লাগাতে হত।

ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের কোন বিশেষ খাদ্য ভেড়ার মাংসের সাথে খেতে বলেছিলেন?

তিনি তাদের তার সাথে তাড়িশূন্য রুটি খেতে বলেছিলেন।

ইস্রায়েলীয়রা তাড়িশূন্য রুটি খাওয়ার দ্বারা তারা কিসের জন্য তৈরী হচ্ছিল?

তারা মিশর থেকে চলে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছিল।

11:04

ইস্রায়লীয়রা ঠিক তেমনই করল যেমন ঈশ্বর তাদের করতে বলেছিলেন।মধ্যরাত্রে, ঈশ্বর প্রত্যেক প্রথমজাতদের হত্যা করে মিশরের মধ্যে দিয়ে গমন করলেন।

11:05

ইস্রায়লীয়দের প্রত্যেক বাড়ির দরজায় রক্ত ছিল, তাই ঈশ্বর সেসব ঘরগুলোকে এড়িয়ে গেলেন।সেগুলোর ভিতরের সকল প্রাণী রক্ষা পেল।তারা মেষ শাবকের রক্তের জন্য রক্ষা পেল।

ঈশ্বর যে ঘরগুলোর দরজার চারধারে রক্ত লাগানো ছিল সেগুলোর সাথে কি করেছিলেন?

তিনি সেই ঘরগুলোকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন আর সেগুলোর ভিতরের সকল লোকজন রক্ষা পেয়েছিল।

11:06

কিন্তু মিশরবাসীরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করল না আর তার বাধ্যও হল না।তাই ঈশ্বর তাদের ঘর গুলোকে উপেক্ষা করলেন।ঈশ্বর মিশরবাসীদের প্রত্যেক প্রথমজাত পুত্র সন্তানদের হত্যা করলেন।

ঈশ্বর মিশরীয়দের প্রত্যেক ঘরগুলোতে কি করেছিলেন?

তিনি তাদের প্রথমজাত পুত্রদের নিহনন করেছিলেন।

11:07

প্রত্যেক মিশরীয় প্রথমজাত পুত্র-সন্তান মারা গেল, জেলে বন্দীদের প্রথমজাত সন্তানদের থেকে ফরৌনের প্রথম পুত্র পর্যন্ত সকলই মারা গেল।মিশরের অনেক লোক তাদের গভীর বেদনার জন্য কাঁদলো আর শোক করল।

মিশরীয়দের প্রথমজাত পুত্রদের কতজন মারা গিয়েছিল?

তাদের সকলই মারা গিয়েছিল, যার মধ্যে ফরৌনের পুত্রও ছিল। [১১-০৭]

11:08

সেই একই রাতে, ফরৌণ মোশী ও হারুনকে ডাকলেন আর বললেন, “ইস্রায়লীয়দের নাও আর এক্ষনি মিশর ছেড়ে চলে যাও!”মিশরবাসীরাও ইস্রায়লীয়দের তক্ষুনি চলে যেতে মিনতি করল।

এই আঘাতটির পর ফরৌন মোশি ও হারোনকে কি বলেছিলেন?

“ইস্রায়েলীয়দের নিয়ে মিশর থেকে চলে যাও!”

ইস্রায়লীয়দের যাত্রা

12:01

ইস্রায়লীয়রা মিশর ছাড়তে ভীষণ খুশি হল। তারা আর দাস থাকলেন না, এবং তারা প্রতিজ্ঞার ভূমিতে যাচ্ছিল! মিশরবাসীরা ইস্রায়লীয়দের সেসব দিলেন যা তারা তাদের কাছে চেয়েছিল, এমনকি সোনা ও রুপা এবং অন্যান দামী বস্তু।অন্যান্য দেশের কিছু লোক ছিল যারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করত এবং ইস্রায়লীয়দের মিশর ছাড়ার সময় তারাও সাথে চল।

ইস্রায়েলীয়রা যখন মিশর থেকে চলে যাচ্ছিল তখন মিশরীয়রা তাদের কি দিয়েছিল?

যাকিছু তারা চেয়েছিল তা তারা তাদের দিয়েছিল, এমনকি সোনা ও রুপা আর অন্যান্য বহুমূল্য বস্তুও তারা দিয়েছিল।

ইস্রায়েলীয়দের সাথে অন্য কারা কারা যাওয়ার জন্য যোগ দিয়েছিল?

অন্যান্য রাষ্ট্রের কিছু কিছু লোকজন তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল যারা ঈশ্বর যীহোবার উপর বিশ্বাস করত।

12:02

আর দিনের বেলায় ঈশ্বর মেঘের একটি লম্বা স্থম্ভের সাথে আর সেটিই আবার রাতের বেলায় আগুনের একটি লম্বা স্থম্ভের সাথে তাদের আগে আগে গেলেন। ঈশ্বর সবসময় তাদের সাথে ছিলেন আর তাদের নির্দেশনা করতেন। তাদের শুধু ঈশ্বরের অনুসরণ করতে হত।

কিভাবে ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন?

দিনের বেলায় একটি মেঘের স্থম্ভ হয়ে আর রাতের বেলায় একটি আগুনের স্থম্ভ হয়ে তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

12:03

অল্প কিছু সময় পরই, ফরৌণ আর তার লোকেরা তাদের মন বদলালো আর ইস্রায়লীয়দের পূনরায় তাদের দাস করতে চাইল। ঈশ্বর ফরৌনের হৃদয়কে কঠোর করলেন যেন লোকেরা দেখতে পান যে তিনিই সত্য ঈশ্বর, আর যেন বুঝতে পারেন যে, যীহোবা ফরৌনের এবং তার দেবতাদের তুলনায় বেশি শক্তিশালী।

কেন ঈশ্বর ফরৌনার মন কঠোর করেছিলেন আর ফরৌণ কেন ইস্রায়েলীয়দের তাড়া করেছিলেন?

তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে তিনিই একমাত্র ঈশ্বর যিনি ফরৌন আর তার দেবদেবীগণ থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী।

12:04

তাই ফরৌণ আর তার সেনাগন ইস্রায়লীয়দের দাস করতে তাদের ধাওয়া করল।যখন ইস্রায়লীয়রা দেখল যে মিশরের সেনা তাদের পিছনে আসছে, তারা বুঝতে পারল তারা ফাঁদে পড়েছে ফরৌনের সেনা আর লাল সমুদ্রের মাঝে |তারা ভীষণভাবে ভয় পেল আর চিৎকার করল, "কেন আমরা মিশরদেশ ছেড়ে ছিলাম?আমরা মারা পরলাম!"

ইস্রায়েলীয়রা কেমনভাবে প্রতিক্রিয়া করেছিল যখন তারা নিজেদের সমুদ্র ও মিশরীয় সৈন্যদের মধ্যে আটকা পেয়েছিল?

তারা বলেছিল, "কেন আমরা মিশর দেশ ছেড়ে চলে এসেছি?আমরা যে এখন মরতে চলেছি!"

12:05

মোশী ইস্রায়লীয়দের বললেন, "ভয় পেয় না!ঈশ্বর তোমাদের জন্য আজ লড়াই করবেন আর তোমাদের রক্ষা করবেন।"তখন ঈশ্বর মোশীকে বললেন, "লোকেদের বল লাল সমুদ্রের দিকে এগোতে।"

মোশি ইস্রায়েলীয়দের ভয় থেকে নিবারণ করার জন্য কি বলেছিলেন?

"ভয় পেও না!আজ ঈশ্বর সয়ং তোমাদের হয়ে লড়াই করবেন আর তোমাদের রক্ষা করবেন।"

12:06

তখন ঈশ্বর মেঘের স্থম্ভটিকে সরালেন আর সেটিকে ইস্রায়লীয়দের আর মিশরীয়দের মধ্যে রাখলেন যেন মিশরীয়রা ইস্রায়লীয়দের দেখতে না পায়।

ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের পালিয়ে যাওয়া মিশরীয়দের না দেখানোর জন্য কি করেছিলেন?

তিনি মেঘের স্থম্ভটিকে মিশরীয় ও ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে রেখেছিলেন।

12:07

ঈশ্বর মোশীকে বললেন সমুদ্রের দিকে হাত উঠাতে আর জলকে দুভাগ করতে।তারপর ঈশ্বর বাতাসের দ্বারা ডান ও বাম দিকের জলকে ধাক্কা দিলেন, যেন সমুদ্রের মাঝে একটি পথ তৈরী হয়।

ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের পালানোর পথ প্রস্তুত করার জন্য মোশিকে কি করতে বলেছিলেন?

ঈশ্বর তাকে সমুদ্রের দিকে তার হাত উঠাতে বলেছিলেন যেন সমুদ্রের জল দুভাবে ভাগ হয়ে পরে।

12:08

ইস্রায়লীয়রা সমুদ্রের দুপাশের জলের দেওয়ালের মাঝখানের শুকনো পথ দিয়ে হেঁটে পার হল।

ইস্রায়েলীয়রা কিভাবে সমুদ্র পার হয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল?

তারা সমুদ্রের মাঝে তৈরী হওয়া শুকনো পথ দিয়ে পার হয়ে গিয়েছিল।

12:09

তার পর ঈশ্বর মেঘের স্থম্ভটিকে পথটি থেকে সরালেন যেন মিশরীয়রা দেখতে পান যে ইস্রায়লীয়রা পালাচ্ছে। মিশরীয়রা ঠিক করল যে তারা তাদের তাড়া করবে।

12:10

তাই তারা ইস্রায়লীয়দের সমুদ্রের পথটির মাধ্যমে পিছন নিল, কিন্তু ঈশ্বর তাদের ভয়ভীত করলেন আর তাদের রথদের আটকে দিলেন। তারা চিৎকার করলেন, “পালাও!ঈশ্বর ইস্রায়লীয়দের পক্ষে লড়াই করছেন!”

মিশরের সৈন্যদের সাথে কি হয়েছিল যখন তারা ইস্রায়েলীয়দের তাড়া করার জন্য সমুদ্রের শুকনো পথটিতে গিয়েছিল?

তিনি মিশরীয়দের আতঙ্কিত করেছিলেন আর তাদের রথ মাঝ পথেই আটকে দিয়েছিলেন।

12:11

ইস্রায়লীয়দের সুরক্ষিতভাবে ওপারে যাওয়ার পর, ঈশ্বর মোশীকে বললেন তুমি তোমার হাত আবার বাড়াও।যখন তিনি তা করলেন, মিশরীয় সেনার উপর জলরাশি এসে পড়ল আর পুনরায় নিজ জায়গায় চলে এল।সম্পূর্ণ মিশর সেনা ডুবে গেল।

ঈশ্বর কিভাবে মিশরীয় সৈন্যদের ধ্বংস করেছিলেন?

সমুদ্রের জলে মিশরীয় সৈন্যদের ডুবিয়ে দিয়েছিল।

12:12

যখন ইস্রায়লীয়রা দেখল যে মিশরীয়রা মারা গিয়েছে, তারা ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করল এবং বিশ্বাস করল যে মোশী ঈশ্বরের একজন ভাববাদী।

ইস্রায়েলীয়রা কেমনভাবে প্রতিক্রিয়া করেছিল যখন তারা মিশরীয়দের মরে যেতে দেখেছিল?

তারা ঈশ্বরের উপর ভরসা করেছিল আর তারা বিশ্বাস করেছিল যে মোশি ঈশ্বরের একজন ভাববাদী ছিলেন।

12:13

ইস্রায়লীয়রা ভীষণ উৎসাহের সাথে আনন্দ করল কেননা ঈশ্বর তাদের মৃত্যু আর দাসত্বের থেকে রক্ষা করেছেন। এখন তারা ঈশ্বরের সেবার্থে স্বাধীন ছিল।ইস্রায়লীয়রা তাদের নতুন স্বাধীনতার জন্য নানান গান গাইল আর ঈশ্বরের স্তুতিবাদ করল কেননা তিনি মিশরের সেনাগণদের থেকে তাদের রক্ষা করেছিলেন।

ইস্রায়েলীয়রা কেন ঈশ্বরের স্তুতি গান করেছিল?

কারণ ঈশ্বর তাদের মিশরীয়দের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।

12:14

ঈশ্বর ইস্রায়লীয়দের প্রতি বছর নিস্তারপর্ব্ব পালন করতে আজ্ঞা দিলেন এটা স্বরণ করার জন্য যে ঈশ্বর কেমন ভাবে মিশরীয়দের উপর বিজয় দিয়েছিলেন আর দাসত্ব থেকে তাদের উদ্ধার করেছিলেন। তারা এটাকে পালন করল একটি নিখুঁত ভেড়ার বলি, সেটাকে তাড়ীশূন্য রুটির সাথে আহার করার দ্বারা।

ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের মিশরীয়দের উপর বিজয় পাওয়ার ঘটনাটিকে স্মরনীয় রাখার জন্য কি করতে বলেছিলেন?

তিনি তাদের প্রতি বছর নিস্তারপর্ব পালন করতে বলেছিলেন।

ইস্রায়েলের সাথে ঈশ্বরের নিয়ম

13:01

ঈশ্বর ইস্রায়লীয়দের লাল সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে নিয়ে আসার পর, তিনি তাদের নির্জনপ্রদেশ দিয়ে একটি সীনয় নামক পর্বতে নিয়ে এলেন। এটিই হল সেই পর্বত যেখানে মোশী জ্বলন্ত ঝোপ দেখেছিলেন।পর্বতের তলদেশে লোকেরা তাদের তাম্বু বানাল।

ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের লাল সমুদ্র পার করার পর কোথায় যেতে নেতৃত্ব দিয়েছিল?

তিনি একটি পর্বত যাকে সীনয় পর্বত বলা হয়েছিল সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন।

13:02

ঈশ্বর মোশীকে আর ইস্রায়লীয় লোকেদের বললেন, “যদি তোমরা আমার ও আমার নিয়মের প্রতি আজ্ঞাকারী হও, তবে তোমরা আমার নিজ ভাগ, একটি রাজকীয় যাজকবর্গ এবং একটি পবিত্র জাতি হবে।

ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের কি হওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যদি তারা তার প্রতি আজ্ঞাকারী হয়?

তারা তার পুরুস্কৃত সম্পত্তি, রাজকীয় পুজারী, আর পবিত্র জাতি হবে।

13:03

তিন দিন পর, আধ্যাত্মিক রূপে লোকেরা নিজেদের প্রস্তুত করার পর, ঈশ্বর সীনয় পর্বতের চূড়ায় মেঘগর্জন, বিদ্যুৎ, ধুম্র আর অতিশয় উচ্চস্বরে তুরীধ্বনীর সাথে নেমে এলেন। কেবল মোশীরই পর্বতের উপরে চড়ার অনুমতি ছিল।

ঈশ্বর সীনয় পর্বতে পৌঁছে কোন চিহ্ন দেখিয়েছিলেন?

তিনি বজ্রপাত, মেঘগর্জন, ধুম্র আর স্বজোরে একটি তুরীর ধ্বনি করেছিলেন।

13:04

তখন ঈশ্বর তাদের নিয়ম দিলেন আর বললেন, “আমি সদাপ্রভু, তোমাদের ঈশ্বর, যিনি মিশর দেশের দাসত্ব থেকে তোমাদের মুক্তি দিয়েছেন।অন্য দেব-দেবীর উপাসনা কর না।”

13:05

“কোনো রকম মূর্তি বানিয় না এবং তাদের উপাসনা কর না, কেননা আমি, সদাপ্রভু, আমি স্বগৌরব রক্ষনে উদযোগী ঈশ্বর।আমার নাম অনর্থক বা অসন্মান পদ্ধতিতে ব্যবহার কর না।বিশ্রাম দিন পবিত্র রূপে পালন কর।ছয় দিনে তোমাদের সকল কর্ম কর, সপ্তম দিনটি হল তোমাদের বিশ্রামের ও আমাকে স্বরণ করার দিন।

13:06

“তোমার পিতা ও মাতাকে সম্মান কর।হত্যা কর না। ব্যভিচার কর না।চুরি কর না।মিথ্যা বল না। প্রতিবেশীর স্ত্রীর, তার গৃহের, অথবা তার কোনো কিছুর প্রতি লোভ কর না।”

13:07

তার পর ঈশ্বর এই দশ আজ্ঞা দুটি পাথরের ফলকে লিখলেন আর মোশীকে দিলেন।ঈশ্বর আরও অন্যান্য নিয়ম ও বিধি দিলেন অনুসরণ করার জন্য ।যদি লোকেরা এই নিয়মবিধিগুলো পালন করে, তাবে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করলেন যে তিনি তাদের অর্শিবাদ করবেন ও রক্ষা করবেন।যদি তারা অমান্য করে তবে ঈশ্বর তাদের দন্ড দেবেন।

ঈশ্বর কি করবেন বলেছিলেন যদি ইস্রায়লীয়রা তার অনাজ্ঞাকারী হয়ে পরে?

তিনি তাদের দণ্ড দেবেন বলেছিলেন।

13:08

ঈশ্বর ইস্রায়লীয়দের একটি তাম্বু বানাবার বিশদ বিবরণও দিলেন যা তিনি চাইতেন যেন তারা সেটির নির্মান করে। এটিকে মিলনতাম্বু বলা হত, আর এটির দুটি কক্ষ ছিল, একটি বিরাট পর্দার মাধ্যমে সেটি ভাগ ছিল ।কেবল মহাযাজকেরই পর্দার পেছনের কক্ষে প্রবেশের অনুমতি ছিল, কেননা সেখানে ঈশ্বর বাস করতেন।

ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের কি নির্মান করতে বলেছিলেন?

তিনি তাদের একটি মিলন তাম্বু বানাতে বলেছিলেন।

কে সেই পর্দার পেছনের কক্ষে প্রবেশ করতে পারত যেখানে ঈশ্বর নিবাস করতেন?

কেবল মহাযাজকই সেখানে প্রবেশ করতে পারতেন।

13:09

যেকেউ ঈশ্বরের নিয়মের অমান্য করতেন সে একটি পশু মিলন তাম্বুর বেদীর সামনে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করতেন। এক যাজক পশুটিকে বলি দিতেন আর তা বেদির অগ্নিতে নিক্ষেপ করতেন।বলি হওয়া পশুটির রক্ত সেই ব্যক্তির পাপকে ঢেকে দিত আর তাকে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে শুদ্ধ করত।ঈশ্বর মোশীর ভাই হারোন এবং হারোনের বংশকে তার যাজক রূপে নির্বাচন করলেন।

কিভাবে লোকেরা তাদের পাপ ঢাকতে পারত?

তাদের যাজকদের কাছে একটি পশু আনতে হত।সেই পশুটির বলি দেওয়া রক্ত তাদের পাপ ঢেকে দিত।

ঈশ্বর তার যাজক হওয়ার জন্য কাদের নির্বাচন করেছিলেন?

তিনি হারোন ও তার বংশের পুরুষদের নির্বাচন করেছিলেন।

13:10

লোকেরা ঈশ্বরের দেওয়া সকল নিয়ম মানতে, আর কেবল যীহোবা ঈশ্বরকেই উপাসনা করতে, আর তার বিশেষ প্রজা হতে রাজি হল। কিন্তু ঈশ্বরকে প্রতিজ্ঞা করার অল্প কিছু কাল পর, তারা ভয়ানকভাবে পাপ করল।

13:11

বহু দিনের ধরে, মোশী সীনয় পর্বত শৃঙ্গে ঈশ্বরের সাথে কথা বলছিলেন। লোকেরা তার ফিরে আসার অপেক্ষায় ক্লান্ত হয়ে পরেছিল।তাই তারা হারোনের কাছে সোনা নিয়ে এলো এবং তাকে তাদের জন্য একটি মূর্তি বানাতে বলল।

লোকেরা কি করেছিল যখন তারা মোশির সীনয় পর্বত থেকে ফিরে আসার অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল?

তারা হারোনকে একটি সোনার মূর্তি তৈরী করতে বলেছিল আর সেটিকে তারা আরাধনা করেছিল ও সেটির কাছে বলি উৎসর্গ করেছিল।

13:12

হারোন একটি বাছুরের আকৃতির একটি সোনার মূর্তি তৈরী করলেন।লোকেরা সেই মূর্তির ঘটা করে পুজো করা আরম্ভ করে দিল আর তার সামনে বলিসমূহ উৎসর্গ করল।ঈশ্বর তাদের পাপের জন্য ভীষণ রেগে গেলেন আর তাদের ধ্বংস করতে চাইলেন।

লোকেরা কি করেছিল যখন তারা মোশির সীনয় পর্বত থেকে ফিরে আসার অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল?

তারা হারোনকে একটি সোনার মূর্তি তৈরী করতে বলেছিল আর সেটিকে তারা আরাধনা করেছিল ও সেটির কাছে বলি উৎসর্গ করেছিল।

ঈশ্বর কেন ইস্রায়েলীয়দের ধ্বংস করেননি যখন তারা তার অনাজ্ঞাকারী হয়েছিল?

কারণ মোশি তাদের হয়ে প্রার্থনা করেছিলেন।

13:13

কিন্তু মোশী তাদের জন্য প্রার্থনা করলেন আর ঈশ্বর তার প্রার্থনা শুনলেন আর তাদের ধ্বংস করলেন না।যখন মোশী পর্বত থেকে নেমে এলেন আর মূর্তি দেখলেন, তিনি এত বেশি ক্রুদ্ধ হলেন যে তিনি পাথর ফলকগুলো ভেঙ্গে ফেললেন যেগুলোর উপর ঈশ্বর দশ আজ্ঞা লিখেছিলেন।

সেই পাথরের ফলকগুলোর কি পরিস্থিতি হয়েছিল যেগুলোর উপর ঈশ্বর তার দশাজ্ঞা লিখেছিলেন?

মোশিঅত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন আর সেগুলো ভেঙ্গে দিয়েছিলেন।

13:14

তারপর মোশী সেই মূর্তিটিকে ধূলিসাৎ হওয়া পর্যন্ত ভাঙ্গলেন, সেই ধূলিকণা জলে মিশিয়ে দিলেন আর তা লোকেদের পান করলেন।ঈশ্বর সেই লোকেদের উপর এক মহামারী পাঠালেন আর বহু লোক মারা গেল।

মোশি সেই মূর্তিটিকে কি করেছিলেন?

তিনি সেই মূর্তিটিকে ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করেছিলেন, এরপর তা জলে মিশ্রণ করেছিলেন আর লোকেদের তা পান করিয়েছিলেন।

13:15

মোশী পুনরায় পর্বতে উঠলেন আর প্রার্থনা করলেন যেন ঈশ্বর লোকেদের ক্ষমা করেন।ঈশ্বর মোশীর কথা শুনলেন আর তাদের ক্ষমা করলেন।মোশী পুনরায় পাথরের ফলকে দশ আজ্ঞা লিখলেন যা তিনি ভেঙ্গে ফেলেছিলেন।তারপর ঈশ্বর ইস্রায়লীয়দের সীনয় পর্বত থেকে প্রতিজ্ঞার ভূমির দিকে নিয়ে গেলেন।

কিভাবে সেই দশাজ্ঞার পাথরের ফলকগুলোকে বদলানো হয়েছিল?

মোশি পুনরায় নতুন পাথরের ফলকে দশাজ্ঞা লিখেছিলেন।

ইস্রায়েলীয়রা সীনয় পর্বত থেকে পরে কোথায় প্রস্থান করেছিল?

ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের প্রতিজ্ঞার ভূমির দিকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ানো

14:01

ঈশ্বর ইস্রায়লীয়দের ব্যবস্থা (বা নিয়ম সমূহ) বলার পর তিনি চাইছিলেন যেন তার নিয়মের একটি অংশ হওয়ার জন্য তারা আজ্ঞাকারী হয়, তারা সীনয় পর্বত ছেড়ে চললেন। ঈশ্বর তাদের প্রতিজ্ঞার ভূমির দিকে নেতৃত্ব দিলেন, যাকে কানান বলা হয়।কানানের দিকে মেঘের স্থম্ভ তাদের আগে আগে চলল আর তারা সেটিকে অনুসরণ করল।

ঈশ্বর সীনয় পর্বত থেকে ইস্রায়েলীয়দের কোথায় যেতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন?

তিনি তাদের কনান দেশে, যাকে প্রতিজ্ঞার ভূমিও বলা হয় ,সেখানে যেতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

14:02

ঈশ্বর আব্রাহাম, ইসহাক আর যাকোবকে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি তাদের উত্তরাধিকারীদের প্রতিজ্ঞার ভূমি দেবেন, কিন্তু এখন সেখানে বহু লোক আগে থেকেই বসবাস করছিলেন।তাদের কানানীয় বলা হত।কানানীয়রা ঈশ্বরের আরাধনা বা আজ্ঞা পালন করত না।তারা মিথ্যে দেবতাদের পূজা করত আর অনেক দুষ্ট কাজ করেছিল।

14:03

ঈশ্বর ইস্রায়লীয়দের বললেন, “প্রতিজ্ঞার ভূমিতে তোমাদের অবশ্যই কানানীয়দের থেকে নিস্তার পেতে হবে। তাদের সাথে শান্তি স্থাপনা কর না এবং তাদের বিবাহ কর না।তোমাদের অবশ্যই তাদের সকল মিথ্যে দেব-মূর্তির সম্পূর্ণ বিনাশ করতে হবে।যদি তোমরা আমার আজ্ঞা অমান্য কর, তাহলে তোমরা আমাকে ছেড়ে তাদের দেবতাদের আরাধনা করবে।

ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের কনানীয়দের সাথে কি করতে বলেছিলেন?

তিনি তাদের বলেছিলেন তাদের থেকে নিবৃত্ত হতে, তাদের সাথে কোনো রকম শান্তির চুক্তি না করতে, তাদের সাথে বিবাহ না করতে আর তাদের সকল মূর্তিদের ধ্বংস করতে।

14:04

যখন ইস্রায়লীয়রা কানানের সীমানায় পৌঁছালো, মোশী বারোজন পুরুষ বেঁছে নিলেন, ইসরাইলের প্রত্যেক জাতি থেকে একজন করে ।তিনি সেই পুরুষদের সেই ভূমিতে যেতে আর গুপ্তভাবে পর্যবেক্ষণ করতে নির্দেশ দিলেন যেন জানা যায় সেই ভূমিটি কেমন |তারা গুপ্তভাবে কানানীয়দের পর্যবেক্ষণ করতে গেলেন এটা দেখতে যে তারা সবল না দুর্বল।

14:05

সেই বারোজন চল্লিশদিন ধরে কানান দেশকে পর্যবেক্ষণ করলেন আর তারা ফিরে এলেন।তারা লোকেদের বললেন, “ভূমিটি অতন্ত্য উর্বর আর ফসলও প্রচুর!”কিন্তু তাদের মধ্যে দশজন গুপ্তচর বললেন, “সেখানকার নগরগুলো খুব শক্তিশালী আর সেখানকার জনগণ দানবের মতন! আমরা যদি তাদের আক্রমন করি তবে তারা নিশ্চই আমাদের পরাজিত করবে আর আমাদের মেরে ফেলবে।

সেই বারোজন গুপ্তচর কনান দেশের বিষয়ে কি বৃত্তান্ত দিয়েছিল?

তারা বলেছিল যে ভূমিটি অত্যন্ত উর্বর আর ফসলও প্রচুর।

কেন সেই দশজন গুপ্তচর বলেছিল যে ইস্রায়েলীয়দের কনানের লোকেদের আক্রমন করা উচিত নয়?

তারা বলেছিল, “কনানের নগরগুলো শক্তিশালী আর সেখানকার লোকজন দানবের ন্যায় বলশালী।যদি আমরা তাদের আক্রমন করি, তবে তারা আমাদের পরাজিত করবে ও মেরে ফেলবে!”

14:06

তখনই কালেব আর যিহোশূয়, অন্য দুজন গুপ্তচর, বললেন, “এটা সত্য যে কানানবাসীরা লম্বা আর বলবান, কিন্তু আমরা নিশ্চই তাদের পরাজিত করতে পারব!ঈশ্বর আমাদের হয়ে লড়াই করবেন।

কালেব ও যিহোশূয় কানানের লোকেদের বিষয়ে কি বলেছিলেন?

লোকেরা শক্তিশালী বটে, কিন্তু আমরা তাদের পরাজিত করতে সক্ষম।কারণ ঈশ্বর আমাদের পক্ষে লড়াই করবেন!

14:07

কিন্তু লোকেরা কালেব আর যিহোশূয়ের কথা শুনল না। তারা মোশী আর হারোনের প্রতি রেগে গেলো আর বলল, “কেন আপনি আমাদের এই ভয়ানক জায়গায় নিয়ে এলেন? আমরা এখনে যুদ্ধে মারা যাওয়ার চেয়ে এবং আমাদের স্ত্রী ও

সন্তানদের দাস হওয়ার চেয়ে বরং আমরা মিশরেই থাকতাম।লোকেরা মিশরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একজন অন্য নেতা ঠিক করতে চাইল।

গুপ্তচরদের বৃত্তান্ত শুনে ইস্রায়েলীয়রা কি করতে চেয়েছিলেন?

তারা মিশর দেশে পুনরায় ফিরে যাওয়ার জন্য অন্য একটি নেতা নির্বাচন করেছিল।

14:08

ঈশ্বর অতন্ত্য রেগে গেলেন আর মিলন তাম্বুতে এলেন।ঈশ্বর বললেন, “কেননা তোমরা আমরা বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছ, তোমরা সকল লোক এই মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াবে।কেবল কালেব আর যিহোশূয়কে ছাড়া, প্রত্যেকে যারা কুড়ি বছর বা তার বেশি সেখানেই মরবে আর কখনও প্রতিজ্ঞার ভূমিতে প্রবেশ করতে পারবে না।”

ঈশ্বর কিভাবে তাদের অনাজ্ঞাকারিতার জন্য লোকেদের দণ্ড দেবেন বলেছিলেন?

তারা নির্জন প্রদেশে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াবে যতদিন পর্যন্ত না বিশ বছরের বা তার থেকে বড় বয়সী লোকজন কালেব ও যিহোশূয়কে ছাড়া মারা না যায়।

14:09

যখন লোকেরা এটা শুনল, তারা দুঃখ করল যে তারা পাপ করেছে।তারা তাদের হাতিয়ার নিল আর কানানবাসীদের আক্রমণের জন্য গেল।মোশী তাদের সতর্ক করে যেতে বারণ করলেন কেননা ঈশ্বর তাদের সাথে ছিলেন না, কিন্তু তারা তাঁর কথা শুনলনা |

14:10

ঈশ্বর যুদ্ধে তাদের সাথে গেলেন না, তাই তারা হেরে গেল আর তাদের অনেকেই মারা গেল।তারপর ইস্রায়লীয়রা কানান থেকে ফিরে এলো আর চল্লিশ বছর মরুভূমিতে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াল।

কেন ইস্রায়েলীয়রা পরাজিত হয়েছিল যখন তারা কনানীয়দের আক্রমন করেছিল?

কারণ ঈশ্বর তাদের সাথে যুদ্ধে যাননি।

14:11

ইস্রায়লীয়দের চল্লিশ বছর মরুভূমিতে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ানোর সময় ঈশ্বর তাদের সকল প্রয়োজনীয় বস্তুর যোগান দিলেন। তিনি তাদের স্বর্গ থেকে খাদ্য দিলেন যাকে বলা হয় "মান্না।"তিনি (মাঝারি আকারের) পাখির ঝাঁকও তাদের তাম্বুতে পাঠিয়ে দিতেন যেন তারা মাংস খেতে পারে। সেই সম্পূর্ণ সময়কালে, ঈশ্বর তাদের পোশাক ও জুতো নষ্ট হতে দেন নি।

কতকাল ইস্রায়েলীয়রা নির্জনপ্রদেশে এদিক ওদিক ঘুরে বেরিয়েছিল?

চল্লিশ বছর তারা নির্জন প্রদেশে ছিল।

ঈশ্বর কিভাবে নির্জনপ্রদেশে ইস্রায়েলীয়দের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেছিলেন?

তিনি তাদের "মান্না" ও তিতির জাতীয় পাখি দিয়েছিলেন আর তাদের পোশাক ও জুতা অক্ষত রেখেছিলেন।

14:12

এমনকি আশ্চর্যভাবে ঈশ্বর তাদের একটি পাথর থেকে জলও দিলেন।কিন্তু এ সকল সত্যেও, ইস্রায়লীয়রা ঈশ্বরের ও মোশীর বিরুদ্ধে নালিশ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করত।যদিও, ঈশ্বর আব্রাহাম, ইসহাক আর যাকোবের প্রতি করা তার প্রতিজ্ঞার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন।

কিভাবে ঈশ্বর প্রতিক্রিয়া করতেন যখন লোকেরা নালিশ ও অভিযোগ করত?

ঈশ্বর তখনও অব্রাহাম, ইসহাক, আর যাকোবের সাথে তার স্থাপিত প্রতিজ্ঞাসমূহের প্রতি বিশ্বাসযোগ্য থাকতেন।

14:13

আর একবার যখন লোকেদের কাছে কোনো জল ছিল না, তখন ঈশ্বর মোশীকে বললেন, "পাথরটিকে বল আর সেটার থেকে জল বেরিয়ে পরবে।"কিন্তু মোশী পাথরটিকে আজ্ঞার বদলে লাঠি দ্বারা দুবার আঘাত করে সকল লোকেদের সামনে ঈশ্বরের অসম্মান করলেন । সকল লোকের পান করার জন্য জল বের হল কিন্তু ঈশ্বর মোশীর প্রতি রেগে গেলেন আর তিনি বললেন, "তুমি প্রতিজ্ঞার দেশে প্রবেশ করতে পারবে না।"

ঈশ্বর কেন ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যখন মোশি শৈলটিকে আঘাত করেছিলেন?

কারণ মোশি শিলাটিকে আদেশ না দিয়ে যেমনটি তাকে করতে বলা হয়েছিল তেমনটি না করে তিনি ঈশ্বরের অনাজ্ঞাকারী হন।

ঈশ্বর কিভাবে মোশিকে তার অনাজ্ঞাকারিতার জন্য শাস্তি দিয়েছিলেন?

ঈশ্বর মোশিকে বলেছিলেন যে তিনি প্রতিজ্ঞার ভূমিতে প্রবেশ করতে পারবেন না।

14:14

ইস্রায়লীয়রা মরুভূমিতে চল্লিশ বছর ঘুরে বেড়াবার পর, তারা সকলে যারা ঈশ্বরের প্রতি বিদ্রোহ করেছিল মারা গেল।তারপর ঈশ্বর আবার প্রতিজ্ঞার দেশের সীমান্তে তাদের নিয়ে এলেন।মোশী এখন ভীষণ বৃদ্ধ তাই ঈশ্বর যিহোশূয়কে লোকেদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নির্বাচন করলেন।ঈশ্বর মোশীকে প্রতিজ্ঞা করলেন যে একদিন তিনি তার মত একজন ভাববাদীকে পাঠাবেন।

ঈশ্বর ভবিষ্যতে কাকে পাঠানোর জন্য প্রতিশ্রুতি করেছিলেন?

তিনি মোশির তুল্য একজন ভাববাদীকে পাঠানোর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

14:15

তারপর ঈশ্বর মোশীকে বললেন একটি পর্বতের চূড়ায় চড়তে যেন তিনি প্রতিজ্ঞার দেশটিকে দেখতে পান।মোশী প্রতিজ্ঞার দেশটিকে দেখতে পেলেন কিন্তু ঈশ্বর তাকে সেখানে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন না।তারপর মোশী মারা যান, আর ইস্রায়লীয়রা চল্লিশ দিন শোক পালন করল।যিহোশূয় তাদের নতুন নেতা হলেন।যিহোশূয় একজন ভালো নেতা ছিলেন কেননা তিনি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত আর আজ্ঞাকারী ছিলেন।

মোশির মৃত্যুর পর ইস্রায়েলীয়দের কে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন?

যিহোশূয় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

যিহোশূয় কি প্রকারের নেতা ছিলেন?

তিনি একজন উত্তম নেতা ছিলেন কারণ তিনি ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখতেন ও তার আজ্ঞাকারী ছিলেন।

প্রতিজ্ঞার দেশ

15:01

অবশেষে এটা ছিল ইস্রায়লীয়দের কানান প্রবেশ করার সময়, সেই প্রতিজ্ঞার দেশে | যিহোশূয় দুজন গুপ্তচরকে কানান প্রদেশীয় যিরীহো নগরে পাঠালেন যা শক্তিশালী দেওয়াল দিয়ে সুরক্ষিত ছিল।সেই নগরে রাহব নামে একটি বেশ্যা বাস করত যিনি গুপ্তচরদের লুকিয়ে রেখে ছিলেন আর পরে তাদের পালাতে সাহায্য করেছিলেন। তিনি এমন করেছিলেন কারণ তিনি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতেন। তারা রাহব আর তার পরিজনদের ইস্রায়লীয়দের যিরীহো ধংস করার সময় রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা করলেন।

সেই গুপ্তচরগুলো রাহব বেশ্যার প্রতি কি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন?

যখন ইস্রায়েলীয়রা সেই নগর ধ্বংস করবে তখন তারা রাহব ও তার পরিবারের লোকেদের রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

15:02

ইস্রায়লীয়দের প্রতিজ্ঞার দেশে প্রবেশ করতে হলে যর্দ্দন নদী পার করতেই হবে। ঈশ্বর যিহোশূয়কে বললেন, “যাজকদের প্রথমে যেতে দাও।”যখন যাজকরা যর্দ্দন নদীতে পা ফেললেন জলের স্রোত থেমে গেল যেন ইস্রায়লীয়রা পার হয়ে নদীর অন্য দিকের শুকনো ভূমিতে যেতে পারে।

ইস্রায়েলীয়রা কিভাবে যর্দ্দন নদী পার হতে সক্ষম হয়েছিল?

যখন যাজকগন যর্দ্দন নদীতে পা রেখেছিল, তখন নদীর জল প্রবাহিত হওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

15:03

লোকেদের যর্দ্দন নদী পার হওয়ার পর, ঈশ্বর যিহোশূয়কে বললেন কিভাবে যিরীহোর শক্তিশালী নগরটিকে আক্রমন করতে হবে।লোকেরা ঈশ্বরের আজ্ঞাকারী হল।ঠিক যেমনভাবে ঈশ্বর তাদের করতে বলেছিলেন, সৈন্য আর যাজকবর্গরা যিরীহো নগরের দিনে একবার করে ছয় দিন প্রদক্ষিন করল।

কিভাবে ইস্রায়েলীয়রা যিরীহো নগরকে আক্রমন করেছিল?

তারা দিনে একবার করে ছয়দিন পর্যন্ত নগরের চারদিকে প্রদক্ষিন করেছিল, তারপর সপ্তম দিনে আরো সাতবার নগরের চারদিকে প্রদক্ষণ করেছিল।যখন তারা শেষবার প্রদক্ষিন করেছিল তখন সৈন্যরা স্বজোরে চিৎকার করেছিল ও যাজকেরা তুরীর ধ্বনি করেছিল।

15:04

তারপর সাত দিনের দিন ইস্রায়লীয়রা আরও সাত বার নগরটির প্রদক্ষিন করল।তারা যখন শেষ বার প্রদক্ষিন করছিল, সৈন্যরা চিৎকার করল আর যাজকরা তুরীর ধ্বনি করল।

কিভাবে ইস্রায়েলীয়রা যিরীহো নগরকে আক্রমন করেছিল?

তারা দিনে একবার করে ছয়দিন পর্যন্ত নগরের চারদিকে প্রদক্ষিন করেছিল, তারপর সপ্তম দিনে আরো সাতবার নগরের চারদিকে প্রদক্ষণ করেছিল।যখন তারা শেষবার প্রদক্ষিন করেছিল তখন সৈন্যরা স্বজোরে চিৎকার করেছিল ও যাজকেরা তুরীর ধ্বনি করেছিল।

15:05

তখন যিরীহোর চারদিকের দেওয়াল ভেঙ্গে পড়ল!ইস্রায়লীয়রা নগরের সবকিছু ধংস করল যেমন ঈশ্বর তাদের আজ্ঞা দিয়েছিলেন।তারা কেবল রাহব আর তার পরিজনদের রক্ষা করল, যারা ইস্রায়লীয়দের অংশ হল। যখন কানানের অন্যান্য লোকেরা শুনল যে ইস্রায়লীয়রা যিরীহো ধংস করেছে, তারা ভয়ভীত হল যে ইস্রায়লীয়রা হয়তো তাদেরও আক্রমন করবে |

কি হয়েছিল যখন সৈন্যরা স্বজোরে চিৎকার করেছিল ও যাজকেরা তুরীর ধ্বনি করেছিল?

যিরীহো নগরের চারধারের সুরক্ষা দেওয়াল ভেঙ্গে পরে গিয়েছিল যেন ইস্রায়েলীয়রা নগরটিতে প্রবেশ করে ধ্বংস করতে পারে।

রাহব ও তার পরিবারের লোকজনদের সাথে কি হয়েছিল?

তাদের হত্যা করা হয়নি আর পরে তারা ইস্রায়েলীয়দের একটি অংশ হয়েছিল।

15:06

ঈশ্বর ইস্রায়লীয়দের আজ্ঞা দিলেন যেন কানানীয়দের সাথে যেন কোনো রকম শান্তির চুক্তি না করে। কিন্তু একদল কানানীয়বাসী, যাদের গিবিয়োনীয় বলা হত, যিহোশূয়কে ছল করল আর বলল যে তারা কানানদেশের বহুদূরের নিবাসী।তারা যিহোশূয়কে বলল যে তাদের সাথে শান্তির চুক্তি করতে।

কিভাবে গিবিয়োনীয়রা ইস্রায়েলীয়দের সাথে একটি শান্তি চুক্তি স্থাপন করার জন্য ছলনা করেছিল?

তারা তাদের বলেছিল যে তারা কনান দেশের বহু দূরের নিবাসী।

কেন যিহোশূয় ও ইস্রায়েলীয়রা গিবিয়োনীয়রা যে মিথ্যে বলছিল তা জানত পারেনি?

কারণ তারা ঈশ্বরকে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞেস করেনি।

15:07

যিহোশূয় আর ইস্রায়লীয়রা ঈশ্বরকে জিজ্ঞেসা করল না যে গিবিয়োনীয়রা কোথাকার নিবাসী।তাই যিহোশূয় তাদের সাথে শান্তির চুক্তি স্থাপন করলেন।ইস্রায়লীয়রা ক্রুদ্ধ হল যখন তারা জানতে পারল যে গিবিয়োনীয়রা তাদের সাথে ছলনা করেছে, কিন্তু তারা বজায় রাখলো সেই শান্তির চুক্তি যা তারা তাদের সঙ্গে করেছিল কারণ এটা ছিল ঈশ্বরের সামনে প্রতিজ্ঞা | কিছুকাল পর, কানানের ইমোরীয়দের অন্য দলসমূহের রাজাগন, শুনলেন যে গিবিয়োনীয়রা ইস্রায়লীয়দের সাথে শান্তি চুক্তি করেছে, তাই তারা তাদের সৈন্যদের একত্র করে এক বিশাল দল বানাল আর গিবিয়োনকে আক্রমন করল।গিবিয়োনীয়রা যিহোশূয়কে সাহায্যের জন্য খবর পাঠাল।

কেন ইস্রায়েলীয়রা গিবিয়োনীয়দের সাথে শান্তি চুক্তি করেছিল ও তাদের রক্ষা করেছিল?

কারণ তারা তেমনটি করার জন্য ঈশ্বরের সম্মুক্ষে প্রতিজ্ঞা করেছিল।

15:08

অতএব যিহোশূয় ইস্রায়লীয় সৈন্যদের একত্র করল আর রাতেই তারা গিবিয়োনীয়র দিকে প্রস্থান করল।খুব ভোরে তারা ইমোরীয়দের সৈন্যদের আকস্মিত করল আর তাদের আক্রমণ করল।

15:09

ঈশ্বর ইসরাইলের পক্ষে সেদিন যুদ্ধ করলেন। তিনি ইমোরীয়দের বিভ্রান্ত করল আর তিনি ভীষণভাবে শৈলবৃষ্টি করালেন আর তা ইমোরীয়দের অনেক কেই শেষ করল।

ঈশ্বর ইমোরীয়দের বিরুদ্ধে কিভাবে ইস্রায়েলীয়দের পক্ষে লড়াই করেছিলেন?

তিনি ইমোরীয়দের বিভ্রান্ত করেছিলেন, আর তাদের উপর শিলাবৃষ্টি করিয়েছিলেন, আর সূর্যকে একই স্থানে রেখে দিয়েছিলেন যেন ইস্রায়েলীয়রা তাদের পরাজিত করার জন্য যুদ্ধে যথেষ্ট সময় পায়।

15:10

ঈশ্বর আকাশে সূর্যকে এক স্থানেই রাখলেন যেন ইস্রায়লীয়দের কাছে পর্যাপ্ত সময় হয় ইমোরীয়দের সম্পূর্নভাবে ধংস করতে। সেই দিন, ঈশ্বর ইসরাইলের জন্য এক মহান বিজয় দিয়েছিলেন।

ঈশ্বর ইমোরীয়দের বিরুদ্ধে কিভাবে ইস্রায়েলীয়দের পক্ষে লড়াই করেছিলেন?

তিনি ইমোরীয়দের বিভ্রান্ত করেছিলেন, আর তাদের উপর শিলাবৃষ্টি করিয়েছিলেন, আর সূর্যকে একই স্থানে রেখে দিয়েছিলেন যেন ইস্রায়েলীয়রা তাদের পরাজিত করার জন্য যুদ্ধে যথেষ্ট সময় পায়।

15:11

ঈশ্বর ইমোরীয়দের পরাজিত করার পর, অন্যান্য কানানীয় লোকের দলসমূহ একত্রিত হয়ে ইসরাইলকে আক্রমণ করল।যিহোশূয় আর ইস্রায়লীয়রা তাদের আক্রমন করল আর ধংস করল।

যিহোশূয় আর অন্যান্য ইস্রায়েলীয়রা কি করেছিল কনানের অন্যান্য জনগোষ্টিদের সাথে যারা তাদের আক্রমন করেছিল?

যিহোশূয় আর অন্যান্য ইস্রায়েলীয়রা তাদের পরাজিত করেছিল।

15:12

এই যুদ্ধের পর, ঈশ্বর ইসরাইলের প্রত্যেক গোত্রকে প্রতিজ্ঞার দেশ থেকে তাদের নিজস্ব ভাগ দিলেন।তারপর ঈশ্বর ইস্রায়লীয়দের তাদের সকল সীমান্ত থেকে শান্তি দিলেন।

কিভাবে প্রতিজ্ঞার ভূমিকে বিভাজিত করা হয়?

ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের বারোটি গোত্রের প্রত্যেকটিকে তাদের নিজ ভাগের ভূখন্ড দিয়েছিলেন।

15:13

যখন যিহোশূয় একজন বৃদ্ধ ব্যক্তিতে পরিণত হন, তিনি ইসরাইলের সকল লোকেদের একত্র ডাকলেন। তারপর যিহোশূয় লোকেদের তাদের নিয়মের প্রতি আজ্ঞাবহতা যা ঈশ্বর সীনয় পর্বতে ইস্রালিলীয়দের সাথে স্থাপন করেছিলেন তা স্বরণ করলেন। লোকেরা ঈশ্বরের প্রতি আজ্ঞাকারী থাকার আর তার নিয়ম বা ব্যবস্থা পালন করার প্রতিজ্ঞা করল।

যিহোশূয় কেন সকল ইস্রায়েলীয়দের একত্র ডেকেছিলেন যখন তিনি বৃদ্ধ হয়েছিলেন?

তাদের ঈশ্বরের স্থাপিত নিয়মটিকে স্মরণ করাতে তিনি তাদের ডেকেছিলেন।

ইস্রায়েলীয়রা যিহোশূয়কে কেমন উত্তর দিয়েছিল?

তারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসযোগ্য থাকার ও তার নিয়ম অনুস্মরণ করার প্রতিজ্ঞা করেছিল।

উদ্ধারকর্তাগন

16:01

যিহোশূয়ের মৃত্যুর পর, ইস্রায়লীয়রা ঈশ্বরের অবাধ্য হল এবং কনানীয় বাকি লোকেদের বেরও করল না বা তারা ঈশ্বরের ব্যবস্থাও পালন করল না। ইস্রায়লীয়রা সত্য পরমেশ্বর সদাপ্রভু ঈশ্বরের আরাধনার বদলে কানানীয় দেবতাদের আরাধনা করা শুরু করে দিল। ইস্রায়লীয়দের কোনো রাজা ছিল না, তাই প্রত্যেকে তাদের জন্য যা ভালো মনে করত তাই করত।

যিহোশূয়ের মৃত্যুর পর কিভাবে ইস্রায়েলীয়রা ঈশ্বরের অনাজ্ঞাকারী হয়েছিল?

তারা সকল কনানীয়দের তাড়ায় নি, আর তারা সত্য ঈশ্বর, যীহোবার আরাধনা না করে কনানীয়দের দেবদেবীর আরাধনা করেছিল।

16:02

যেহেতু ইস্রায়লীয়রা ঈশ্বরের অবাধ্যতা করে চলেছিল, তাই তিনি তাদের শাস্তি দিলেন তাদের শত্রুর কাছে তাদের পরাজিত করে। এই শত্রুরা ইস্রায়লীয়দের কাছ থেকে জিনিস চুরি করল, তাদের সম্পত্তি নষ্ট করল আর তাদের অনেক কেই হত্যা করল।ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে চলার আর শত্রুদের কাছে দমন হয়ে চলার বহু বছর পর ইস্রায়লীয়রা অনুশোচনা করল আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল যেন তিনি তাদের উদ্ধার করেন।

কিভাবে ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের তাদের অনাজ্ঞাকারিতার জন্য দণ্ড দিয়েছিলেন?

ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের পরাজিত করতে তাদের শত্রুদের অনুমতি দিয়েছিলেন।

16:03

তখন ঈশ্বর তাদেরকে একজন উদ্ধারকরী প্রদান করলেন যিনি তাদের শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করলেন আর সেই ভূমিতে শান্তি ফিরিয়ে আনলেন।কিন্তু তারপর লোকেরা ঈশ্বরকে ভুলে গেল এবং আবার মূর্তির পুজো শুরু করল।তাই ঈশ্বর মিদিয়নীয়দের, শত্রুদের একটি দল, তাদের পরাজিত করার জন্য অনুমতি দিলেন।

ঈশ্বরের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল যখন ইস্রায়েলীয়রা ঈশ্বরের কাছে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করেছিল?

তিনি একজন উদ্ধারকর্তা পাঠিয়েছিলেন যিনি তাদের রক্ষা করেছিলেন আর তাদের ভূমিতে শান্তি এনেছিলেন।

16:04

মিদিয়নীয়রা সাত বছরের ইস্রায়লীয়দের সকল ফসল নিযে গেল। ইস্রায়লীয়রা খুবই ভীত হল; তারা গুহায় লুকালো যেন মিদিয়নীয়রা তাদের খুঁজে না পায়।শেষে তারা ঈশ্বরের কাছে রোদন করল যেন তিনি তাদের রক্ষা করেন।

16:05

একদিন, ইসরাইলের গিদিয়োন নামক এক ব্যক্তি গোপনে গম ঝার ছিলেন যেন মিদিয়নীয়রা তা চুরি করতে না পারে। সদাপ্রভুর এক স্বর্গদূত গিদিয়োনের কাছে এলেন আর বললেন, "ঈশ্বর তোমার সহবর্তী, হে মহান যোদ্ধা।যাও আর ইস্রায়লীয়দের মিদিয়নীয়দের হাত থেকে রক্ষা কর।"

গিদিয়োন কি করেছিলেন যখন যীহোবা ঈশ্বরের এক স্বর্গদূত তার কাছে এসেছিলেন?

গিদিয়োন গুপ্তভাবে গম ঝারছিলেন যেন মিদিয়নীয়রা তা ছিনিয়ে না নিয়ে যায়।

16:06

গিদিয়োনের পিতার এক মূর্তির প্রতি সমর্পিত একটি বেদী ছিল। ঈশ্বর গিদিয়োনকে সেই বেদিকে নষ্ট করতে বললেন।কিন্তু গিদিয়োনের লোকভয় হল, তাই সে রাত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তারপর সে সেই বেদীটিকে নষ্ট করল আর সেটিকে ধূলিসাৎ করল।সে সেই মূর্তির প্রতি সমর্পিত বেদির কাছাকাছি ঈশ্বরের জন্য একটি নতুন বেদী স্থাপন করল আর সেটির উপর ঈশ্বরের নামে বলি উৎসর্গ করল।

16:07

পর দিন সকালে লোকেরা দেখল যে মূর্তির প্রতি সমর্পিত বেদিটিকে কেউ নষ্ট ও ধূলিসাৎ করেছে আর তারা তাতে ক্রুদ্ধ হল।তারা গিদিয়োনের গৃহে গেল তাকে হত্যা করার জন্য কিন্তু গিদিয়োনের পিতা বললেন, "কেন তোমরা তোমাদের দেবতার সাহায্য করার চেষ্টা করছ? যদি সে এক ঈশ্বর হন তবে সে নিজেকে রক্ষা করুক।যেহেতু তিনি একথা বললেন তাই তারা গিদিয়োনের হত্যা করলেন না।

16:08

তারপর পুনরায় মিদিয়নীয়রা ইস্রায়লীয়দের কাছ থেকে চুরি করতে এলো।তারা এত বেশি সংখায় ছিল যে তাদের গণনা করা যায় না।গিদিয়োন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ইস্রায়লীয়দের একত্র ডাকলেন।গিদিয়োন ঈশ্বরের কাছে নিশ্চিত হওয়ার জন্য দুটি চিহ্ন চাইলেন যে ঈশ্বর ইসরাইলকে রক্ষা করার জন্য তাকে ব্যবহার করবেন।

কোন দুটি চিহ্ন ঈশ্বর প্রমান করার জন্য করেছিলেন এটি দেখানোর জন্য যে তিনি ইস্রায়েলীয়দের গিদিয়োনের দ্বারা রক্ষা করবেন?

ঈশ্বর ভোরের শিশির একটি কাপড়ের উপর ফেলেছিলেন কিন্তু ভূমিতে ফেলেননি, আর তার পর তিনি ভূমির উপর শিশির ফেলেছিলেন কিন্তু কাপড়টির উপর ফেলেননি।

16:09

প্রথম চিহ্ন স্বরূপ, গিদিয়োন একটি কাপড় ভূমিতে রাখলেন আর ঈশ্বরের কাছে চাইলেন যেন পর দিন সকালে শিশির শুধু সেই কাপড়টিতেই পড়ে এবং ভূমিতে নয়। ঈশ্বর তাই করলেন।পর রাতে, তিনি চাইলেন যেন ভূমি ভেজে কিন্তু কাপড়টি নয়। ঈশ্বর তাও করলেন।এই দুই চিহ্ন গিদিয়োনকে নিশ্চিত করল যে মিদিয়নীয়দের থেকে ইস্রায়লীয়দের রক্ষা করতে ঈশ্বর তাকে ব্যবহার করবেন।

কোন দুটি চিহ্ন ঈশ্বর প্রমান করার জন্য করেছিলেন এটি দেখানোর জন্য যে তিনি ইস্রায়েলীয়দের গিদিয়োনের দ্বারা রক্ষা করবেন?

ঈশ্বর ভোরের শিশির একটি কাপড়ের উপর ফেলেছিলেন কিন্তু ভূমিতে ফেলেননি, আর তার পর তিনি ভূমির উপর শিশির ফেলেছিলেন কিন্তু কাপড়টির উপর ফেলেননি।

16:10

৩২,০০০ ইস্রায়লীয় সৈন্য গিদিয়োনের কাছে এলো, কিন্তু ঈশ্বর তাকে বললেন এরা অনেক বেশি।তাই গিদিয়োন যুদ্ধ করতে ভয় পায় এমন ২২,০০০ সৈন্যকে ফিরিয়ে দিলেন। ঈশ্বর গিদিয়োনকে বললেন যে তার কাছে এখনও অনেক বেশি লোক রয়েছে।তাই গিদিয়োন ৩০০ জন সৈন্য ছাড়া সকলকে ফিরিয়ে দিলেন।

কেন গিদিয়োন ৩০০জন সৈন্যদের ছাড়া অন্য সকল সৈন্যদের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন?

কারণ ঈশ্বর তাকে বলেছিলেন যে তার কাছে প্রচুর সৈন্য হয়েছে।

16:11

সেই রাতে ঈশ্বর গিদিয়োনকে বললেন, “মিদিয়নীয়দের তাম্বুর দিকে যাও আর যখন তুমি তাদের কথা শুনবে, তুমি আর ভীত হবে না। তাই সে রাতে, গিদিয়োন তাম্বুর দিকে গেলেন আর এক মিদিয়নীয় সৈন্যকে তার এক বন্ধু সৈন্যের কাছে তার কিছু স্বপ্নের বিষয়ে বলতে শুনলেন। সেই পুরুষের বন্ধু তাকে বলল, “এই স্বপ্নের অর্থ হল যে গিদিয়োনের সৈন্য মিদিয়নীয় সৈন্যদের পরাজিত করবে!”যখন গিদিয়োন একথা শুনলেন, সে ঈশ্বরের আরাধনা করলেন।

ঈশ্বর আর কোন চিহ্ন গিদিয়োনকে দেখিয়েছিলেন যেন তিনি আর ভয়ভীত না হন?

গিদিয়োন একটি মিদিয়নীয় সৈন্যকে তার স্বপ্ন বলতে শুনেছিলেন যে ঈশ্বর গিদিয়োনের সৈন্যদের দ্বারা মিদিয়নীয় সৈন্যদের পরাজিত করবেন।

গিদিয়োন কি করেছিলেন যখন তিনি মিদিয়নীয় সৈন্যের স্বপ্ন শুনেছিলেন?

তিনি ঈশ্বরের আরাধনা করেছিলেন।

16:12

তারপর গিদিয়োন তার সৈন্যদের কাছে ফিরে এলো আর সকলকে একটি শিঙা, একটি মাটির পাত্র আর একটি মশাল দিলেন। তারা তাম্বুগুলোকে ঘেরাও করল যেখানে মিদিয়নীয় সৈন্যরা ঘুমিয়ে ছিলেন। গিদিয়োনের ৩০০ সৈন্যদের মশাল মাটির পাত্রে ছিল তাই মিদিয়নীয়রা মশালের আলো দেখতে পেল না।

16:13

তারপর, গিদিয়োনের সকল সেনা তাদের পাত্র একই সময়ে ভাঙল, হঠাৎ মশালের আলো দেখা গেল। তারা তাদের শিঙা বাজাল আর চিৎকার করল, “ঈশ্বরের আর গিদিয়োনের জন্য এক তলোয়ার!”

কিভাবে গিদিয়োন আর তার লোকেরা মিদিয়নীয়দের আক্রমন করেছিল?

তারা মিদিয়নীয়দের শিবির ঘেরাও করেছিল, তাদের মাটির পাত্রকে ভেঙ্গে দিয়েছিল যেন তারা তাদের মশাল প্রকট করতে পারে, আর তাদের শিঙ্গা বাজিয়েছিল আর চিৎকার করেছিল, “যীহোবা ঈশ্বরের জন্য ও গিদিয়োনের জন্য একটি তলোয়ার।”

16:14

ঈশ্বর মিদিয়নীয়দের ভ্রমিত করলেন, যেন তারা একেঅপরকে আক্রমন ও হত্যা শুরু করে। তক্ষনাৎ, বাকি ইস্রায়লীয়দের তাদের গৃহ থেকে ডাকা হল সাহায্যের জন্য মিদিয়নীয়দের তাড়াতে । তারা তাদের অনেককে হত্যা করল আর ইস্রায়লীয় ভূমি থেকে তাড়িয়ে দিল।১,২০,০০০ মিদিয়নীয় সেদিন মারা যায়। ঈশ্বর ইসরাইলকে রক্ষা করলেন।

ঈশ্বর গিদিয়োনকে কিভাবে মিদিয়নীয়দের পরাজিত করতে সাহায্য করেছিলেন?

ঈশ্বর মিদিয়নীয়দের বিভ্রান্ত করেছিলেন যেন তারা একেঅপরকে আক্রমণ করে ও হত্যা করে।

16:15

লোকেরা গিদিয়োনকে রাজা বানাতে চাইল।গিদিয়োন তাদের তা করতে অনুমতি দিলেন না, কিন্তু তিনি কিছু সোনার আংটি চাইলেন যা তারা মিদিয়নীয়দের থেকে নিয়েছিলেন। লোকেরা গিদিয়োনকে অনেক পরিমানের সোনা দিলেন।

16:16

তারপর গিদিয়োন সেই সোনাকে একটি বিশেষ বস্ত্রে পরিণত করলেন যেমনটি মহা পুরোহিত পরিধান করতেন।কিন্তু লোকেরা সেটি আরাধনা করা শুরু করল যেন সেটি একটি মূর্তি।তাই ঈশ্বর আবার ইস্রায়লীয়দের শাস্তি দিলেন কেননা তারা মূর্তির পুজো করেছিল।ঈশ্বর তাদের শত্রুদের অনুমতি দিয়েছিলেন যেন তাদের পরাজিত করে।শেষে তারা আবার ঈশ্বরের কাছে সাহায্য চাইলেন আর ঈশ্বর তাদের আর এক উদ্ধারকারী প্রদান করেন।

গিদিয়োন এমন কি করেছিলেন যে লোকেরা পরে মূর্তি পূজা করা আরম্ভ করে দিয়েছিল?

তিনি সোনার একটি বিশেষ পোশাক তৈরী করিয়েছিলেন আর পরে লোকেরা সেটিকে একটি মূর্তিরূপে আরাধনা করা শুরু করেছিল।

16:17

এই একই জিনিস বহু বার পুনরাবৃত্তি হয়েছিল: ইস্রায়লীয় পাপ করবে, ঈশ্বর তাদের শাস্তি দেবেন, তারা অনুশোচনা করবে আর ঈশ্বর তাদের জন্য এক উদ্ধারকারী পাঠাবেন।বহু বছর ধরে, ঈশ্বর বহু উদ্ধারকারী প্রেরণ করেন যে ইস্রায়লীয়দের তাদের শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করে ।

কোন প্রক্রিয়া ইস্রায়েলীয়রা বারংবার পুনরাবৃত্ত করেছিল?

ইস্রায়েলীয়রা পাপ করত, আর ঈশ্বর তাদের শাস্তি দিতেন, তারপর তারা অনুশোচনা করত আর ঈশ্বর তাদের রক্ষার্থে একজন উদ্ধারকর্তা পাঠাতেন।

16:18

শেষে, লোকেরা ঈশ্বরের কাছে একটি রাজা চাইল যেমনটি অন্যান দেশের ছিল।তারা একটি রাজা চাইত যিনি হবেন লম্বাচওড়া আর শক্তিশালী এবং যিনি তাদের যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে পারে।ঈশ্বর তাদের অনুরোধটিকে পছন্দ করলেন না তবুও তিনি তাদের পছন্দ মত রাজা প্রদান করলেন।

কেন লোকেরা ঈশ্বরের কাছে একজন রাজা চেয়েছিল?

কেননা অন্যান্য রাষ্ট্রের কাছে তাদের রাজা ছিল আর তারা চাইত যেন কেউ তাদের যুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়।

কিভাবে ঈশ্বর তাদের প্রার্থনার উত্তর দিয়েছিলেন?

তিনি তাদের ঠিক তেমন রাজা দিয়েছিলেন যেমনটি তারা চেয়েছিল।

দায়ূদের সাথে ঈশ্বরের নিয়ম

17:01

শৌল ইসরাইলের প্রথম রাজা ছিলেন।তিনি লম্বাচওড়া আর সুন্দর ছিলেন, ঠিক যেমনটি লোকেরা চাইতেন।শৌল প্রথম কিছু বছর যখন তিনি ইসরাইলের উপর রাজত্ব করছিলেন ভালো একজন রাজা হয়ে থাকলেন। কিন্তু তারপর তিনি এক দুষ্ট লোক হয়ে গেলেন যিনি ঈশ্বরের অবাধ্য হলেন, তাই ঈশ্বর এক অন্য ব্যক্তিকে তার জায়গায় একদিন রাজা হওয়ার জন্য নির্বাচন করলেন।

ইস্রায়েলের প্রথম রাজা, শৌল একজন ভালো রাজা ছিলেন না খারাপ রাজা ছিলেন?

তিনি প্রথম কিছু বছর ভালো ও সৎ ছিলেন, কিন্তু পরে তিনি দুষ্ট রাজায় পরিনত হন।

17:02

ঈশ্বর শৌলের জায়গায় দায়ূদ নামক এক ইস্রায়লীয় যুবকের নির্বাচন করলেন।দায়ূদ বৈৎলেহম নগরের এক মেষপালক ছিলেন।যখন তিনি তার পিতার মেষ চড়াচ্ছিলেন, একবার দায়ূদ এক সিংহ ও আর একবার এক ভাল্লুক মারেন যারা তার মেষদের আক্রমন করেছিল।দায়ূদ একজন নম্র ও ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী ও আজ্ঞাকারী ছিলেন।

দায়ূদ রাজা হওয়ার পূর্বে তার পেশা কি ছিল?

তিনি একজন মেষপালক ছিলেন যিনি ভেড়ার পাল দেখাশুনা করতেন।

17:03

দায়ূদ এক মহান যোদ্ধা ও নেতা হলেন।যখন দায়ূদ একটি বালকই ছিলেন, তখন তিনি গলিয়াৎ নামে এক দানবের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।গলিয়াৎ একজন প্রশিক্ষিত সৈন্য, খুবিই শক্তিশালী আর প্রায় তিন মিটার উচ্চ ছিলেন।কিন্তু ঈশ্বর দায়ূদকে সাহায্য করেছিলেন গলিয়াৎকে শেষ করতে ও ইসরাইলকে রক্ষা করতে।এরপর, দায়ূদ বহুবার ইসরাইলের শত্রুদের উপর বিজয় প্রাপ্ত করেছিলেন, যার জন্যে লোকেরা তার প্রশংসা করতেন।

কেন এটি এমন অদ্ভুত বিষয় ছিল যে দায়ূদ গলিয়াৎকে মারতে সক্ষম হয়েছিলেন?

কারণ গলিয়াৎ একটি প্রশিক্ষিত, শক্তিশালী আর প্রায় তিন মিটার উচ্চ একটি সৈন্য ছিলেন!

কেন ইস্রায়েলের লোকেরা দায়ূদের প্রশংসা করেছিল?

কেননা তিনি ইস্রায়েলীয়দের বহু শত্রুদের উপর বিজয় হয়েছিলেন।

17:04

দায়ূদের প্রতি লোকেদের ভালবাসা দেখে শৌলের হিংসে হল। শৌল বহুবার দায়ূদকে হত্যা করার চেষ্টা করলেন, তাই দায়ূদ শৌলের কাছ থেকে পালালেন।একদিন, শৌল দায়ূদের অনুসন্ধান করলেন যেন তাকে হতে করতে পারেন।শৌল সেই গুহায় গেলেন যেখানে দায়ূদ শৌলের ভয়ে লুকিয়ে ছিলেন, কিন্তু শৌল তাকে দেখতে পেলেন না।দায়ূদ তখন শৌলের খুব কাছেই ছিলেন আর তাকে হত্যাও করতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করলেন না।বরং, দায়ূদ শৌলের পোশাকের এক টুকরো কাটলেন শৌলকে প্রমান করতে যে তিনি রাজা হওয়ার জন্য তাকে হত্যা করতে চান না।

দায়ূদ কি করেছিলেন যখন গুহায় তিনি শৌলকে হত্যা করার সুযোগ পেয়েছিলেন?

তিনি শৌলকে ছেড়ে দেন আর তিনি কেবল তার কাপড়ের এক টুকরো কেটেছিলেন।

17:05

অবশেষে, শৌল যুদ্ধে মারা যান আর দায়ূদ ইসরাইলের রাজা হন।তিনি এক জন ভালো রাজা ছিলেন আর প্রজারা তাকে ভালবাসতেন ।ঈশ্বর দায়ূদকে আর্শিবাদ করলেন আর তাকে সফল করলেন।দায়ূদ অনেক যুদ্ধ লড়লেন আর ঈশ্বর তাকে ইসরাইলের শত্রুদের পরাজিত করতে সাহায্য করলেন।দায়ূদ যেরুশালেম জয় করলেন আর সেটিকে তার রাজধানী শহর করলেন।দায়ূদের রাজত্বকালে, ইসরাইল শক্তিশালী আর সম্পদশালী হল।

কোন শহরকে দায়ূদ অধিকার করেছিলেন আর সেটিকে পরে তার রাজধানী করেছিলেন?

যেরুশালেম নগর।

17:06

দায়ূদ একটি মন্দির তৈরী করতে চাইলেন যেখানে সকল ইস্রায়লীয় ঈশ্বরের আরাধনা ও তাকে বলি উৎসর্গ করতে পারে। প্রায় ৪০০ বছর ধরে লোকেরা মোশীর দ্বারা তৈরী মিলন তাম্বুতে ঈশ্বরের আরাধনা ও তাকে বলি উৎসর্গ করে আসছিল।

দায়ূদ ঈশ্বরের জন্য কি নির্মান করতে চেয়েছিলেন?

দায়ূদ একটি মন্দির ভবনের নির্মান করতে চেয়েছিলেন যেখানে সকল ইস্রায়েলীয়রা ঈশ্বরের আরাধনা ও বলি উৎসর্গ করতে পারে।

17:07

কিন্তু ঈশ্বর ভাববাদী নাথনকে দায়ূদের কাছে প্রেরণ করলেন এই সাংবাদের সাথে, “যেহেতু তুমি একজন যুদ্ধের ব্যক্তি, তুমি আমার জন্য মন্দির তৈরী করবে না।তোমার পুত্র তা তৈরী করবে।কিন্তু আমি তোমাকে মহান রূপে আর্শিবাদ করব।তোমার এক উত্তরাধিকারী আমার প্রজাদের উপর সর্বকাল রাজত্ব করবে!”দায়ূদের একমাত্র উত্তরাধিকারী যিনি চিরকাল রাজত্ব করবেন তিনি হলেন মশীহ বা খ্রীষ্ট।” খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বরের অভিষিক্ত জন যিনি পৃথিবীর লোকেদের পাপ থেকে ত্রান করবেন।

ঈশ্বর কেন দায়ূদকে মন্দির নির্মান করতে দেননি?

কারণ দায়ূদ একজন যুদ্ধপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন।

ঈশ্বর কার বিষয়ে বলেছিলেন যিনি মন্দির নির্মান করবেন?

ঈশ্বর দায়ূদ পুত্র শলোমনের বিষয়ে বলেছিলেন।

মহান প্রতিজ্ঞা কি ছিল যা ঈশ্বর দায়ূদকে দিয়েছিলেন?

ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে দায়ূদের এক উত্তরাধিকারী ঈশ্বরের প্রজাদের উপর চিরকাল রাজত্ব করবেন।

কোন মহান কার্য খ্রীষ্ট করবেন?

তিনি বিশ্বের লোকেদের তাদের পাপ থেকে উদ্ধার করবেন।

17:08

যখন দায়ূদ এই বাক্য শুনলেন, তক্ষনাৎ তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও প্রশংসা করলেন কেননা তিনি দায়ূদকে এই মহান সম্মান ও প্রচুর আর্শীবাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।দায়ূদ জানতেন না যে ঈশ্বর কবে এগুলো পূর্ণ করবেন।কিন্তু এমনটি হওয়ার জন্য ইস্রায়লীয়দের আরো ১০০০ বছর অপেক্ষা করতে হবে।

17:09

দায়ূদ বহু বছর ন্যায়পরায়ণতার সাথে আর বিশ্বস্ততার সাথে রাজত্ব করলেন আর ঈশ্বর তাকে আর্শিবাদ করলেন।যাইহোক, তার জীবনের শেষকালে তিনি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে মহাপাপ করলেন।

17:10

একদিন, যখন দায়ূদের সমস্ত সৈন্যরা যুদ্ধে গিয়েছিল, তখন তিনি তার রাজপ্রাসাদ থেকে বাইরে দেখছিলেন আর তিনি এক সুন্দরী মহিলাকে স্নান করতে দেখলেন।তার নাম ছিল বৎশেবা।

কোন মহাপাপ দায়ূদ তার পরবর্তী জীবনে করেছিলেন?

তিনি উরিয়ের স্ত্রীর সাথে শয়ন (ব্যভিচার) করেছিলেন আর উরিয়কে হত্যা করেছিলেন।

17:11

অন্যদিকে তাকাবার চেয়ে বরং তিনি লোক পাঠিয়ে দিলেন তাকে তার কাছে আনতে।তিনি তার সাথে শয়ন করলেন আর তাকে ঘরে ফিরিয়ে দিলেন।কিছু কাল পর বৎশেবা দায়ূদকে সংবাদ পাঠালেন যে তিনি গর্ভবতী।

কোন মহাপাপ দায়ূদ তার পরবর্তী জীবনে করেছিলেন?

তিনি উরিয়ের স্ত্রীর সাথে শয়ন (ব্যভিচার) করেছিলেন আর উরিয়কে হত্যা করেছিলেন।

17:12

বৎশেবার স্বামী ছিলেন দায়ূদের শ্রেষ্ট সৈন্যদের মধ্যে একজন যার নাম ছিল উরিয়।দায়ূদ উরিয়কে যুদ্ধ থেকে ডেকে পাঠালেন আর বললেন তোমার স্ত্রীর কাছে যাও।কিন্তু উরিয় ঘরে গেলেন না কেননা তার সঙ্গী সৈন্যরা যুদ্ধে রয়েছে।তাই দায়ূদ উরিয়কে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিলেন আর সেনাপতিকে বললেন তাকে সেখানে রাখতে যেখানে শত্রুরা প্রবল যেন তারা তাকে মেরে ফেলে।

কোন মহাপাপ দায়ূদ তার পরবর্তী জীবনে করেছিলেন?

তিনি উরিয়ের স্ত্রীর সাথে শয়ন (ব্যভিচার) করেছিলেন আর উরিয়কে হত্যা করেছিলেন।

17:13

উরিয়ের হত্যার পর, দায়ূদ বৎশেবাকে বিবাহ করলেন।পরে, তিনি দায়ূদের পুত্রের জন্ম দেন।ঈশ্বর দায়ূদের কর্মে প্রচন্ড রেগে গেলেন, তাই তিনি ভাববাদী নাথনকে পাঠালেন দায়ূদকে বলতে যে তার পাপ কতই না ভয়ানক। দায়ূদ অনুশোচনা

করলেন আর ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করলেন।তিনি তার শেষ জীবন, ঈশ্বরকে অনুসরণ করে আর তার বাধ্য হয়ে রইলেন, এমনকি জটিল পরিস্থিতিতেও।

দায়ূদ তখন কি করেছিলেন যখন নাথন তাকে তার পাপ বিষয়ে দোষী করেছিলেন?

দায়ূদ তার পাপের জন্য অনুশোচনা করেছিলেন, আর ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করেছিলেন।

17:14

কিন্তু দায়ূদের পাপের শাস্তি স্বরূপ তার পুত্র সন্তানটি মারা গেল।আর দায়ূদের পরিবারেও কলহ লেগে থাকল তার শেষ জীবন পর্যন্ত আর দায়ূদের শক্তিও কমতে থাকল।যদিও দায়ূদ ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাসযোগ্য থাকলেন কিন্তু ঈশ্বর তার প্রতিজ্ঞাসমূহের প্রতি বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন।পরে, দায়ূদ আর বৎশেবার অন্য একটি পুত্র হয় আর তারা তার নাম রাখেন শলোমন।

ঈশ্বর কিভাবে দায়ূদকে তার পাপের জন্য শাস্তি দিয়েছিলেন?

দায়ূদের পুত্রের মৃত্যু হয়েছিল, দায়ূদের জীবনের শেষ কাল পর্যন্ত তার পরিবারে কলহ লেগেই থাকত, আর দায়ূদের শক্তি ক্রমেই কমে আসছিল।

ঈশ্বর কি তার প্রতিজ্ঞা দায়ূদের সাথে রেখেছিলেন যদিও তিনি অবিশ্বাসযোগ্য হয়েছিলেন?

হ্যাঁ, তিনি তার প্রতিজ্ঞা রেখেছিলেন।

দায়ূদ ও বৎশেবার দ্বারা উৎপণ্য দ্বিতীয় পুত্রটির নাম কি ছিল?

শলোমন।

বিভাজিত রাজ্য

18:01

বহু বছর পর, দায়ূদ মারা যান আর তার পুত্র শলোমন ইস্রায়েলের উপর রাজ্যত্ব করা আরম্ভ করেন।ঈশ্বর শলোমনকে বললেন আর জিজ্ঞেসা করলেন যে তার সবচাইতে বেশি কি দরকার ।তখন শলোমন বুদ্ধি চাইলেন, ঈশ্বর তাতে সন্তুষ্ট হলেন আর তাকে বিশ্বের সবচাইতে মহান বুদ্ধিমান করলেন। শলোমন অনেক কিছু শিখলেন এবং তিনি একজন জ্ঞানী বিচারক ছিলেন।ঈশ্বর তাকে খুব সম্পদশালীও করলেন।

শলোমন ঈশ্বরের কাছে কি চেয়েছিলেন?

তিনি বুদ্ধি চেয়েছিলেন।

18:02

যেরুশালেমে, শলোমন সেই মন্দির তৈরী করলেন যা তার পিতা দায়ূদ তৈরী করার পরিকল্পনা করেছিলেন আর কাঁচামাল সংগ্রহ করেছিলেন।লোকেরা এখন ঈশ্বরের আরাধনা ও বলিদান উৎসর্গ মিলন তাম্বুর জায়গায় মন্দিরে করত। ঈশ্বর এলেন আর মন্দিরে উপস্থিত হলেন, এবং তিনি সেখানে তার লোকেদের সাথে থাকলেন।

শলোমনের তৈরী মন্দিরের উদ্দেশ্যটি কি ছিল?

এটি লোকেদের ঈশ্বরকে আরাধনা ও বলি উৎসর্গ করার জায়গা ছিল।

18:03

কিন্তু শলোমন অন্যান্য দেশের নারীদের পছন্দ করতেন।তিনি বহু মহিলাদের বিবাহ করে ঈশ্বরের অবাধ্য হলেন, প্রায় তারা ১০০০ জন ছিলেন!বেশিরভাগ এই মহিলারা ছিল বিদেশী আর তারা তাদের দেবতাদের সঙ্গে করে নিয়ে এলো এবং তাদের নিয়ত পুজো করত।যখন শলোমন বৃদ্ধ হল, তিনিও তাদের দেবতাদের পুজো করল।

শলোমন কোন মহাপাপ করেছিলেন?

তিনি বহু বিদেশী মহিলাদের বিবাহ করেছিলেন আর বৃদ্ধ বয়সে তিনি তাদের দেবদেবীদের আরাধনা করেছিলেন।

18:04

ঈশ্বর শলোমনের উপর রেগে গেলেন আর, শলোমনের অবিশ্বাসযোগ্যতার শাস্তি স্বরূপ, তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে শলোমনের মৃত্যুর পর ইস্রায়েল দেশকে দুটি রাজ্যে বিভাজিত করবেন।

কিভাবে ঈশ্বর শলোমনকে শাস্তি দিয়েছিলেন?

ঈশ্বর শলোমনের মৃত্যুর পর ইস্রায়েল রাজ্যকে দুটি রাজ্য বিভাগ করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

18:05

শলোমনের মৃত্যুর পর, তার পুত্র রহবিয়াম রাজা হন।রহবিয়াম একজন মূর্খতাপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন।ইস্রায়েল দেশের সকল লোক একসাথে তাকে রাজা রূপে রাজ্যাভিষেক করতে এলো। তারা রহবিয়ামকে অভিযোগ করল যে শলোমন তাদের প্রচুর ভারী কাজ করতে ও প্রচুর খাজনা দিতে বাধ্য করেছিলেন।

18:06

রহবিয়াম মূর্খতাপূর্ণভাবে তাদের উত্তর দিলেন, “তোমরা মনে কর যে আমার পিতা শলোমন তোমাদের ভারী কাজ করিয়েছেন, কিন্তু আমি তোমাদের তার চেয়েও অনেক ভারী কাজ করাব, আর তার চেয়েও বেশি কঠোরভাবে শাস্তি দেব।

রহবিয়াম লোকেদের কোন মুর্খতা পূর্ণ জবাব দিয়েছিলেন?

আমি তোমাদের আমার পিতা শলোমনের তুলনায় আরো কঠিন কার্য করাব আর শাস্তি দেবো।

18:07

ইস্রায়েল দেশের দশ গোত্র রহবিয়ামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল।কেবল দুটো গোত্র তার প্রতি বিশ্বাসী হয়ে রইল।এই দুই গোত্র হল যিহুদা রাজ্য।

সেই রাজ্যটির নাম কি ছিল যা দুটি গোত্রের দ্বারা গঠিত হয়েছিল আর যারা রহবিয়ামের সাথে থেকেছিল?

যিহুদা রাজ্য।

18:08

ইস্রায়েল দেশের অন্য দশ গোত্র যারা রহবিয়ামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল তারা তাদের উপর রাজা হওয়ার জন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করল যার নাম হল যারবিয়াম।তারা দেশের উত্তর ভাগে তাদের রাজ্য স্থাপনা করল আর সেটিকে বলা হত ইস্রায়েল রাজ্য।

কতগুলো গোত্র রহবিয়ামের বিরুদ্ধে গিয়ে দক্ষিনের রাজ্য গঠন করেছিল?

দশটি গোত্র তার বিরুদ্ধে গিয়ে উত্তরের ইস্রায়েল রাজ্য স্থাপন করেছিলেন।

18:09

যারবিয়াম ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন আর লোকেদের পাপ করলেন।তিনি তার লোকেদের জন্য যিহুদা রাজ্যের মন্দিরের যীহোবা ঈশ্বরের জায়গায় পুজো করার জন্য দুটি মূর্তি তৈরী করলেন।

যারবিয়াম লোকেদের যিহুদা রাজ্যের মন্দিরে না যাওয়ার জন্য কি করেছিলেন?

তিনি লোকেদের আরাধনা করার জন্য দুটি মূর্তি নির্মান করিয়েছিলেন।

18:10

যিহুদা রাজ্য ও ইসরাইল রাজ্য একেঅপরের শত্রু হল আর প্রায়ই একেঅপরের সাথে লড়াইও করত।

18:11

ইস্রায়েলের নতুন রাজ্যে সকল রাজারাই ছিল দুষ্ট।বেশিরভাগ রাজারাই অন্য ইসরাইলবাসীর দ্বারা মারা পড়ল যারা তার জায়গায় রাজা হতে চাইত।

ইস্রায়েল রাজ্যের কতজন রাজা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন?

কেউই ছিলেন না।

18:12

ইস্রায়েল রাজ্যের সকল রাজা আর প্রজা মূর্তি পুজো করত। তাদের মূর্তি পূজায় প্রায়ই যৌন অনৈতিকতা আর শিশু বলিও সন্মিলিত হত।

সেই ঘৃণাভরা পাপিষ্ট কার্যগুলো কি কি ছিল যা প্রায়ই লোকেরা মূর্তির আরাধনায় অন্তর্ভুক্ত করত?

যৌন অনৈতিকতা ও শিশু বলি।

18:13

যিহুদার রাজারা ছিলেন দায়ূদের বংশ।এদের মধ্যে কিছু রাজারা ছিল ভালো মানুষ যারা ন্যায়পূর্বক রাজত্ব ও ঈশ্বরের আরাধনা করেছিল। কিন্তু যিহুদার বেশিরভাগ রাজারাই ছিলেন দুষ্ট, ভ্রষ্ট আর তারা মূর্তি পুজো করত। এমনকি কিছু রাজারা তাদের সন্তানদের মিথ্যে দেবতাদের কাছে বলি উৎসর্গও করেছিল।যিহুদার বেশিরভাগ লোকেরাই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল আর অন্য দেব-দেবীর আরাধনা করেছিল।

যিহুদা রাজ্যের রাজাদের পূর্বপুরুষ কে ছিলেন?

রাজা দায়ূদ।

যিহুদা রাজ্যের রাজাদের মধ্যে কোনো রাজা কি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন?

হ্যাঁ, কিছু কিছু রাজা বিশ্বাস যোগ্য ছিলেন, কিন্তু বেশিরভাগই দুষ্ট ছিলেন।

ভাববাদিগণ

19:01

ইস্রায়েলের ইতিহাস কালে ঈশ্বর তাদের কাছে ভাববাদীগণদের পাঠিয়েছেন। ভাববাদীরা ঈশ্বরের কাছ থেকে শুনতেন আর তারপর লোকেদের কাছে ঈশ্বরের সংবাদ শুনাতেন।

ভাববাদীরা তাদের সংবাদ তারা কোথা থেকে পেতেন করত যা তারা লোকেদের বলত?

তারা সেই বার্তা ঈশ্বরের কাছ থেকে পেতেন করত।

19:02

এলিয় ছিলেন ইস্রায়েল রাজ্যের আহাব রাজার রাজত্ব কালের এক ভাববাদী। আহাব ছিলেন এক দুষ্ট লোক যিনি লোকেদের বালদেব নামক এক মিথ্যে দেবতার আরাধনা করতে উৎসাহ দিতেন।এলিয় আহাবকে বললেন, “ইস্রায়েল রাজ্যে তত দিন কোনো বৃষ্টি হবে না যত দিন না আমি আজ্ঞা দিই।”এটি আহাবকে ভীষণ রাগিয়ে দিয়েছিল ।

এলিয় আহাব রাজাকে কোন ভাববাণী করেছিলেন?

“যতক্ষণ না আমি আজ্ঞা দিই ততদিন পর্যন্ত কোনো বৃষ্টি বা শিশির ভূমির উপর পরবে না।”

19:03

ঈশ্বর এলিয়কে বললেন আহাব যে তোমাকে হত্যা করতে চায় তার কাছ থেকে লুকিয়ে মরুভূমির এক ঝর্ণার কাছে যাও। প্রতি সকালে ও বিকেলে, পাখিরা তার জন্য রুটি আর মাংস এনে দিত।আহাব ও তার সৈন্য এলিয়কে খুঁজল কিন্তু পেল না।দুর্ভিক্ষটি এতই প্রবল ছিল যে শেষপর্যন্ত ঝর্ণাটিও শুকিয়ে গেল।

ঈশ্বর এলিয়র প্রয়োজনীয়তা কিভাবে পূরণ করেছিলেন যখন তিনি নির্জনপ্রদেশে লুকিয়ে ছিলেন?

ঈশ্বর প্রতি সকালে পাখিদেরকে রুটি ও মাংসের সাথে তার কাছে পাঠিয়ে দিতেন।

19:04

তাই এলিয় প্রতিবেশী দেশে চলে গেলেন।সে দেশের এক বিধবা ও তার ছেলের খাবার প্রায় ফুরিয়ে গেল দুর্ভিক্ষের জন্য। কিন্তু তারা এলিয়র দেখাশুনা করল আর ঈশ্বর তাদের খাদ্যের যোগান দিলেন যেন তাদের বয়েমের আটা ও শিশির তেল না ফুরায়।সম্পূর্ণ দুর্ভিক্ষতে তাদের কাছে খাদ্য ছিল।এলিয় সেখানে কিছু বছর কাটালেন।

ঈশ্বর এলিয়র প্রয়োজনীয়তা কিভাবে পূরণ করেছিলেন যখন তিনি সেই বিধবা ও তার পুত্রের সাথে ছিলেন?

ঈশ্বর তাদের আটার পাত্র ও তেলের শিশি কখনও খালি হতে দেননি।

19:05

সাড়ে তিন বছর পর, ঈশ্বর এলিয়কে ইস্রায়েল রাজ্যে ফিরে যেতে বললেন এবং আহাবকে বলতে বললেন যে তিনি আবার বৃষ্টি পাঠাচ্ছেন। যখন আহাব এলিয়কে দেখলেন তিনি বললেন, “এই যে তুমি গোলযোগকারী!”এলিয় প্রতিউত্তরে বললেন, “তুমিই গোলযোগকারী!তুমি সত্য ঈশ্বর সদাপ্রভুকে পরিত্যাগ করেছ আর বালদেবের আরাধনা করেছ। ইস্রায়েল রাজ্যের সকল লোকেদের কর্ম্মিল পর্বতে নিয়ে এসো।”

এলিয় কোন মহা দুষ্টতার কথা বলেছিলেন যা আহাব করেছিলেন?

আহাব যীহোবা, সত্য ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করেছিলেন আর বাল দেবের আরাধনা করেছিলেন।

19:06

ইসরাইল রাজ্যের সকল লোক যার মধ্যে বালদেবের ৪৫০জন ভাববাদীরাও ছিল কর্ম্মিল পর্বতে এলো। এলিয় লোকেদের বললেন, “কত কাল তোমরা তোমাদের মন বদলাতে থাকবে?যদি সদাপ্রভু ঈশ্বর হন তাহলে তার সেবা কর! যদি বালদেব ঈশ্বর হয় তবে তার সেবা কর!”

এলিয় লোকেদেরকে কোন নির্বাচন নেওয়ার বিষয়ে বলেছিলেন?

যদি যীহোবা ঈশ্বর হন, তবে তার সেবা কর কিন্তু যদি বাল দেবতা ঈশ্বর হয় তবে তাকে সেবা কর।

19:07

তারপর এলিয় বালদেবের ভাববাদীদের বললেন, “এক বৃষের বলি দাও আর তা উৎসর্গের প্রস্তুতি কর কিন্তু তাতে আগুন দেবে না।আমিও ঠিক তেমনই করব।যে ঈশ্বর আগুন দ্বারা উত্তর দেবেন তিনিই সত্য ঈশ্বর।তাই বালদেবের যাজকগন একটি বলি প্রস্তুত করল কিন্তু তাতে আগুন ধরালো না।

19:08

তারপর বালদেবের ভাববাদীরা বালদেবের কাছে প্রার্থনা করল, “আমাদের প্রার্থনায় কান দাও, হে বালদেব!”সারাদিন ধরে তারা প্রার্থনা আর চিৎকার করল আর এমনকি নিজেদের ছুরি দিয়ে আঘাতও করল, কিন্তু কোনো উত্তর এলো না।

19:09

দিনের শেষে এলিয় ঈশ্বরের জন্য এক বলিদান প্রস্তুত করলেন।তারপর তিনি লোকেদের বললেন বারোটি বিরাট জলের পাত্র বলিদানের উপর ঢালতে যতক্ষণ না মাংস, কাঠ আর এমনকি বেদির চারপাশের মাটি জলমগ্ন না হয়।

19:10

তারপর এলিয় প্রার্থনা করলেন, “হে প্রভু সদাপ্রভু, আব্রাহাম, ইসহাক আর যাকোবের ঈশ্বর, আমাদের আজ দেখান যে আপনিই ইসরায়েলের ঈশ্বর আর আমি আপনার দাস।আমাকে উত্তর দিন যেন এই লোকেরা জানতে পারে যে আপনি সত্য ঈশ্বর।”

19:11

তক্ষনাৎ, আকাশ থেকে আগুন নেমে এলো আর মাংস, কাঠ, পাথর, মাটি আর এমনকি বেদীর চারধারের জলকেও পুড়িয়ে ফেলল।যখন লোকেরা তা দেখল, তারা ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল আর বলল, “সদাপ্রভুই হলেন ঈশ্বর!সদাপ্রভুই হলেন ঈশ্বর!”

ঈশ্বর কিভাবে দেখিয়েছিলেন যে তিনিই সত্য ও একমাত্র ঈশ্বর?

ঈশ্বর আকাশ থেকে অগ্নি নিক্ষেপ করে মাংস, কাঠ, পাথর, ধুলা, আর বেদীর চারধারের জল সকলই জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন।

কিভাবে লোকেরা প্রতিক্রিয়া করেছিল যখন তারা সেই শক্তির প্রমান দেখেছিল?

তারা ভূমিতে পরে প্রণিপাত করেছিল আর বলেছিল, "যীহোবাই একমাত্র ঈশ্বর!যীহোবাই একমাত্র ঈশ্বর!"

19:12

তখন এলিয় বললেন, "বালদেবের একজনও ভাববাদিকে পালাতে দিও না!"তাই লোকেরা বালদেবের ভাববাদীদের ধরল আর সেখান থেকে দুরে নিয়ে গেল আর তাদের মেরে ফেলল।

বালের ভাববাদীদের কি পরিনতি হয়েছিল?

তাদের দূরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়েছিল।

19:13

তারপর এলিয় আহাবকে বললেন, "নগরে এক্ষনি ফিরে যাও, কেননা বৃষ্টি আসছে।"শীঘ্রই আকাশ কালো হল আর প্রচন্ড বৃষ্টি আরম্ভ হল।সদাপ্রভু দুর্ভিক্ষ শেষ করলেন আর প্রমান করলেন যে তিনিই সত্য ঈশ্বর।

19:14

এলিয়ের সময়ের পর, ঈশ্বর তার ভাববাদী হওয়ার জন্য ইলীশায় নামক এক ব্যক্তির নির্বাচন করলেন।ঈশ্বর বহু চমৎকার ইলীশায়ের দ্বারা করলেন।একটি চমৎকার নামানের সাথে ঘটল, যিনি একজন শত্রু সেনাপতি ছিলেন আর যার ভীষণ চর্মরোগ হয়েছিল।তিনি ইলীশায়ের বিষয়ে শুনেছিলেন তাই তিনি তার কাছে গেলেন আর তাকে সুস্থ করার জন্য ইলীশায়কে মিনতি করলেন। ইলীশায় নামানকে বললেন যর্দ্দন নদীতে সাত বার ডুব দিতে।

ইলীশায় নামানকে সুস্থ হওয়ার জন্য কি করতে বলেছিলেন?

যর্দ্দন নদীতে ডুব দিতে বলেছিলেন।

19:15

প্রথমে নামান রেগে গেলেন আর তা করতে চাইলেন না কেননা তা মূর্খতাপূর্ণ দেখাচ্ছিল।কিন্তু পরে তিনি তার মন বদলালেন আর নিজেকে যর্দ্দন নদীতে সাত বার ডুব দেওয়ালেন।যখন তিনি অন্তিম বার ডুব দিয়ে উঠে এলেন, তার চম্র সম্পূর্ণ ভাবে সুস্থ হল।ঈশ্বর তাকে সুস্থতা দিয়েছিলেন।

ইলীশায়ের নির্দেশ শোনার পর নামান কি করেছিলেন?

প্রথমে তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন আর তা করেননি কেননা তা মূর্খতাপূর্ণ দেখাচ্ছিল, কিন্তু পরে তিনি তার মন বদলান আর তা করেন আর তিনি সম্পূর্নভাবে সুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন।

19:16

ঈশ্বর আরো অনেক ভাববাদীদের পাঠিয়েছিলেন।তারা সকলে লোকেদের মূর্তি পূজা বন্ধ করতে আর অন্যদের ন্যায়পরায়ণতা আর দয়া দেখাতে বলেছিলেন । ভাববাদীরা লোকেদের সতর্ক করেছিল যে যদি তারা দুষ্টতা করা বন্ধ না করে আর ঈশ্বরের বাধ্য না হয় তাহলে ঈশ্বর তাদের দোষ বিচার করে তাদের শাস্তি দেবেন।

লোকেদের জন্য ভাববাদীদের সাধারণ সংবাদটি কি ছিল?

মূর্তি পূজা করা বন্ধ করা, আর অন্যদের প্রতি ন্যায় বিচার করতে ও দয়া দেখাতে; নতুবা ঈশ্বর তাদের শাস্থি দেবেন।

19:17

বেশিরভাগ সময়ই লোকেরা ঈশ্বরের বাধ্য হয়নি। তারা প্রায়ই ভাববাদীদের সাথে দূর্ব্যবহার করত এবং এমনকি কখনও মেরেও ফেলত।একবার, যিরমিয় ভাববাদিকে এক শুকনো কুয়োতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল আর সেখানেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল মরে যাওয়ার জন্য। তিনি কুয়োর তলের কাঁদায় ডুবে যান, কিন্তু তখন তার প্রতি রাজার দয়া হয় আর তিনি তার দাসেদের আদেশদেন যিরমিয়কে কুয়ো থেকে তুলতে মরা যাওয়ার আগে ।

সাধারণতঃ, লোকেরা ভাববাদীদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করত?

লোকেরা তাদের সাথে কুব্যবহার করত আর কোনো কোনো সময় তাদের হত্যাও করত।

যিরমিয় ভাববাদীর সাথে লোকেরা কিরূপ আচরণ করেছিল?

লোকেরা যিরমিয়কে একটি শুকনো কুয়াতে ফেলে দিয়েছিল আর তাকে মরার জন্য সেখানেই ছেড়ে দিয়েছিল।

যিরমিয় কি কুয়োতে মারা গিয়েছিলেন?

না, তিনি সেখানে মারা যাননি।রাজার তার প্রতি দয়া হয় আর তার চাকরেরা তাকে সেখান থেকে তুলে নিয়েছিল।

19:18

ভাববাদীরা নিরন্তর ঈশ্বরের সংবাদ শুনাতেন যদিও লোকেরা তাদের ঘৃণা করত।তারা লোকেদের সতর্ক করত যে যদি তারা অনুশোচনা না করে তবে ঈশ্বর তাদের বিনাশ করবেন।তারা লোকেদের আরও মনে করিয়ে দিত যে ঈশ্বরের খ্রীষ্ট আসবেন।

সেই ব্যক্তিটি কে ছিলেন?

যে ব্যক্তিটিকে ঈশ্বর পাঠাবেন বলেছিলেন তিনি ছিলেন খ্রীষ্ট।

নির্বাসন আর ফিরে আসা

20:01

ইস্রায়েল রাজ্য আর যিহুদা রাজ্য দুজনেই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছিল।তারা সেই নিয়ম ভাঙ্গলো যা ঈশ্বর সীনয় পর্বতে তাদের সাথে স্থাপন করেছিলেন। ঈশ্বর তার ভাববাদীদের পাঠালেন তাদের সতর্ক করে অনুশোচনা করতে ও ঈশ্বরের আরাধনা পুনরায় করার জন্য, কিন্তু তারা তা মানতে রাজি হল না।

ভাববাদীরা লোকেদের কোন বিপদের বিষয়ে সতর্ক করত?

তারা তাদের বলেছিল যে অনুশোচনা কর ও ঈশ্বরের আরাধনা কর।

লোকেরা ভাববাদীদের সংবাদের প্রতি কেমন প্রতিক্রিয়া করেছিল?

লোকেরা তাদের কথা পালন করেনি।

20:02

তাই ঈশ্বর দু রাজ্যকেই শাস্তি স্বরূপ তাদের শত্রুদের অনুমতি দিলেন তাদের ধ্বংস করতে । অশুরীয় সাম্রাজ্য, এক শক্তিশালী, নিষ্ঠুর দেশ, ইস্রায়েল রাজ্যকে ধ্বংস করল। অশুরীয়রা ইস্রায়েল রাজ্যের বহু লোকেদের মেরে ফেলল, সকল দামী সামগ্রী লুট করল আর দেশের অধিকাংশ জ্বালিয়ে দিল।

ইস্রায়েল রাজ্যকে কোন শত্রুপক্ষ ধ্বংস করেছিল?

অশুরিয় সাম্রাজ্য।

20:03

অশুরীয়রা সকল নেতাদের, ধনী ব্যক্তিদের আর কলাকৌশলে নিপুন ব্যক্তিদের একত্র করে অশুরদেশে নিয়ে গেল।কেবল কিছু খুব গরিব ইস্রায়লীয় যারা মারা যায় নি তারা ইস্রায়েল রাজ্যে রয়ে গেল।

20:04

তারপর অশুরীয়েরা বিদেশীদের সে দেশে নিয়ে এলো বসবাস করার জন্য যেখানে ইস্রায়েল রাজ্য ছিল ।বিদেশীরা সেই ধ্বংস প্রাপ্ত নগরকে আবার স্থাপিত করল এবং সেখানকার বাকি ইস্রায়লীয়দের সাথে বিবাহ করল।ইস্রায়েলিয়দের সন্তানসন্ততি যারা বিদেশীদের বিয়ে করল তাদের সন্তানদের বলা হয় শমরিয়াবাসী।

শমরিয়রা করা ছিল?

এরা ছিল সেই ইস্রায়েলীয়দের বংশধর সকল যারা অশুরিয়দের ইস্রায়েল রাজ্যে নিয়ে আসা বিদেশীদের সাথে বিবাহ করেছিল।

20:05

যিহুদা রাজ্যের লোকেরা দেখল যে কিভাবে ঈশ্বর ইস্রায়েল রাজ্যের লোকেদের অবিশ্বাস্যতার ও অবাধ্যতার জন্য শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু তারা তবুও মূর্তির পুজো করতে থাকল, যার মধ্যে কানানের দেব-দেবীও ছিল।ঈশ্বর ভাববাদীদের পাঠালেন তাদের সতর্ক করার জন্য কিন্তু তারা তা শুনতে রাজি হলেন না।

যিহুদা রাজ্যের লোকেরা কি ঈশ্বরের আজ্ঞাকারী হয়েছিল যখন তারা দেখেছিল যে কিভাবে ঈশ্বর ইস্রায়েল রাজ্যকে শাস্তি দিয়েছিলেন?

না, বরং তারা মূর্তিদের আরাধনা করা বহাল রেখেছিল।

20:06

১০০ বছর পর অশুরবাসীরা ইসরাইলের রাজ্যকে নষ্ট করে, ঈশ্বর নবূখদনিৎসরকে পাঠান যিহুদার রাজ্যকে আক্রমন করতে, তিনি হলেন ব্যাবিলনের রাজা ।ব্যাবিলন একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য ছিল।যিহুদার রাজা, নবূখদনিৎসরের দাসত্ব করতে আর তাকে প্রত্যেক বছর এক বিরাট রাশির টাকা দিতে রাজি হন।

যিহুদার রাজা কার সেবা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল?

ব্যাবিলনের রাজা নবূখদনিৎসরের সেবা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

20:07

কিন্তু অল্প কিছু বছর পর, যিহুদার রাজা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল।তাই, বাবিলিয়রা ফিরে এলো আর যিহুদার রাজ্যকে আক্রমন করল।তারা যেরুশালেমের নগর ঘেরাও করল, মন্দির ধ্বংস করল আর নগরের আর মন্দিরের সকল সম্পত্তি নিয়ে গেল।

20:08

বিদ্রোহের জন্য যিহুদা রাজাকে শাস্তি দিতে, নবূখদনিৎসরের সৈন্য তার সামনেই তার ছেলেদের হত্যা করে আর তারপর তাকে অন্ধ করে দেয়।তারপর, তারা রাজাকে ব্যাবিলনের জেলে মরার জন্য নিয়ে গেল।

যখন যিহুদার রাজা নবূখদনিৎসরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল তখন নবূখদনিৎসরের সৈন্যরা তার সাথে কি করেছিল?

তারা রাজার পুত্রদের তার চোখের সামনে হত্যা করেছিল, তাকে অন্ধ করে দিয়েছিল আর তাকে ব্যাবিলনে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল।

20:09

নবূখদনিৎসর আর তার সৈন্য যিহুদার প্রায় সকল লোকেদের ব্যাবিলনে নিয়ে যায়, কেবল খুব গরিবদের চাষাবাদ করতে ছেড়ে দেয়।এই সময় কালটিকে যখন ঈশ্বরের লোকেদের বলপূর্বক প্রতিজ্ঞার দেশকে ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল সেটিকে বলা হয় নির্বাসন।

সেই সময় কালকে আমরা কি বলি যখন ঈশ্বরের লোকেদের প্রতিজ্ঞার ভূমি ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল?

নির্বাসন।

20:10

যদিও ঈশ্বর তার লোকেদের তাদের পাপের জন্য নির্বাসনে পাঠিয়ে দিলেন তবুও তিনি তাদের এবং তার প্রতিজ্ঞাগুলোকে ভুললেন না।ঈশ্বর নিরন্তর তার লোকেদের উপর দৃষ্টি রাখতেন আর তার ভাববাদীদের দ্বারা কথা বলতেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, সত্তর বছর পর, তারা আবার প্রতিজ্ঞার দেশে ফিরে আসতে পারবে।

ঈশ্বর নির্বাসনের সময় কালে লোকেদের কোন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন?

ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে সত্তর বছর পর, তারা প্রতিজ্ঞার ভূমিতে পুনরায় ফিরে যেতে পারবে।

20:11

প্রায় সত্তর বছর পর, পারস্য-রাজ কোরস, ব্যাবিলনকে পরাজিত করেন, তাই ব্যাবিলনের জায়গায় পারস্য দেশ হল। ইস্রায়লীয়দের এখন ইহুদি বলা হত আর বেশিরভাগ লোকেরাই তাদের সম্পূর্ণ জীবন ব্যাবিলনে কাটালেন। কেবল কিছু পুরনো ইহুদি লোকেরাই যিহুদা দেশের কথা মনে রাখল।

কোন রাজা ব্যাবিলন সাম্রাজ্যকে পরাজিত করেছিলেন?

পারস্য সাম্রাজ্যের রাজা কোরস তাদের পরাজিত করেছিল।

20:12

পারস্যের সাম্রাজ্য শক্তিশালী ছিল কিন্তু তাদের জয়প্রাপ্ত লোকেদের প্রতি দয়াবান ছিল।পারস্যে কোরসের রাজা হওয়ার কিছু সময় পরে, তিনি এক আদেশ দেন যে কোনো ইহুদি যে যিহুদাতে ফিরতে চায় সে পারস্য ছাড়তে পারে আর যিহুদাতে ফিরতে পারে।তিনি এমনকি তাদের টাকাও দিলেন মন্দিরটিকে পুনরায় বানাতে। তাই, নির্বাসনের সত্তর বছর পর, ইহুদিদের একটি ছোট দল যিহুদার যেরুশালেমে ফিরে এলো।

যিহুদিদের বিষয়ে কোরস রাজা কি আদেশ দিয়েছিলেন?

কোনও ইহুদি যে যিহুদা রাজ্যে ফিরে যেতে চায় সে যেতে পারে।

20:13

যখন লোকেরা যেরুশালেমে পৌঁছালো, তারা মন্দিরটিকে আবার বানালো আর নগরের চারপাশে দেওয়াল বানালো।যদিও তারা অন্যদের দ্বারা শাসিত হল, তবুও আবার একবার তারা প্রতিজ্ঞার দেশে থাকতে আরম্ভ করল আর মন্দিরে আরাধনা করা শুরু করল।

ইহুদিরা যেরুশালেমে ফিরে গিয়ে কি করেছিল?

তারা মন্দিরটিকে আর নগরের সুরক্ষা প্রাচীরটিকে পুনরায় নির্মান করেছিল।

ঈশ্বর খ্রীষ্ট বিষয়ক প্রতিজ্ঞা করেন

21:01

শুরু থেকেই, ঈশ্বর খ্রীষ্টকে পাঠাবার পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। খ্রীষ্ট বিষয়ক প্রতিজ্ঞা প্রথমে আদম আর হবার কাছে করা হয়েছিল।ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে হবার এক উত্তরাধিকারী জন্মাবেন যিনি সাপের মাথা থেতলে ধ্বংস করবেন।যে সাপটি হবাকে ছলনা করেছিল সে হল শয়তান।প্রতিজ্ঞাটির অর্থ হল যে খ্রীষ্ট শয়তানকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করবেন।

ঈশ্বর কখন খ্রীষ্টকে পাঠাবার নির্ণয় প্রথমবার করেছিলেন?

অনেক আরম্ভ থেকেই তিনি তাকে পাঠাবার নির্ণয় করেছিলেন।

খ্রীষ্ট শয়তানকে কি করবেন?

খ্রীষ্ট শয়তানকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করবেন।

21:02

ঈশ্বর আব্রাহামকে প্রতিজ্ঞা করেন যে তার দ্বারা পৃথিবীর সকল জাতি অশির্বাদিত হবে।এই আশির্বাদ তখনই ফলিত হবে যখন ভবিষ্যতে কোনো কালে খ্রীষ্ট আসবেন।তিনি এসব সম্ভব করবেন যেন পৃথিবীর সকল জাতির লোকেরা উদ্ধার পায়।

কে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে যেন অব্রাহামের মাধ্যমে সকল জনগোষ্ঠী আর্শিবাদিত হয়?

তিনি হলেন খ্রীষ্ট।

21:03

ঈশ্বর মোশীকে প্রতিজ্ঞা করেন যে ভবিষতে তিনি মোশীর মত একজন ভাববাদী উৎপন্ন করবেন। এটা ছিল খ্রীষ্ট বিষয়ক আর একটি প্রতিজ্ঞা যিনি কিছুকাল পরই আসবেন।

কি প্রকারে খ্রীষ্ট মোশির সমতুল্য?

খ্রীষ্ট মোশির মত একজন ভাববাদী হবেন।

21:04

ঈশ্বর রাজা দায়ূদকে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তার আগামী বংশের একজন ঈশ্বরের লোকেদের উপর চিরকালের জন্য রাজত্ব করবেন। এটির অর্থ হল যে খ্রীষ্ট দায়ূদের নিজকুলেরই উত্তরাধিকারী হবেন।

কিভাবে খ্রীষ্ট রাজা দায়ূদের আত্মীয় হবেন?

খ্রীষ্ট দায়ূদের একজন উত্তরাধিকারী হবেন।

21:05

ভাববাদী যিরমিয়ের দ্বারা, ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি একটি নতুন নিয়ম স্থাপন করবেন, কিন্তু তা সীনয় পর্বতে ইস্রায়লীয়দের সাথে ঈশ্বরের করা নিয়মের মত নয়। নতুন নিয়মে, ঈশ্বর লোকেদের হৃদয়ে তার ব্যবস্থা লিখবেন, যেন লোকেরা ঈশ্বরকে ব্যক্তিগতভাবে জানতে পারে, তারা হবে তার প্রজা, আর ঈশ্বর তাদের পাপ ক্ষমা করবেন।খ্রীষ্টই নতুন নিয়ম স্থাপন করবেন।

21:06

ঈশ্বরের ভাববাদিগণরাও বলেছে যে খ্রীষ্ট একজন ভাববাদী, একজন যাজক, আর একজন রাজা হবেন।ভাববাদী হলেন এমন একজন যিনি ঈশ্বরের বাক্য শোনেন আর তারপর লোকেদের ঈশ্বরের কাছ থেকে শোনা বাক্যগুলো ঘোষণা করেন।খ্রীষ্ট যাকে পাঠাবার বিষয়ে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন তিনিই হবেন সর্বত্তোম ভাববাদী।

21:07

ইস্রায়লীয় যাজকেরা লোকেদের হয়ে তাদের পাপের শাস্তির এক পরিপূরকরূপে ঈশ্বরের কাছে বলি উৎসর্গ করত।যাজকেরা লোকেদের জন্য প্রার্থনাও করত।খ্রীষ্ট হবেন সেই সর্বোৎকৃষ্ট মহাযাজক যিনি নিজেকে একটি পূর্ণ বলিরূপে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করবেন।

কিভাবে খ্রীষ্ট একজন উৎকৃষ্ট মহাযাজক হবেন?

তিনি অন্যদের জন্য ঈশ্বরের কাছে নিজেকে বলিরূপে উৎসর্গ করবেন।

21:08

একজন রাজা হলেন যিনি একটি রাজ্য রাজত্ব করেন আর লোকেদের ন্যায় করেন।খ্রীষ্ট হবেন সেই সর্বশ্রেষ্ঠ মহারাজ যিনি তার পূর্বপুরুষের সিংহাসনে বিরাজমান হবেন।তিনি সম্পূর্ণ পৃথিবীর উপর রাজত্ব করবেন, আর চিরকাল সততার সাথে ন্যায়বিচার করবেন আর সঠিক নির্ণয় নেবেন।

কিভাবে খ্রীষ্ট একজন উৎকৃষ্ট রাজা হবেন?

তিনি সম্পূর্ণ রাজ্যের উপর রাজত্ব করবেন, আর সর্বকাল তিনি ন্যায় বিচার করবেন।

21:09

ঈশ্বরের ভাববাদীরা অন্য আরও অনেক কথা খ্রীষ্টের বিষয়ে বলেছিলেন।মালাখি ভাববাদী ভাববাণী করেছেন যে এক মহান ভাববাদী আসবেন খ্রীষ্টের পূর্বে।যিশাইয় ভাববাদী ভাববাণী করেছেন যে খ্রীষ্ট এক কুমারীর দ্বারা জন্মাবেন।মীখা ভাববাদী বলেছেন যে তিনি বৈৎলেহম নগরে জন্মাবেন।

যিশাইয় খ্রীষ্টের জন্মের বিষয়ে বিশেষ কি বলেছিলেন?

তিনি বলেছিলেন যে খ্রীষ্ট একটি কুমারীর দ্বারা জন্ম গ্রহণ করবেন।

21:10

যিশাইয় ভাববাদী বলেছেন যে খ্রীষ্ট গালীল প্রদেশে বসবাস করবেন, চূর্ণ হৃদয়ী লোকেদের সান্তনা দেবেন, আর বন্দিদের জন্য স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন আর বন্দিদের মুক্ত করবেন।তিনি আরও বলেছেন যে খ্রীষ্ট রোগীদের সুস্থ করবেন আর তাদের যারা শুনতে, দেখতে, বলতে বা হাঁটতে পারেনা।

21:11

যিশাইয় ভাববাদী আরও ভাববাণী করেছেন যে খ্রীষ্টকে কোনো কারণ ছাড়া অন্যদের দ্বারা ঘৃণিত ও তিরস্কৃত হতে হবে। অন্য ভাববাদিগণ ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে যারা খ্রীষ্টকে হত্যা করবে তারা তার পোশাকের জন্য জুয়া খেলবে আর তার এক বন্ধুই তাকে প্রতারণা করবে।সখরিয় ভাববাদী ভাববাণী করেছেন যে সেই বন্ধুকে তিরিশটি রুপার মুদ্রা দেওয়া হবে খ্রীষ্টকে প্রতারণা করার জন্য।

21:12

ভাববাদীরা আরো বলেছেন যে কিভাবে খ্রীষ্ট মারা যাবেন।যিশাইয় ভাববাণী করেছেন যে লোকেরা খ্রীষ্টের উপর থুতু ফেলবে, তাকে ঠাট্টা করবে ও থাকে আঘাত করবে। তারা তাকে বিদ্ধ করবে আর তিনি অনেক কষ্টে ও শোকে মারা যাবেন, যদিও তিনি ভুল কিছুই করে থাকবেন না।

ভাববাদীদের অনুসারে, খ্রীষ্ট কিভাবে মারা যাবেন?

খ্রীষ্টের সাথে কুব্যবহার করা হবে আর তিনি অতি যন্ত্রণা ও কষ্টে মারা যাবেন।

21:13

ভাববাদী আরো বলেছেন যে খ্রীষ্ট সর্বসিদ্ধ হবেন, কেননা তার মধ্যে কোনো পাপ থাকবে না।তিনি মারা যাবেন অন্যদের জন্য পাপের শাস্তি গ্রহণ করে। তার শাস্তি গ্রহণ লোকেদের আর ঈশ্বরের মধ্যে শান্তি স্তাপন করবে।এই কারণে, খ্রীষ্টকে চুর্ন করাটা ছিল ঈশ্বরের যোজনা।

ঈশ্বরের ইচ্ছা কেন খ্রীষ্টকে চূর্ণ করা ছিল?

কারণ খ্রীষ্ট, সম্পূর্ণ উৎকৃষ্ট হওয়ার দরুন, লোকেদের উপরের শাস্তি তিনি নিজের উপর নিয়ে নেবেন আর ঈশ্বর ও লোকেদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করবেন।

21:14

ভাববাদীরা ভাববাণী করেছে যে খ্রীষ্ট মরবেন আর ঈশ্বর তাকে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিতও করবেন।খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের দ্বারা, ঈশ্বর পাপীদের উদ্ধারের যোজনা পূর্ণ করবেন আর নতুন নিয়ম আরম্ভ করবেন।

ঈশ্বর খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের দ্বারা কি অর্জন করতে চেয়েছিলেন?

ঈশ্বর পাপীদের উদ্ধার করতে আর নতুন নিয়ম আরম্ভ করতে চেয়েছিলেন।

21:15

ঈশ্বর লোকেদের কাছে খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় অনেক কিছু প্রকাশিত করেছিলেন, কিন্তু খ্রীষ্ট সেই ভাববাদীদের করোও সময়কালে আসেননি। শেষ ভাববাণী বলার প্রায় ৪০০ বছরেরও বেশি সময়ের পর, ঠিক সঠিক সময়ে, ঈশ্বর খ্রীষ্টকে পৃথিবীতে পাঠাবেন।

খ্রীষ্টের বিষয়ে শেষ ভাববাণী ও তার পৃথিবীতে আগমনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কতটা ছিল?

প্রায় ৪০০ বছরেও বেশি সময়ের ব্যবধান ছিল।

যোহনের জন্ম

22:01

অতীতে, ঈশ্বর তার লোকেদের মাধমে, তার স্বর্গদূতদের দ্বারা আর ভাববাদীদের দ্বারা কথা বলেছেন।কিন্তু তখন প্রায় ৪০০ বছর পেরিয়ে গিয়েছিল যখন তিনি তাদের সাথে কোনো কথা বলেননি।হঠাৎ ঈশ্বরের এক দূত ঈশ্বরের এক সংবাদ নিয়ে এক বৃদ্ধ যাজকের কাছে এলো যার নাম ছিল সখরিয়। সখরিয় ও তার স্ত্রী ইলীশাবেত ভক্তিশীল মানুষ ছিলেন, কিন্তু তারা কোনো সন্তান জন্মাবার জন্য সক্ষম ছিলেন না।

কত বছর ঈশ্বর তার লোকেদেরকে কোনো সংবাদ দেননি বা কথা বলেননি?

৪০০ বছর।

সখরিয়ের স্ত্রী, ইলীশাবেতের কি সমস্যা ছিল?

তিনি সন্তান উৎপন্ন করতে অক্ষম ছিলেন।

22:02

স্বর্গদূত সখরিয়কে বললেন, “তোমার স্ত্রী একটি সন্তান জন্মাবেন। তুমি তার নাম রেখো যোহন।তিনি পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হবেন, আর খ্রীষ্টের জন্য পথ প্রস্তুত করবেন!”সখরিয় উত্তর দেন, “সন্তান জন্মাবার জন্য আমার স্ত্রী আর আমি খুবিই বৃদ্ধ! আমি কি করে জানব যে এ সকল ঘটবে?”

স্বর্গদূত সখরিয়কে তার পুত্রের নাম কি রাখতে বলেছিলেন?

তাকে তার নাম যোহন রাখতে বলা হয়েছিল।

স্বর্গদূত যোহন তার জীবনে কি কাজ করবেন তা বলেছিলেন?

তিনি বলেছিলেন যে যোহন খ্রীষ্টের জন্য লোকেদের প্রস্তুত করবেন।

কেন সখরিয় বিশ্বাস করেননি যে ইলীশাবেত একটি পুত্রের জন্ম দেবেন?

কারণ তারা অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিলেন।

22:03

সর্গদুত সখরিয়কে উত্তর দেন, “আমাকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন তোমাকে এই সুখবর দেওয়ার জন্য। যেহেতু তুমি আমায় বিশ্বাস করলে না, তাই শিশুটির জন্ম পর্যন্ত তুমি কথা বলতে পারবে না।”তক্ষনাৎই , সখরিয় আর কথা বলতে পারলেন না। তারপর সখরিয়কে ছেড়ে স্বর্গদূত চলে গেলেন।এর পর, সখরিয় বাড়ি ফিরে এলেন আর পরে তার স্ত্রী গর্ভবতী হলেন।

কিভাবে স্বর্গদূত সখরিয়কে শাস্তি দিয়েছিলেন কারণ তিনি তার উপর বিশ্বাস করেননি?

সখরিয় যোহনের জন্ম হওয়া পর্যন্ত কথা বলতে অক্ষম ছিলেন।

22:04

যখন ইলীশাবেতের গর্ভ ছয় মাস হল, সেই স্বর্গদূত ইলীশাবেতের আত্মীয় মরিয়মের কাছে আভির্ভূত হলেন।তিনি এক কুমারী ছিলেন আর যোষেফ নামক এক ব্যক্তির সাথে বিবাহের জন্য বাগদত্তা ছিলেন। স্বর্গদূত বললেন, “তুমি গর্ভবতী হবে আর একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেবে।তুমি তার নাম যীশু রেখো।তিনি মহান ঈশ্বর সদাপ্রভুর পুত্র হবেন আর চিরকাল রাজত্ব করবেন।

স্বর্গদূতটি মরিয়মের কাছে আবির্ভাব হওয়ার সময় ইলীশাবেত কতদিনের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন?

তিনি ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন।

স্বর্গদূতটি মরিয়মকে কি ঘটার বিষয়ে বলেছিলেন?

তিনি বলেছিলেন যে তিনি গর্ভবতী হবেন আর তিনি একটি পুত্রের জন্ম দেবেন।

স্বর্গদূতটি প্রভু যীশুর বিষয়ে মরিয়মকে কি বলেছিলেন যে তিনি কি হবেন?

তিনি বলেছিলেন যে তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পুত্র হবেন।

22:05

মরিয়ম উত্তর দিলেন, “এ কি করে সম্ভব, আমি যে একজন কুমারী?”তারপর স্বর্গদূত বর্ণনা দেন, “পবিত্র আত্মা তোমার উপর আসবেন আর সদাপ্রভুর পরাক্রম তোমার উপর ছায়া করবে।অতএব সেই শিশুটি হবেন, ঈশ্বরের পুত্র।”মরিয়ম স্বর্গদূতের কথা গ্রহণ ও বিশ্বাস করলেন।

কেন যীশুর জন্ম একটি অদ্ভুত বিষয় ছিল?

কারণ প্রভু যীশু কুমারী মরিয়মের দ্বারা উৎপন্ন হয়েছিলেন।

যীশু কার পুত্র ছিলেন?

প্রভু যীশু মহান ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।

22:06

মরিয়ম স্বর্গদূতের সাথে কথা বলার পরই, তিনি ইলীশাবেতের সাথে দেখা করতে চলে যান।যে ক্ষণে ইলীশাবেত মরিয়মের মঙ্গলবাদ শুনলেন, ইলীশাবেতের গর্ভের শিশুটি লাফিয়ে উঠল।ঈশ্বর তাদের জন্য কি করেছেন সে বিষয়ে সেই স্ত্রীলোকেরা একত্র মিলে আনন্দ করল। তিন মাস মরিয়ম ইলীশাবেতের কাছে থেকে, মরিয়ম ঘরে ফিরলেন।

মরিয়ম স্বর্গদূতটির চলে যাওয়ার পর কার সাথে দেখা সাক্ষাৎকার করতে গিয়েছিলেন?

তিনি ইলীশাবেতের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন।

22:07

ইলীশাবেত তার শিশুটিকে জন্ম দেওয়ার পর, সখরিয় ও ইলীশাবেত শিশুটির নাম যোহন রাখলেন, যেমনটি স্বর্গদূত আদেশ দিয়েছিলেন।তারপর ঈশ্বর সখরিয়ের বাণী ফিরিয়ে দেন।সখরিয় বললেন, “ঈশ্বরের স্তুতি হোক, কেননা তিনি তার লোকেদের স্বরণ করেছেন!হে আমার পুত্র, তুমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সদাপ্রভুর ভাববাদী হবে যে লোকেদের বলবে যে তারা কি করে তাদের পাপ থেকে রক্ষা পেতে পারে!”

সখরিয় যোহনের বিষয়ে কি বলেছিলেন?

তিনি বলেছিলেন যে তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের একজন ভাববাদী হবেন আর তিনি লোকেদের বলবেন যে তারা কিভাবে তাদের পাপের ক্ষমা পেতে পারবে।

প্রভু যীশুর জন্ম

23:01

মরিয়ম যোষেফ নামক এক ধার্মিক ব্যক্তির বাগদত্তা ছিলেন।যখন তিনি শুনলেন যে মরিয়ম গর্ভবতী, তখন তিনি জানতেন যে শিশুটি তার দ্বারা নয়। তিনি মরিয়মকে অসম্মানিত করতে চাইলেন না, তাই তিনি যোজনা করলেন যে তাকে গুপ্তভাবে বিবাহবিচ্ছেদ পত্র দেবেন। তার তা করবার পূর্বেই, এক স্বর্গদূত এলেন আর তাকে স্বপ্নে কথা বললেন।

যোষেফ কি ধরনের পুরুষ ছিলেন?

তিনি একজন ধার্মিক পুরুষ ছিলেন।

যোষেফ মরিয়মের সাথে কি করার পরিকল্পনা করেছিলেন যখন তিনি জানতে পেরেছিলেন যে তিনি গর্ভবতী?

তিনি তাকে গুপ্তভাবে পরিত্যাগ করার পরিকল্পনা করেছিলেন।

23:02

স্বর্গদূত বললেন, “যোষেফ, মরিয়মকে বিবাহ করে তাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করতে ভয় কর না।তার গর্ভের শিশুটি পবিত্র আত্মার দ্বারা উৎপন্ন হয়েছে।সে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেবে।তার নাম রেখো যীশু (যার অর্থ হল, যীহোবা বা সদাপ্রভু উদ্ধার করেন), কেননা তিনি লোকেদের পাপ থেকে উদ্ধার দেবেন।”

যোষেফের মন কিসের দ্বারা বদলে গিয়েছিল আর তিনি মরিয়মকে বিবাহ করেছিলেন?

একটি স্বর্গদূত স্বপ্নে তার কাছে এসেছিলেন আর বলেছিলেন, “মরিয়মকে তোমার স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে ভয় পেও না।

“যীশু” নামটির অর্থ কি?

এর অর্থ হল, “যীহোবা উদ্ধার করেন।”

23:03

তাই যোষেফ মরিয়মকে বিবাহ করলেন আর তাকে তার স্ত্রী রূপে ঘরে নিয়ে গেলেন, কিন্তু তার সাথে একসাথে শুলেন না যতদিন না তিনি শিশুটির জন্ম দেন।

23:04

মরিয়মের জন্ম দেওয়ার দিন যখন কাছে এলো, রোমান সাম্রাজ্য সকলকে তাদের পূর্বপুরুষদের এলাকায় জনগণনার জন্য যেতে বলল। যোষেফ আর মরিয়মকে বহু দূরের যাত্রা করতে হবে, তাদের বাসস্থান নাসরৎ থেকে বৈৎলেহমে যেতে হবে কেননা তাদের পূর্বপুরুষ ছিল দায়ূদ যার বাসস্থান ছিল বৈৎলেহম।

কেন যোষেফ ও মরিয়ম দূরের সেই বৈৎলেহম নগর পর্যন্ত যাত্রা করেছিলেন?

কারণ রোমান সরকার সকলকে জনগণনার জন্য নিজ নিজ জন্মস্থানে যেতে আদেশ দিয়েছিল।

23:05

যখন তারা বৈৎলেহমে পৌঁছাল তখন সেখানে থাকার কোনো জায়গা তারা পেল না।একটি জায়গা তারা পেল সেটা হল পশুদের থাকার জায়গা।শিশুটির জন্ম সেখানেই হয় আর তার মা তাকে পশুর খাওয়ার পাত্রে শুইয়ে দেন কেননা তাদের কাছে তার জন্য কোনো বিছানা ছিল না। তারা তার নাম রাখলেন যীশু।

প্রভু যীশু কেমন স্থানে জন্ম নিয়েছিলেন?

তিনি এমন একটি স্থানে জন্মে ছিলেন যেখানে পশুদের রাখা হত।

23:06

সেই রাতে, কিছু মেষপালক ধারে কাছের ময়দানে তাদের মেষদের চরাছিলেন। হঠাৎ, এক উজ্জ্বল স্বর্গদূত তাদের কাছে আভির্ভূত হন আর তাতে তারা ভয় পায়।স্বর্গদূত তাদের বললেন, “ভয় পেয় না, কেননা আমার কাছে তোমাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। সেই খ্রীষ্ট, প্রভুর জন্ম বৈৎলেহমে হয়েছে!”

মেষপালকদের জন্য স্বর্গদূতটির বার্তা কি ছিল?

“ভয় পেও না, কেননা আমার কাছে তোমাদের জন্য সুসমাচার রয়েছে।খ্রীষ্ট প্রভু বৈৎলেহমে জন্ম গ্রহণ করেছেন!”

23:07

“যাও শিশুটির অনুসন্ধান কর আর তোমরা তাকে একটি কাপড়ে পেচানো আর পশুদের খাওয়ার পাত্রে শুয়ানো পাবে।হঠাৎ, আকাশ ঈশ্বরের স্তুতি গান গাওয়া স্বর্গদূতের দ্বারা ভরে গেল, যারা বলছিল, “ঈশ্বরের মহিমা স্বর্গলোকে হোক আর তার অনুগ্রহ প্রাপ্ত লোকেদের উপর পৃথিবীতে শান্তি হোক।

23:08

মেষপালকেরা শীগ্রই পৌছালো সেই জায়গায় যেখানে যীশু ছিলেন আর তারা তাকে পশুদের খাওয়ার পাত্রে শুয়ানো পেল, যেমনটি স্বর্গদূত তাদের বলেছিলেন।তারা খুবিই উৎসাহিত হল।মরিয়মও খুব আনন্দিত ছিলেন।মেষপালকেরা মাঠে ফিরে এলেন যেখানে তাদের মেষরা ছিল, যাকিছু তারা শুনেছিল আর দেখেছিল তার জন্য ঈশ্বরের স্তুতি করল।

কিভাবে তারা জানতে পেরেছিল যে এটিই হল সঠিক শিশু যার বিষয়ে বলা হয়েছে?

তাকে একটি কাপড়ে পেচানো হয়েছিল আর তাকে পশুদের খাবার পাত্রে শোয়ানো হয়েছিল।

মেষপালকেরা শিশুটিকে দেখার পর কি করেছিল?

তারা পুনরায় মাঠে ফিরেছিল আর ঈশ্বরের স্তুতি করছিল সেই বিষয়ের জন্য যা তারা দেখেছিল ও শুনেছিল।

23:09

কিছু সময় পর, পূর্ব দেশসমূহ থেকে জোতিষীরা এলেন আকাশে একটি অস্বাভাবিক তারাকে অনুস্বরণ করে। তারা অনুভব করেছিলেন যে এর অর্থ হল যে ইহুদিদের এক নতুন রাজা জন্ম নিয়েছেন।তাই, তারা এক বিরাট দূরত্ব যাত্রা করেছিলেন এই রাজার দর্শন করতে।তারা বৈৎলেহমে এলেন আর সেই গৃহ খুঁজে বের করলেন যেখানে যীশু ও তার অভিভাবকরা ছিলেন।

পরবর্তিতে কিভাবে পূর্বদেশের সেই জ্ঞানী ব্যক্তিগন জানতে পেরেছিল যে ইহুদিদের রাজা জন্মেছেন?

তারা আকাশে একটি অদ্ভুত নক্ষত্র দেখেছিল।

23:10

যখন জোতিষীরা যীশুকে দেখলেন তার মায়ের সাথে, তখন তারা ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন আর তাকে আরাধনা করলেন।তারা যীশুকে দামী দ্রব্য সকল উপহার দিলেন।তারপর তারা বাড়িতে ফিরে গেলেন।

সেই জ্ঞানী ব্যক্তিরা কি করেছিলেন যখন তারা প্রভু যীশুকে দেখেছিলেন?

তারা প্রণিপাত করেছিলেন আর তার আরাধনা করেছিলেন, আর প্রভু যীশুকে বহুমূল্য উপহার দিয়েছিলেন।

যোহন প্রভু যীশুকে বাপ্তিস্ম দেন

24:01

যোহন, সখরিয় আর ইলীশাবেতের পুত্র, বেড়ে উঠলেন আর একজন ভাববাদী হলেন।তিনি নির্জনপ্রদেশে থাকতেন, বন্য মধু ও পঙ্গপাল খেতেন, আর উঠের লোমের পোশাক পরতেন।

যোহন কোথায় থাকতেন যখন তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছিলেন?

তিনি নির্জন প্রদেশে থাকতেন।

24:02

অনেক লোক নির্জন প্রদেশে উপস্থিত হত যোহনের বাক্য শোনার জন্য।তিনি তাদের প্রচার করতেন, বলতেন, “অনুশোচনা কর, কেননা ঈশ্বরের রাজ্য নিকট!”

যোহন লোকেদের কোন সমাচার শুনিয়েছিলেন?

“অনুশোচনা কর, কেননা ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট!”

24:03

যখন লোকেরা যোহনের বাক্য শুনত, তখন অনেকেই তাদের পাপ থেকে অনুশোচনা করত, আর যোহন তাদের বাপ্তিস্ম দিতেন।অনেক ধর্মগুরুরাও যোহনের কাছে বাপ্তিস্ম পেতে এসেছিল, কিন্তু তারা অনুশোচনা বা তাদের পাপ স্বীকার করত না।

যোহন সেই লোকেদের সাথে কি করতেন যারা তার সমাচারে বিশ্বাস করত?

তিনি তাদের বাপ্তিষ্ম দিতেন।

24:04

যোহন ধর্মগুরুদের উত্তর দিলেন, “হে বিষাক্ত কালসাপেরা!অনুশোচনা কর আর নিজেদের ব্যবহার পরিবর্তন কর।প্রত্যেক গাছ যেটিতে ভালো ফল ধরে না সেটিকে কাটা হবে আর তা আগুনে ফেলে দেওয়া হবে।যা ভাববাদীরা বলেছিলেন যোহন তা পূর্ণ করলেন, “দেখো , আমি আমার দূতকে তোমার আগে পাঠাচ্ছি, যে তোমার জন্য পথ প্রস্তুত করবে।”

যোহন কোন জনগোষ্টিকে বিষধর সাপের বংশের সাথে তুলনা করেছিলেন?

তিনি সেই ধার্মিক লোকেদের তা বলেছিলেন যারা অনুশোচনা করেনি।

24:05

কিছু ইহুদিরা যোহনকে প্রশ্ন করল যে তিনিই কি খ্রীষ্ট।যোহন উত্তর দিলেন, “আমি খ্রীষ্ট নই, কিন্তু একজন আমার পরে আসবেন।তিনি এতই মহান যে আমি তার জুতোর বন্ধনী খুলবারও যোগ্য নই।”

যোহনের উত্তর কি ছিল যখন ইহুদিরা তাকে জিজ্ঞেসা করেছিল তিনি খ্রীষ্ট কি না?

তিনি বলেছিলেন তিনি খ্রীষ্ট নন।

24:06

পর দিন, যীশু যোহনের কাছে বাপ্তিস্ম নিতে এলেন।যখন যোহন তাকে দেখলেন, তিনি বললেন, ওই দেখো!ওই সেই মেষ শাবক যিনি পৃথিবীর পাপ নিয়ে নেবেন।”

যোহন প্রভু যীশুর জন্য কি নামের ব্যবহার করেছিলেন যখন তিনি বাপ্তিষ্ম নেওয়ার জন্য এসেছিলেন?

তিনি তাকে বলেছিলেন, “ঈশ্বরের সেই মেষশাবক যিনি পৃথিবীর লোকেদের পাপ নিয়ে নেবেন।”

24:07

যোহন যীশুকে বললেন, “আমি আপনাকে বাপ্তিস্ম দিতে যোগ্য নই।বরং আপনাকে আমায় বাপ্তিস্ম দেওয়া উচিত।”কিন্তু যীশু বললেন, “আপনাকে আমায় বাপ্তিস্ম দেওয়া উচিত, কেননা এটাই করাটা সঠিক হবে।” তাই যোহন তাকে বাপ্তিস্ম দিলেন, যদিও প্রভু যীশু কোনো পাপ করেননি।

কেন প্রভু যীশুকে তার পাপের জন্য অনুশোচনা করার প্রয়োজন ছিল না যোহনের কাছে বাপ্তিষ্মনেওয়ার পূর্বে?

কারণ প্রভু যীশু পাপী ছিলেন না।

কেন প্রভু যীশু বলেছিলেন যে যোহনকে তাকে বাপ্তিষ্ম দেওয়া উচিত?

যোহন প্রভু যীশুকে বাপ্তিষ্মদিয়েছিলেন কারণ তখন সেটা করাটাই সঠিক ছিল।

24:08

বাপ্তিস্মের পর যখন প্রভু যীশু জল থেকে উঠে এলেন, তখন ঈশ্বরের আত্মা পায়রার রূপ নিয়ে আভির্ভাব হলেন আর তার উপর এসে বসলেন।আর সেই একই সময়ে, আকাশ থেকে ঈশ্বরের বাণী হল, বললেন, “তুমি আমার পুত্র যাকে আমি ভালোবাসি, আর আমি তোমার কারণে আনন্দিত।”

কে প্রভু যীশুর বাপ্তিষ্ম নেওয়ার পর তার উপরে এসেছিল?

ঈশ্বরের আত্মা তার উপর কপোতের ন্যায় এসে বসেছিল।

প্রভু যীশু বাপ্তিষ্ম নেওয়ার পর ঈশ্বর তাকে কি বলেছিলেন?

“তুমি হলে আমার প্রিয় পুত্র যাকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি আর আমি তোমার জন্য অত্যন্ত প্রসন্ন।”

24:09

ঈশ্বর যোহনকে বলেছিলেন, “পবিত্র আত্মা আসবেন আর একজনের উপর বসবে যাকে তুমি বাপ্তিস্ম দেবে।সেই ব্যক্তি হল ঈশ্বরের পুত্র।” ঈশ্বর হলেন অদ্বিতীয়। কিন্তু যখন যোহন প্রভু যীশুকে বাপ্তিস্ম দিলেন, তিনি ঈশ্বর পিতাকে বলতে শুনলেন, ঈশ্বর পুত্রকে দেখলেন যিনি হলেন প্রভু যীশু, আর তিনি পবিত্র আত্মাকে দেখলেন।

ঈশ্বর কার বিষয়ে বলেছিলেন যে তার উপর পবিত্র আত্মা আসবেন ও তার উপর তিনি নিবাস করবেন?

তিনি ঈশ্বরের পুত্রের বিষয়ে বলেছিলেন।

শয়তান প্রভু যীশুকে প্রলোভিত করে

25:01

যীশুর বাপ্তিস্ম হওয়ার পরই, পবিত্র আত্মা তাকে নির্জনপ্রদেশে নিয়ে যান, যেখানে তিনি চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত উপবাস করেন। শয়তান যীশুর কাছে এলো আর তাকে পাপ করতে প্রলোভিত করল।

প্রভু যীশু তার বাপ্তিষ্মের পর কোথায় গিয়েছিলেন?

প্রভু যীশু নির্জনপ্রদেশে গিয়েছিলেন।

কে প্রভু যীশুকে নির্জন প্রদেশে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন?

পবিত্র আত্মা তাকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

প্রভু যীশু নির্জনপ্রদেশে কি করেছিলেন?

তিনি চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত্রি উপবাস করেছিলেন।

25:02

শয়তান যীশুকে এই বলে প্রলোভিত করল, “যদি আপনি ঈশ্বরের পুত্র হন, এই পাথরগুলোকে রুটিতে পরিবর্তন করেন যেন আপনি তা খেতে পারেন।

শয়তান পাথর দ্বারা প্রভু যীশুকে কিভাবে প্রলোভিত করেছিল?

সে প্রভু যীশুকে পাথরগুলোকে রুটিতে পরিবর্তন করে তা খেতে বলেছিল।

25:03

যীশু উত্তর দিলেন, “ঈশ্বরের বাক্যে এটা লেখা আছে, ‘লোকেদের কেবল রুটিরই প্রয়োজন নেই বেঁচে থাকার জন্য, কিন্তু সেই প্রত্যেক বাক্য যা ঈশ্বর বলেন!’”

প্রভু যীশু তাকে কি বলেছিলেন যে আমাদের রুটির সমান কিসের প্রয়োজন?

তিনি বলেছিলেন যে আমাদের রুটির সমান ঈশ্বরের বাক্যের প্রয়োজন।

25:04

তারপর শয়তান যীশুকে মন্দিরের উচ্চ চূড়ায় নিয়ে গেল আর বলল, "যদি আপনি ঈশ্বরের পুত্র হন তবে নিজেকে উপর থেকে ফেলে দেন, কেননা লেখা আছে, 'ঈশ্বর তার স্বর্গদূতদের আদেশ দেবেন আপনাকে ধরে নিতে যেন আপনার পায়ে পাথরের আঘাত না লাগে।'"

শয়তান প্রভু যীশুকে পরবর্তীতে কোন প্রলোভনের দ্বারা প্রলোভিত করার চেষ্টা করেছিল?

সে প্রভু যীশুকে বলেছিল যে নিজেকে মন্দিরের চূড়ার উপর থেকে নিচে নিক্ষেপ করতে।

কার বিষয়ে শয়তান বলেছিল যে সে প্রভু যীশুকে রক্ষা করবেন?

সে বলেছিল যে ঈশ্বর তার স্বর্গদূতদের প্রভু যীশুকে রক্ষা করার জন্য আজ্ঞা দেবেন।

25:05

কিন্তু কিছু শাস্ত্র বাক্য উল্লেখ করে যীশু উত্তর দিলেন।তিনি বললেন, "ঈশ্বরের বাক্যে লেখা আছে, তিনি তার লোকেদের আজ্ঞা দিয়েছেন, 'তুমি প্রভু পরমেশ্বরের পরীক্ষা নিও না।'"

শয়তানের কথায় প্রভু যীশু কি প্রতিউত্তর দিয়েছিলেন?

তিনি বলেছিলেন যে ঈশ্বরের বাক্যে লেখা আছে যে তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুর পরীক্ষা নিও না।

25:06

তারপর শয়তান যীশুকে পৃথিবীর সকল সাম্রাজ্য আর সেগুলোর সকল ঐশ্বর্য দেখালো আর বলল, "আমি আপনাকে এসকল দেব যদি আপনি আমায় ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রনাম করেন আর আমার আরাধনা করেন।"

অন্তিম প্রলোভনে শয়তান প্রভু যীশুকে কি প্রস্তাবের কথা বলেছিল?

শয়তান প্রস্তাব করেছিল যে সে তাকে পৃথিবীর সকল রাজ্য ও সেগুলোর মহিমা দেবে।

শয়তান সেই রাজ্যগুলোর বিনিময়ে কি করতে বলেছিল?

সে বলেছিল যে প্রভু যীশুকে তার কাছে নত হতে হবে আর তার আরাধনা করতে হবে।

25:07

যীশু উত্তর দিলেন, “আমার কাছ থেকে দূর হও, শয়তান! ঈশ্বরের বাক্যে তিনি তার লোকেদের আজ্ঞা দিয়েছেন, ‘কেবল প্রভু তোমার যীহোবা ঈশ্বরেরই আরাধনা কর আর তারই সেবা কর।”’

প্রভু যীশু কি শয়তানকে আরাধনা করতে রাজি হয়েছিলেন?

না, তিনি কেবল ঈশ্বরেরই আরাধনা ও সেবা করেছিলেন।

25:08

যীশু শয়তানের প্রলোভনে পড়লেন না তাই শয়তান তাকে ছেড়ে চলে গেল।তারপর স্বর্গদূতেরা এলো আর তার সেবা করল।

শয়তান কি প্রভু যীশুকে পাপ করাতে সক্ষম হয়েছিল?

না, সে সক্ষম হয়নি।

কি হয়েছিল যখন শয়তান প্রভু যীশুর কাছ থেকে চলে গিয়েছিল?

তারপর স্বর্গদূতরা এসেছিল ও তার সেবা করেছিল।

যীশু তার সেবাকার্য আরম্ভ করেন

26:01

শয়তানের প্রলোভনে বিজয়ী হওয়ার পর, যীশু পবিত্র আত্মার শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে গালীল প্রদেশে ফিরে আসেন যেখানে তিনি বসবাস করতেন।যীশু শিক্ষা দিতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতেন ।সবাই তাঁর বিষয়ে ভালো বলত।

প্রভু যীশু শয়তানের প্রলোভনে বিজয়ী হয়ে কোথায় গিয়েছিলেন?

প্রভু যীশু তার বাসস্থান গালীল প্রদেশে গিয়েছিলেন যেখানে তিনি থাকতেন।

26:02

যীশু নাসরৎ নগরে যেখানে তিনি তাঁর বাল্যকালে বসবাস করতেন, সেখানে গেলেন।বিশ্রাম দিনে তিনি আরাধনালয়ে গেলেন।তারা তাকে যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকটি দিল যেন তিনি সেখান থেকে পড়েন।যীশু সেই পুস্তকটিকে খুললেন আর লোকেদের কাছে সেখান থেকে এক অংশ পড়লেন।

সেই নগরের নাম কি ছিল যেখানে প্রভু যীশু বাল্যকালে থাকতেন?

সেই নগরের নাম ছিল নাসরৎ।

বিশ্রামবারে প্রভু যীশু কোথায় গিয়েছিলেন?

তিনি আরাধনালয়ে গিয়েছিলেন।

কেন লোকেরা আরাধনালয়ে প্রভু যীশুর হাতে যিশাইয় ভাববাদীর শাস্ত্রটি দিয়েছিল?

তারা চেয়েছিল যেন প্রভু যীশু সেখান থেকে কিছু পড়ে তাদের শোনান।

26:03

যীশু পড়লেন, “ঈশ্বর তার আত্মা আমাকে দিয়েছেন যেন আমি গরিবদের কাছে সুসমাচার ঘোষণা করতে, বন্দিদের স্বাধীনতা দিতে, অন্ধদের দৃষ্টি দিতে আর দলিতদের মুক্ত করতে পারি। এটা হল ঈশ্বরের অনুগ্রহের বছর।

26:04

তার পর যীশু বসে পরেনন।সকলেই তার প্রতি একাগ্র দৃষ্টি রাখছিল ।যা তিনি পড়লেন সেই অনুচ্ছেদটিকে তারা জানত যে তা খ্রীষ্টকে নির্দেশ দিচ্ছে। যীশু বললেন, "যে বাক্য সকল আমি তোমাদের কাছে পড়েছি সে সকল এখন থেকে পূর্ণ হচ্ছে।"সকল লোক আশ্চর্য হল।"এ যোষেফের ছেলে নয় কি?" তারা বললেন।

প্রভু যীশুর পড়া সেই অনুচ্ছেদটিতে কোন ব্যক্তির বিষয়ে বলা হয়েছিল?

খীষ্টের বিষয়ে বলা হয়েছিল।

সেই অনুচ্ছেদটির বিষয়ে প্রভু যীশু কি বলেছিলেন?

তিনি বলেছিলেন যে এই অনুচ্ছেদের বাক্যগুলো এইক্ষণ থেকে পূর্ণ হচ্ছে।

প্রভু যীশুর নিজ এলাকার লোকেরা তার বাক্যের প্রতি কেমন প্রতিক্রিয়া করেছিল?

তারা আশ্চর্যবোধ করেছিল আর তাকে প্রশ্ন করেছিল, "এ সেই যোষেফের পুত্র নয় কি?"

26:05

তারপর যীশু বললেন, "এ সত্য যে কোনোও ভাববাদী তার নিজ এলাকায় গ্রহণ হন না।এলিয় ভাববাদীর সময়কালে, ইসরাইলে প্রচুর বিধবারা ছিল। কিন্তু যখন সাড়ে তিন বছর বৃষ্টি হয়নি, তখন ঈশ্বর এলিয়কে সাহাযার্থে ইসরাইল থেকে একটিও বিধবাকে পাঠাননি কিন্তু বরং এক ভিন্ন দেশ থেকে এক বিধবাকে পাঠিয়েছিলেন।

কোন উদাহরণ প্রভু যীশু সেই ভাববাদীদের বিষয়ে বলেছিলেন যারা অন্যান্য রাষ্ট্রের লোকেদের সাহায্য করেছিল?

ঈশ্বর এলিয়ের সময়ে একটি বিধবা মহিলাকে দুর্ভিক্ষের সময়ে সাহায্য করেছিলেন, আর তিনি নামানকে সুস্থ করেছিলেন, যিনি ইস্রায়েলীয়দের শত্রুপক্ষের একজন সেনাপতি ছিলেন।

26:06

যীশু আরও বললেন, "ইলীশায় ভাববাদীর সময়কালে, ইসরাইলে চর্মরোগী প্রচুর ছিল।কিন্তু ইলীশায় তাদের একটিকেও সুস্থ করেননি।তিনি কেবল নামানকে যিনি ইসরাইলের শত্রু পক্ষের সেনাপতি ছিলেন সুস্থ করেলেন। যে লোকেরা যীশুকে শুনছিল তারা ইহুদি ছিল।তাই যখন তারা সেসব শুনলো, তারা তার প্রতি ক্রুদ্ধ হল।

কোন উদাহরণ প্রভু যীশু সেই ভাববাদীদের বিষয়ে বলেছিলেন যারা অন্যান্য রাষ্ট্রের লোকেদের সাহায্য করেছিল?

ঈশ্বর এলিয়ের সময়ে একটি বিধবা মহিলাকে দুর্ভিক্ষের সময়ে সাহায্য করেছিলেন, আর তিনি নামানকে সুস্থ করেছিলেন, যিনি ইস্রায়েলীয়দের শত্রুপক্ষের একজন সেনাপতি ছিলেন।

লোকেরা কেমন প্রতিক্রিয়া করেছিল যখন প্রভু যীশু তাদের এই কাহিনীগুলো বলেছিলেন?

তারা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল ও প্রভু যীশুকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল।

26:07

নাসরতের লোকেরা আরাধনালয় থেকে যীশুকে টেনে বের করে দিল আর পাহাড়ের প্রান্তে নিয়ে এলো যেন তাকে হত্যা করতে পারে।কিন্তু যীশু ভিড়ের মধ্যে থেকে চলে গেলেন আর নাসরৎ নগর ছেড়ে দিলেন।

লোকেরা কেমন প্রতিক্রিয়া করেছিল যখন প্রভু যীশু তাদের এই কাহিনীগুলো বলেছিলেন?

তারা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল ও প্রভু যীশুকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল।

কিভাবে প্রভু যীশু ভিড় থেকে চলে গিয়েছিলেন?

তিনি ভিড়ের মধ্যে থেকে চলে গিয়ে নগরটিকে পরিত্যাগ করেছিলেন।

26:08

তারপর যীশু গালীল প্রদেশের সব অঞ্চলে গেলেন, আর এক বড় ভিড় তার কাছে এলো। তারা বহু লোকেদের তার কাছে নিয়ে এলো যারা রোগী ও পঙ্গু ছিল, তাদের মধ্যে অন্ধ, খোঁড়া, বোবা, ও বধিরও ছিল আর যীশু সকলকে সুস্থ করলেন।

গালীল প্রদেশে প্রভু যীশুর প্রতি ভিড়ের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?

তারা তার কাছে বহু অসুস্থ লোকেদের ও পঙ্গু লোকেদের নিয়ে এসেছিল যেন তিনি তাদের সুস্থ করেন।

26:09

বহু ভূতগ্রস্ত লোকেদেরও যীশুর কাছে নিয়ে আসা হল।যীশুর আদেশে, লোকেদের ভিতর থেকে ভূত বেরিয়ে আসলো আর কখনো কখনো তারা চিৎকার করত, “আপনি হলেন ঈশ্বরের পুত্র!”লোকেদের ভিড় আশ্চর্য হল আর ঈশ্বরের আরাধনা করল।

ভূতেরা প্রভু যীশুকে কি বলে ডেকেছিল যখন তাদের বেরিয়ে যেতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল?

তারা প্রভু যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলেছিল।

26:10

তারপর যীশু বারো জন লোকেদের নির্বাচন করলেন যাদের তার প্রেরিত বলা হয়।প্রেরিতরা যীশুর সাথে ভ্রমন করত আর তার কাছ থেকে শিক্ষা নিত।

কতজন ব্যক্তিদের প্রভু যীশু তার প্রেরিত হওয়ার জন্য নির্বাচন করেছিলেন?

তিনি বারোজন বাক্তিদের প্রেরিত হওয়ার জন্য নির্বাচন করেছিলেন।

ভালো শমরীয়ের কাহিনী

27:01

একদিন, ইহুদি ব্যবস্থার নিপুন এক গুরু এলেন যীশুকে পরীক্ষা করতে, বললেন, “গুরু, অনন্ত জীবন পাওয়ার জন্য আমাকে কি করতে হবে?”যীশু উত্তর দিলেন, “ঈশ্বরের বাক্যে কি লেখা আছে?”

ইহুদি নিয়মে নিপুন ব্যক্তি প্রভু যীশুকে কি প্রশ্ন করেছিলেন?

“হে গুরু, অনন্ত জীবন প্রাপ্ত করার জন্য আমাকে কি করতে হবে?”

তার প্রতিউত্তরে প্রভু যীশু সেই ব্যবস্থার নিপুন ব্যক্তিকে কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন?

তিনি বলেছিলেন, “ঈশ্বরের ব্যবস্থায় কি লেখা আছে?”

27:02

ব্যবস্থার নিপুন গুরু উত্তর দিলেন, “তোমার প্রভু ঈশ্বরকে তোমার সম্পূর্ণ হৃদয়, প্রাণ, শক্তি, আর মন দিয়ে প্রেম কর। আর তোমার প্রতিবেশীকে নিজের সমান প্রেম কর।”যীশু উত্তর দিলেন, “তুমি সঠিক বলেছ! এমনটাই কর আর তুমি বাঁচবে।”

ঈশ্বরের ব্যবস্থা আমাদেরকে কাকে প্রেম করতে বলেছে?

ঈশ্বরের ব্যবস্থা আমাদেরকে ঈশ্বর প্রভু ও আমাদের প্রতিবেশীকে প্রেম করতে বলেছে।

27:03

কিন্তু সেই ধর্মগুরু প্রমান করতে চাইলেন যে তিনি ধার্মিক, তাই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “আমার প্রতিবেশী কে?”

কেন সেই ব্যবস্থার নিপুন ব্যক্তিটি কে আমার প্রতিবেশী এই প্রশ্ন জিজ্ঞেসা করেছিল?

তিনি নিজেকে ধার্মিক প্রমান করতে চেয়েছিলেন।

27:04

ব্যবস্থার-গুরুকে যীশু এক দৃষ্টান্ত দ্বারা উত্তর দিলেন।“এক ইহুদি ব্যক্তি ছিলেন যিনি যেরুশালেমের রাস্তা দিয়ে যিরীহোতে যাচ্ছিলেন।”

27:05

যখন সেই ব্যক্তি যাত্রা করছিলেন তখন একদল ডাকাত তাকে আক্রমন করে।যা কিছু তার কাছে ছিল তারা তা লুট করল আর প্রায় আধমরা অবস্থা পর্যন্ত পেটালো।তারপর তারা সেখান থেকে চলে গেল।”

প্রভু যীশুর কাহিনীটিতে, সেই ইহুদি ব্যক্তিটির সাথে কি ঘটেছিল?

ডাকাতরা সেই ব্যক্তিটিকে আক্রমন করেছিল, যারা তার সর্বস্ব লুটে নিয়েছিল আর তাকে প্রায় আধমরা হওয়া পর্যন্ত আঘাত করেছিল।

27:06

“তার পর পরই, এক ইহুদি যাজক সেই পথ দিয়ে আসছিলেন। যখন সেই ধার্মিক-নেতা সেই ডাকাতগ্রস্ত ও আঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিটিকে দেখলেন, তখন তিনি রাস্তার অন্য ধার দিয়ে চলে গেলেন, সেই সাহায্যপ্রার্থী ব্যক্তিটিকে উপেক্ষা করলেন আর চলতেই থাকলেন।

সেই আঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিটিকে প্রথমে কে দেখেছিল?

একজন ইহুদি ধর্মগুরু তাকে প্রথমে দেখেছিল।

সেই ধর্মগুরু কি করেছিল যখন সে সেই আঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিটিকে দেখেছিল?

সে তাকে অবজ্ঞা করেছিল আর পাশ কেটে নিজ পথে অগ্রসর হয়েছিল।

27:07

“আরও কিছু সময় পর, এক লেবীয় সেই পথ দিয়ে এলেন।(লেবীয়রা হলেন ইহুদিদের একটি গোত্র যারা মন্দিরে যাজকদের সাহায্য করতেন।)সেই লেবীয়টিও রাস্তার অন্য ধার দিয়ে চলে গেলেন, সেই ডাকাতগ্রস্ত ও আঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিটিকে উপেক্ষা করে।

দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কে ছিল যে সেই আঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিটিকে দেখেও সে পাশ কেটে চলে গিয়েছিল?

সে একজন লেবীয় ছিল?

সেই লেবীয় কি করেছিল যখন সে সেই আঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিটিকে দেখেছিল?

সে তাকে অবজ্ঞা করেছিল আর পাশ কেটে নিজ পথে অগ্রসর হয়েছিল।

27:08

“আগামী ব্যক্তি যিনি সেই পথ দিয়ে এলেন সে হল একজন শমরীয়।(শমরীয়রা হল ইহুদিদেরই বংশের লোকসমূহ যারা অন্য রাষ্ট্রের মানুষদের বিবাহ করেছিল।শমরীয়রা আর ইহুদিরা একে অপরকে ঘৃণা করত।)কিন্তু যখন সেই শমরীয় সেই ইহুদি ব্যক্তিকে দেখলেন তখন তিনি তার প্রতি খুবই সহানুভূতি অনুভব করলেন। তাই তিনি তার যত্ন নিলেন আর তার আঘাত বেঁধে দিলেন।”

তৃতীয় ব্যক্তিটি কে ছিল যিনি সেই আঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিটিকে দেখেছিল?

তিনি একজন শমরিয়বাসী ছিলেন।

যিহুদি ও শমরিয়দের সম্পর্ক্য কেমন ছিল?

তারা একেঅপরকে ঘৃণা করত।

27:09

“শমরীয় সেই ব্যক্তিটিকে নিজের গাধার উপর চড়ালেন আর তাকে এক সরাই খানায় নিয়ে এলেন যেখানে তিনি তার যত্ন নিলেন।”

কিভাবে সেই শমরিয়া ব্যক্তিটি সেই আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিটিকে সাহায্য করেছিলেন?

তিনি তার ক্ষত বেঁধে দিয়েছিলেন, তাকে একটি সরাইখানায় নিয়ে গিয়েছিলেন আর তার সেবা করেছিলেন।

27:10

“আগামী দিন, সেই শমরীয়কে তার যাত্রা পুনরায় বহাল করতে হত।তাই তিনি সরাইখানার মালিককে কিছু টাকা দিলেন আর বললেন, ‘ইহুদি ব্যক্তিটির সেবা-যত্ন করতে, আর যদি আপনি বেশি টাকা তার উপর খরচা করে থাকেন তাহলে যখন আমি এই পথ দিয়ে ফিরব তখন আমি তা শোধ করে দেব।’"

কিভাবে সেই শমরিয়া ব্যক্তিটি সেই আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিটিকে সাহায্য করেছিলেন?

তিনি তার ক্ষত বেঁধে দিয়েছিলেন, তাকে একটি সরাইখানায় নিয়ে গিয়েছিলেন আর তার সেবা করেছিলেন।

27:11

তখন যীশু সেই ধর্মগুরুকে প্রশ্ন করেন, “আপনি কি মনে করেন?সেই তিন ব্যক্তিদের মধ্যে কে সেই ডাকাতগ্রস্থ আর আঘাতগ্রস্থ ব্যক্তিটির প্রতিবেশী?”তিনি উত্তর দিলেন, “সে যিনি তার উপর দয়াশীল ছিল।”যীশু উত্তর দিলেন, “তুমিও যাও আর একই রকম কর।”

সেই তিনটি ব্যক্তিদের মধ্যে আঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিটির প্রতিবেশী কে ছিল?

সেই শমরিয়া ব্যক্তিটি যিনি তার প্রতি দয়া করেছিলেন।

ধনী-শাসক যুবক

28:01

একদিন, এক ধনী যুবক যিনি সেখানকার শাসক ছিলেন, যীশুর কাছে এলেন আর প্রশ্ন করলেন, “হে সৎ গুরু, অনন্ত জীবন পাওয়ার জন্য আমাকে কি করতে হবে?”যীশু তাকে বললেন, “আপনি আমায় কেন “সৎ” বলছেন?একজনই মাত্র সৎ রয়েছেন আর তিনি হলেন ঈশ্বর।কিন্তু আপনি যদি অনন্ত জীবন চান, তবে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করুন।”

ধনী যুবক শাসকটি প্রভু যীশুকে কি জিজ্ঞেসা করেছিলেন?

অনন্ত জীবন প্রাপ্ত করতে আমাকে কি করতে হবে?

অনন্ত জীবন পাওয়ার জন্য প্রভু যীশু সেই ধনী যুবক শাসকটিকে কি বলেছিলেন?

তিনি তাকে ঈশ্বরের ব্যবস্থা পালন করতে বলেছিলেন।

28:02

“কোনগুলো আমাকে পালন করতে হবে?” তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।যীশু উত্তর দিলেন, “হত্যা কর না।ব্যভিচার কর না। চুরি কর না।মিথ্যা বল না।নিজ পিতামাতাকে আদর কর, আর নিজ প্রতিবেশীকে নিজ সমান প্রেম কর।”

28:03

কিন্তু সেই যুবক বললেন, “আমি এই সকল ব্যবস্থা আমার বাল্যকাল থেকে পালন করে আসছি।অনন্তকাল বাঁচবার জন্য আমাকে আরো কি করতে হবে?”যীশু তাকে দেখলেন ও স্নেহ করলেন।

ধনী যুবক শাসকটি প্রভু যীশুর নিয়মের তালিকা বিষয়ে কি বলেছিল?

তিনি বলেছিলেন যে তিনি এইসকল তার বাল্যকাল থেকে পালন করছিলেন।

28:04

যীশু উত্তর দিলেন, “যদি আপনি সিদ্ধ হতে চান তবে আপনার যা কিছু বিষয়বস্তু আছে তা বিক্রি করুন আর সেই টাকা গরিবদের বিতরণ করুন আর স্বর্গে আপনার বিষয়-সম্পত্তি হবে। তারপর, আসুন আর আমার অনুকরণ করুন।”

কোন অতিরিক্ত বিষয় প্রভু যীশু সেই যুবক শাসকটিকে করতে বলেছিলেন?

তিনি তাকে তার সকল সম্পত্তি বিক্রয় করতে বলেছিলেন আর তা গরিবদের দিয়ে দিতে বলেছিলেন, আর তারপর তাকে তার অনুসরণ করতে বলেছিলেন।

কোন প্রতিজ্ঞার বিষয়ে প্রভু যীশু সেই ধনী যুবক শাসকটিকে বলেছিলেন যদি তিনি তা করেন?

তিনি তার ধন স্বর্গে সঞ্চিত করতে পারবেন।

28:05

যখন সেই যুবক, যা কিছু যীশু বললেন, শুনলেন, তিনি খুবই দুঃক্ষিত হলেন, কেননা তিনি খুবই ধনী ছিলেন আর যা কিছু তার ছিল সেগুলো দিতে চাইতেন না।তিনি ফিরলেন আর যীশুর কাছে থেকে চলে গেলেন।

কেন সেই ধনী যুবক শাসকটি দুঃখিত হয়েছিলেন আর প্রভু যীশুর কাছ থেকে চলে গিয়েছিলেন?

তিনি তার সকল অধিকৃত সম্পত্তি কাউকে দিতে চাননি।

28:06

তারপর যীশু তার শিষ্যদের বললেন, “ধনীদের জন্য এটি খুবই কঠিন ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা!হ্যাঁ, সুঁচয়ের ছিদ্র থেকে প্রবেশ করে পার হওয়া একটি উটের জন্যও সহজ কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে একজন ধনী ব্যক্তির প্রবেশ ততটাই কঠিন।

একজন ধনী ব্যক্তির জন্য স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করা কতটা জটিল?

একটি সুঁচের ছিদ্র দিয়ে একটি উঠের প্রবেশ করাটা বরং সহজ।

28:07

যখন শিষ্যরা শুনলেন যা যীশু বললেন তখন তারা আশ্চর্য করল আর বলল, “তাহলে করা উদ্ধার পেতে পারে?”

28:08

যীশু শিষ্যদের দেখলেন আর বললেন, “লোকেদের জন্য এ অসম্ভব কিন্তু ঈশ্বরের জন্য সকল কিছুই সম্ভব।”

একজন ধনী ব্যক্তির উদ্ধার পাওয়াটা কি সহজ?

হ্যাঁ সহজ, কারণ ঈশ্বরের জন্য সকল কিছুই সম্ভব।

28:09

পিতর যীশুকে বললেন, “আমরা সকল কিছু পরিত্যাগ করেছি আর আপনাকে অনুস্বরণ করেছি।আমাদের পুরষ্কার কি হবে?”

প্রভু যীশুকে অনুস্বরণ করার জন্য শিষ্যেরা কি কি পরিত্যাগ করেছিল?

তারা সকল কিছুই পরিত্যাগ করেছিল।

28:10

যীশু উত্তর দিলেন, “প্রত্যেকে যারা ঘর, ভাই, বন, পিতা, মাতা, সন্তান, বা সম্পত্তি আমার জন্য ত্যাগ করেছে, তারা তার ১০০গুনেরও বেশি পাবে আর অনন্ত জীবনও পাবে।কিন্তু অনেকে যারা প্রথম তারা অন্তিম হবে আর অনেকে যারা অন্তিম তারা প্রথম হবে।”

প্রভু যীশু তাদের পুরুস্কার সম্পর্কে কি বলেছিলেন?

তারা আগামী জগতে একশগুণ বেশি পাবে যা তারা পরিত্যাগ করেছিল আর সাথে অনন্ত জীবনও পাবে।

আর কারা কারা এই পুরষ্কার পাবে?

সকলেই যারা প্রভু যীশুর নামের জন্য তাদের ঘর, ভাই, বোন, পিতা, মাতা, সন্তান বা সম্পত্তি ত্যাগ করে।

নির্দয় চাকরের কাহিনী

29:01

একদিন, পিতর যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, “প্রভু, আমি আমার ভাইকে কত বার ক্ষমা করব যখন কি সে আমার বিরুদ্ধে পাপ করেছে? সাতবার পর্যন্ত কি?”যীশু বললেন, “সাতবার নয়, বরং সাত গুন সত্তর বার পর্যন্ত!”এর দ্বারা যীশু বলছেন যে আমাদের সবসময়ই ক্ষমা করা দরকার।তারপর যীশু একটি দৃষ্টান্ত বললেন।

পিতর কোন প্রশ্ন প্রভু যীশুকে করেছিলেন?

“কত বার আমি আমার ভাইকে ক্ষমা করব যে আমার বিরুদ্ধে পাপ করেছে?”

পিতর কি চিন্তা করেছিলেন যে কত বার সে ক্ষমা করবে?

সাত বার।

প্রভু যীশু কত বার ক্ষমা করতে বলেছিলেন?

সত্তরগুন সাত বার।

প্রভু যীশুর অর্থ কি ছিল যখন তিনি বলেছিলেন, “সত্তরগুন সাত বার?”

তার অর্থ ছিল যে আমাদের সর্বসময়ই ক্ষমা করা উচিত।

29:02

যীশু বললেন, “ঈশ্বরের রাজ্য হল একটি রাজার তুল্য যিনি তার চাকরদের কাছে হিসাব নিকাশ নিতে চাইলেন।একজন চাকর তার কাছে এক বিরাট ঋণের দায়ে ছিল প্রায় ২,০০,০০০ বছরের শ্রমের দেনা।”

29:03

“যেহেতু সেই চাকর তার দেনা মেটাতে পারলনা তাই রাজা বললেন, “এই ব্যক্তিকে আর তার পরিবারকে ক্রীতদাস রূপে বিক্রি কর আমার দেনা মেটাবার জন্য।”

সেই চাকরটি কি রাজাকে তার বিরাট পরিমানের দেনাটি মেটাতে সক্ষম ছিল?

না, সে সক্ষম ছিল না।

রাজাটি সেই প্রচুর দেনার চাকরটিকে কিভাবে শাস্তি দিয়েছিলেন?

রাজাটি তার লোকেদের আদেশ দিয়েছিল তাকে ও তার পরিবারকে গুলামরূপে বিক্রয় করতে।

29:04

"সেই চাকর রাজার সামনে তার হাঁটু পেতে মিনতি করল আর বলল, 'আমার উপর ধৈর্য্য ধরুন আর আমি আমরা সকল ঋণ মিটিয়ে দেবো।'সেই চাকরটির জন্য রাজার করুনা হল, তাই তিনি তার সকল দেনা ক্ষমা করলেন আর তাকে যেতে দিলেন।"

রাজাটি কি করেছিলেন যখন সেই লোকটি তার কাছে দয়া ভিক্ষা করেছিল?

রাজাটি সেই চাকরটির প্রতি দয়ালু হয়েছিলেন আর তার দেনা বাতিল করে দিয়েছিলেন।

29:05

"কিন্তু সেই চাকর যখন রাজার কাছ থেকে চলে গেল তখন সে তার সহকর্মী এক চাকরকে দেখতে পেল যে তার কাছে চার মাসের শ্রমের দেনার দায়ী ছিল। সেই চাকরটি তার সহ-চাকরকে খপ করে ধরল আর বলল, 'আমার টাকা ফিরিয়ে দে যা তুই আমার কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিস!"

তারপর সেই চাকরটি তার সহ চাকরটির প্রতি কি ব্যবহার করেছিল যে তার কাছে অল্প টাকার দেনায় ছিল?

সে তাকে হেনস্থা করেছিল আর তাকে তার দেনা পরিশোধ করে দিতে চাপ দিয়েছিল।

29:06

"সেই সহ-চাকর তার পায়ে পড়ল আর বলল, 'আমার প্রতি ধৈর্য্য ধরো, আর আমি সকল দেনা মিটিয়ে দেবো।' কিন্তু তার বিপরীতে, সেই চাকর তার সহ-চাকরকে জেলে পাঠিয়ে দিল যত দিন না সে তার দেনা চুকিয়ে দেয়।"

সেই চাকরটি কি করেছিল যখন তার সহ চাকরটি তার পায়ে পরে তাকে ধৈর্য ধারতে অনুরোধ করেছিল?

সে তার সহ চাকরকে কারাগারে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

29:07

“অন্য কিছু চাকরেরা দেখল যে কি ঘটেছে আর তারা খুবই অস্বস্থি বোধ করল।তারা রাজার কাছে গেল আর তাকে সকল কিছু খুলে বলল।”

অন্যান্য চাকরেরা কেমন অনুভব করেছিল যখন সেই প্রথম চাকরটি তার সহ চাকরকে জেলে বন্দী করে দিয়েছিল?

তারা অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিল আর সকল ঘটনাটি রাজাকে গিয়ে বলেছিল।

29:08

“রাজা সেই চাকরটিকে ডেকে পাঠালেন আর বললেন, “তুমি হে দুষ্ট চাকর! আমি তোমার সকল দেনা ক্ষমা করেছি কেননা তুমি তা করতে আমায় অনুনয় বিনয় করেছিলে।তোমার কি সেই সহ-চাকরের প্রতিও তেমনটাই করা উচিত ছিল না।’রাজা ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন আর তিনি সেই দুষ্ট চাকরটিকে জেলে বন্দী করে দিলেন যতদিন না সে তার সকল দেনা মেটায়।

রাজা সেই চাকরটিকে কিভাবে শাস্তি দিয়েছিলেন যে তার সহ চাকরকে ক্ষমা করেনি?

তিনি তাকে কারাগারে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

29:09

তারপর যীশু বললেন, “এমনটাই আমার স্বর্গীয় পিতা করবেন তোমাদের প্রত্যেকের সাথে, যদি না তোমরা তোমার ভাই বা বোনকে হৃদয় থেকে ক্ষমা না কর।”

ঈশ্বর কি আমাদের ক্ষমা করবেন যদি আমরা আমাদের অপরাধীদের হৃদয় দিয়ে ক্ষমা না করি?

না, তিনিও আমাদের ক্ষমা করবেন না।

যীশু পাঁচ হাজার লোকেদের খাওয়ান

30:01

যীশু তার প্রেরিতদের প্রচার করতে আর বিভিন্ন গ্রামের লোকেদের শেখাতে পাঠান। যখন তারা যীশু যেখানে ছিলেন সেখানে ফিরে এলেন, তখন তারা তাকে বলল যে তারা কি কি করেছে।তখন যীশু তাদের বললেন চল আমরা হ্রদের ওপারে যাই যেন অল্প আরাম করতে পারি। তাই, তারা এক নৌকায় চড়ল আর হ্রদের ওপারে চলে গেল।

প্রভু যীশু তার প্রেরিতদের গ্রামে গ্রামে কেন পাঠিয়েছিলেন?

তিনি তাদের শিক্ষা দিতে ও প্রচার করতে পাঠিয়েছিলেন।

কেন প্রভু যীশু তার প্রেরিতদের হ্রদের ওপারে নিয়ে গিয়েছিলেন?

তিনি সেখানে তাদের কিছু সময় আরাম করার জন্য একটি শান্ত জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন।

30:02

কিন্তু সেখানে অনেক লোক ছিল যারা যীশুকে আর তার শিষ্যদের সেখান থেকে যেতে দেখেছিল।সেই লোকেরা হ্রদের কিনারে কিনারে দৌড়ালো যেন ওপারে গিয়ে তাদের পেতে পারে।তাই যখন যীশু আর তার শিষ্যরা পৌঁছালো, এক বিরাট মানুষের ভিড় তাদের অপেক্ষায়, আগে থেকেই সেখানে ছিল।

সেখানে কি প্রভু যীশু ও তার প্রেরিতরা একাকী থাকতে ও বিশ্রাম নিতে পেরেছিল?

না, তারা তা করতে পারেনি।বহু লোকেরা আগেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল।

30:03

সেই ভিড়ে ৫০০০রেরও বেশি পুরুষ ছিল, মহিলা ও বাচ্চাদের গণনা করা হয়নি।লোকেদের প্রতি যীশুর ভীষণ করুনা হল। যীশুর জন্য, সেই লোকেরা ছিল মেষপালক হারা মেষের দল। তাই তিনি তাদের শিক্ষা দিলেন আর তাদের মধ্যে যারা অসুস্থ ছিল তাদের সুস্থ করলেন।

প্রভু যীশুর প্রবৃত্তি কেমন ছিল সেই লোকগুলোর প্রতি যারা তার জন্য সেখানে অপেক্ষা করছিল?

তাদের প্রতি তার করুনা হয়েছিল।

কিভাবে প্রভু যীশু সেই লোকগুলোর প্রতি দয়া দেখিয়েছিলেন?

তিনি তাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন ও তাদের সুস্থ করেছিলেন।

কত লোকজনেরা সেই খাদ্য খেয়েছিল আর তৃপ্ত হয়েছিল?

পাঁচ হাজার পুরুষেরা সেই খাদ্য খেয়েছিল, তাদের মধ্যে স্ত্রী ও বাচ্চাদের গণনা করা হয়নি।

30:04

দিনের শেষে, শিষ্যরা যীশুকে বলল, “বেশ দেরী হয়েছে আর কাছা কাছি কোনো নগরও নেই।এই লোকেদের পাঠিয়ে দেন যেন তারা গিয়ে খাওয়ার কিছু কিনতে পারে।”

কেন শিষ্যরা সেই লোকগুলোদের দূরে পাঠাতে চেয়েছিল?

কারণ তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল আর তাদের কিছু খাবার খাওয়ার প্রয়োজন ছিল।

30:05

কিন্তু যীশু তার শিষ্যদের বললেন, “তোমরা এদের কিছু খেতে দাও!”তারা উত্তর দিল, “আমরা তা কি করে করতে পারি?আমাদের কাছে কেবল পাঁচটি রুটি আর দুটো ছোট মাছ রয়েছে।”

কেন শিষ্যরা তাদের খাওয়াতে অক্ষম ছিল?

কারণ তাদের কাছে কেবল পাঁচটি রুটি আর দুটি মাছ ছিল।

30:06

যীশু তার শিষ্যদের বললেন যেন তারা লোকেদের ভিড়কে পঞ্চাশ লোকেদের দলে বিভক্ত হয়ে ঘাসে বসতে বলে।

30:07

তারপর যীশু পাঁচটি রুটি ও মাছ দুটিকে নিলেন, তিনি স্বর্গে তাকালেন আর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করলেন।

প্রভু যীশু সেই পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ দিয়ে কি করেছিলেন?

তিনি ঈশ্বরের ধন্যবাদ করেছিলেন সেই খাদ্যের জন্য ও তা ছিঁড়েছিলেন আর তা তার শিষ্যদের লোকেদেরকে দেওয়ার জন্য দিয়েছিলেন।

30:08

তারপর যীশু রুটি ও মাছ টুকরো করলেন।তিনি টুকরোগুলো শিষ্যদের দিলেন যেন তা লোকেদের দেওয়া হয়।শিষ্যরা তা বিতরণ করল আর তা ফুরালো না!সকল লোকেরা তা খেল আর তৃপ্ত হল।

প্রভু যীশু সেই পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ দিয়ে কি করেছিলেন?

তিনি ঈশ্বরের ধন্যবাদ করেছিলেন সেই খাদ্যের জন্য ও তা ছিঁড়েছিলেন আর তা তার শিষ্যদের লোকেদেরকে দেওয়ার জন্য দিয়েছিলেন।

30:09

এরপর, না খাওয়া খাদ্য শিষ্যরা একত্র করল আর তা দিয়ে বারোটি ঝুড়ি ভরে গেল! সেই সকল খাওয়ার সেই পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ থেকেই এসেছিল।

তাদের খাবার পর কত খাবার অবশিষ্ট থেকে গিয়েছিল?

বারোটি ঝুড়ি পূর্ণ খাবার বেচেঁ গিয়েছিল।

যীশু জলের উপরে হাঁটেন

31:01

তারপর যীশু তার শিষ্যদের নৌকায় চড়তে ও হ্রদের ওপার যেতে বললেন যখন তিনি লোকেদের বিদায় দিচ্ছিলেন।যীশু লোকেদের বিদায় দেওয়ার পর, তিনি পর্বতের ওপরের দিকে প্রার্থনার জন্য চলে গেলেন। যীশু সেখানে একা ছিলেন, আর তিনি রাত পর্যন্ত প্রার্থনা করলেন।

প্রভু যীশু লোকেদের ভিড়কে বিদায় দেওয়ার পর শিষ্যদের কি বলেছিলেন?

তিনি তাদের একটি নৌকাতে চড়তে বলেছিলেন আর হ্রদের অন্যপারে যেতে বলেছিলেন।

প্রভু যীশু শিষ্যদের অন্যপারে পাঠাবার পর কি করেছিলেন?

তিনি একটি পর্বতে প্রার্থনা করার জন্য উঠেছিলেন।

31:02

সে সময়ই, শিষ্যরা তাদের নৌকায় যাচ্ছিল, কিন্তু বেশ রাত্রি হওয়ার জন্য তারা হ্রদের কেবল অর্ধেকটাই পার করেছিল। তারা খুব কষ্টে দাঁড় টানছিল কেননা বাতাস তাদের বিরুদ্ধে চলছিল।

রাতের বেলায় শিষ্যদের কি সমস্যা হয়েছিল?

বাতাস তাদের বিপরীতে প্রবাহিত হচ্ছিল আর তাই তারা কেবল অর্ধেক পথ অতিক্রম করতে পেরেছিল।

31:03

তারপর যীশু প্রার্থনা শেষ করলেন আর শিষ্যদের দিকে এগোলেন।তিনি হ্রদের জলের উপর হেঁটে শিষ্যদের নৌকার কাছে গেলেন।

কিভাবে প্রভু যীশু তাদের নৌকাতে পৌঁছেছিলেন?

তিনি জলের উপর দিয়ে হেঁটে তাদের কাছে পৌঁছেছিলেন।

31:04

শিষ্যরা যীশুকে দেখে ভীষণ ভয় পেল কেননা তারা ভেবেছিল যে তারা ভূত দেখছে।যীশু জানতেন যে তারা ভয় পাচ্ছে, তাই তিনি তাদের ডাক দিলেন আর বললেন, “ভয় পেয় না।এ যে আমি!”

শিষ্যরা প্রভু যীশুকে প্রথমে দেখে কেমন প্রতিক্রিয়া করেছিল?

তারা অত্যন্ত ভয়ভীত হয়েছিল কারণ তারা ভেবেছিল যে তিনি একটি ভূত।

প্রভু যীশু তাদের শান্ত করার জন্য কি বলেছিলেন?

“ভয় পেও না।এ যে আমি যীশু।”

31:05

তার পর পিতর যীশুকে বললেন, “প্রভু, যদি এ আপনি হন তবে আমাকে আজ্ঞা দিন জলের উপর দিয়ে আপনার কাছে আসতে।” যীশু পিতরকে বললেন, “এসো তবে!”

কেন প্রভু যীশু পিতরকে তার কাছে আসার জন্য জলের উপর হাঁটতে বলেছিলেন?

কারণ পিতর তাকে তেমনটি করতে অনুরোধ করেছিলেন।

31:06

তাই, পিতর নৌকা থেকে বাইরে এলেন আর যীশুর কাছে জলের উপর দিয়ে হেঁটে চললেন। কিন্তু কিছুটা হাঁটার পর, তিনি তার দৃষ্টি যীশুর উপর থেকে সরালেন আর ঢেউয়ের দিকে তাকালেন আর কঠিন বাতাস অনুভব করলেন।

পিতর কি লক্ষ্য করা শুরু করেছিলেন যখন তিনি তার দৃষ্টি প্রভু যীশুর উপর থেকে সরিয়েছিলেন?

তিনি সাগরের ঢেউ লক্ষ্য করা ও ঝড়ো বাতাস অনুভব করা আরম্ভ করেছিলেন।

31:07

পিতর তাতে ভয় পেলেন আর জলে ডুবতে আরম্ভ করলেন।তিনি চিৎকার করে উঠলেন, “প্রভু, আমায় রক্ষা করুন!”যীশু তার কাছে তক্ষনাৎ পৌছালেন আর তাকে ধরে ফেললেন।তারপর তিনি পিতরকে বললেন, “তুমি অল্পবিশ্বাসী, তুমি কেন সন্দেহ করলে?”

পিতরের সাথে কি হয়েছিল যখন তিনি সাগরের ঢেউ ও বাতাস দেখে ভয় পেয়েছিলেন?

তিনি জলে ডুবে যেতে লাগলেন।

প্রভু যীশু তখন কি করেছিলেন যখন পিতর সাহায্যের জন্য আহ্বান করেছিল?

প্রভু তাকে ডুবার যাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন।

প্রভু যীশু পিতরকে কি বলে বকেছিলেন?

“হে অল্পবিশ্বাসী, কেন সন্দেহ করেছিলে?”

31:08

যখন পিতর ও যীশু নৌকায় চড়ল, তক্ষনাৎ বাতাস বওয়া বন্ধ হল আর জল শান্ত হল।শিষ্যরা আশ্চর্য হল।তারা যীশুর আরাধনা করল, তাকে এই বলে যে, “সত্য সত্যই, আপনি হলেন ঈশ্বরের পুত্র।”

প্রভু যীশুর নৌকাতে চড়ার পর কি হয়েছিল?

বাতাস তখনই শান্ত হয়ে গিয়েছিল ও সাগরও শান্ত হয়ে গিয়েছিল।

এই চমৎকার সম্বন্ধে শিষ্যদের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?

তারা প্রভু যীশুকে আরাধনা করেছিল আর বলেছিল, “সত্য সত্যই, আপনি ঈশ্বরের পুত্র।”

যীশু এক ভূতগ্রস্ত পুরুষকে আর একটি অসুস্থ মহিলাকে আরোগ্য দেন

32:01

একদিন, যীশু ও তার শিষ্যেরা নৌকায় হ্রদের ওপারে এক অঞ্চলে যান যেখানে গাদারীয় লোকেরা বসবাস করত।

32:02

যখন তারা হ্রদের অন্য ধরে পৌঁছালো, তখন এক ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি যীশুর দিকে দৌড়ে এলো।

কি হয়েছিল যখন প্রভু যীশু গাদারীয় লোকেদের এলাকায় গিয়েছিলেন?

একটি ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি দৌঁড়ে প্রভু যীশুর কাছে এসেছিল।

32:03

এই ব্যক্তিটি এতই শক্তিশালী ছিল যে কেউ তাকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখতে পারত না।লোকেরা বহু বার তাকে শিকল দিয়ে হাত পা বেঁধে রাখত, কিন্তু সে তাও ভেঙ্গে ফেলত।

সেই ভূতটি লোকটিকে দিয়ে কি করাত?

সেই ভূতটি লোকটিকে দিয়ে শিকল ভাঙাত, কবরস্থানে বসবাস করাত, রাত দিন চিৎকার করাত, আর পাথর দিয়ে নিজেকে কাটাত।

32:04

এই ব্যক্তিটি এলাকার কবরস্থানে থাকত।এই লোকটি রাত দিন চিৎকার করত।সে পোশাক পরত না আর পাথর দিয়ে নিজেকে বারবার কাঁটত।

সেই ভূতটি লোকটিকে দিয়ে কি করাত?

সেই ভূতটি লোকটিকে দিয়ে শিকল ভাঙাত, কবরস্থানে বসবাস করাত, রাত দিন চিৎকার করাত, আর পাথর দিয়ে নিজেকে কাটাত।

32:05

যখন লোকটি যীশুর কাছে এলো, সে তার সামনে তার হাঁটু গেঁড়ে বসলো। যীশু ভুতটিকে বললেন, “এই লোকটির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসো!”

32:06

লোকটির ভিতরের ভূতটি জোরে চিৎকার করে বলে উঠলো, “আপনি আমার কাছ থেকে কি চান, হে যীশু সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পুত্র? আমাকে অনুগ্রহ করে কষ্ট দেবেন না!” তারপর যীশু সেই ভুতটিকে প্রশ্ন করেন, “তোর নাম কি?”সে উত্তর দিল, “আমার নাম বাহিনী, কেননা আমরা অনেকজন।” (“বাহিনী” ছিল রোমান সৈন্যদের কিছু হাজার সৈন্যদের দল।)

সেই দুষ্ট আত্মাটির নাম কি ছিল?

তার নাম ছিল বাহিনী।

“বাহিনী” নামের অর্থ কি?

এর অর্থ হল যে সেই লোকটির ভিতরে বহু দুষ্ট আত্মা রয়েছে।

32:07

ভূতগুলি যীশুকে অনুনয় বিনয় করে বলল, “অনুগ্রহ করে আমাদের এই অঞ্চল থেকে তাড়াবেন না !”সেখানকার কাছাকাছি পর্বত এলাকায় একদল শুয়োর চরে বেড়াচ্ছিল। তাই, ভূতগুলি যীশুকে অনুনয় বিনয় করল, “অনুগ্রহ করে আমাদের বরং শুয়োরদের ভিতর যেতে আজ্ঞা দিন!”যীশু বললেন, “যাও!”

সেই দুষ্ট আত্মাগুলো প্রভু যীশুর কাছে তাদের কোথায় পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করেছিল?

তারা ২০০০ শূকরদের একটি পালে তাদের পাঠিয়ে দিতে প্রভুকে অনুরোধ করেছিল।

32:08

ভূতগুলি লোকটির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো আর শুয়োরদের ভিতর প্রবেশ করল। শুয়োরগুলো এক উচ্চ পার থেকে দৌড়ে হ্রদে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরল।সেখানে প্রায় ২০০০টি শুয়োর ছিল।

সেই দুষ্ট আত্মাগুলো প্রভু যীশুর কাছে তাদের কোথায় পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করেছিল?

তারা ২০০০ শূকরদের একটি পালে তাদের পাঠিয়ে দিতে প্রভুকে অনুরোধ করেছিল।

সেই শূকরদের কি হয়েছিল যখন দুষ্ট আত্মারা সেই পালে প্রবেশ করেছিল?

তারা সমুদ্র তীরের উচ্চ জায়গায় থেকে দৌঁড়ে গিয়ে নিচের সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়েছিল।

32:09

যখন শুয়োরপালকেরা দেখল যে কি ঘটল, তারা নগরে দৌড়ে এলো আর সকলকে বলল যে যীশু কি করেছে।নগরের লোকেরা এলো আর লোকটিকে দেখল যে ভূতগ্রস্ত ছিল। সে শান্ত ভাবে বসে রয়েছে, কাপড় পড়েছে আর সাধারন লোকের মতই ভাব করছে।

লোকটি কিরকম আচরণ করেছিল যখন দুষ্ট আত্মাগুলো তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল?

সে শান্তভাবে বসেছিল, কাপড় পরেছিল, আর একজন সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করেছিল।

32:10

লোকেরা খুব ভয় পেল আর যীশুকে চলে যেতে বলল।তাই যীশু নৌকায় চরলেন এবং যেতে প্রস্তূত হলেন ।কিন্তু সেই লোকটি যে ভূতগ্রস্ত হত, যীশুর সাথে যাওয়ার জন্য অনুনয় করল।

স্থানীয় লোকেরা সুস্থ লোকটিকে ও তাদের মৃত শূকরদের দেখার পর কেমন প্রতিক্রিয়া করেছিল?

তারা ভয়ভীত হয়েছিল আর প্রভু যীশুকে সেই নগর ছেড়ে চলে যেতে বলেছিল।

32:11

কিন্তু যীশু তাকে বললেন, “না, আমি চাই যে তুমি ঘরে ফিরে যাও আর তোমার বন্ধুদের আর পরিবারকে সকলকিছু বল যা ঈশ্বর তোমার জন্য করেছেন এবং কিভাবে তিনি তোমার উপর দয়া করেছেন।”

প্রভু যীশু সেই সুস্থ লোকটিকে তার সাথে না গিয়ে বরং কি করতে বলেছিলেন?

প্রভু যীশু তাকে তার গৃহে ফিরে যেতে বলেছিলেন আর তার বন্ধুদের ও পরিবারকে সেই সকল যা ঈশ্বর তার সাথে করেছেন তা বলতে বলেছিলেন।

32:12

তাই লোকটি চলে গেল এবং সকলকে তা বলল যা যীশু তার জন্য করেছিল।যেকেউ তার কথা শুনলো তারা আশ্চর্য পূর্ণ হল আর অদ্ভুত বোধ করল।

32:13

যীশু হ্রদের অন্যপারে ফিরলেন।সেখানে পৌছাবার পর, এক বিশাল ভিড় তাকে ঘিরে একত্র হল আর তাকে চাপাচাপি করছিল।সেই ভিড়ে এক মহিলা ছিল যিনি বারো বছর রক্তপ্রবাহের অসুখে ভুগছিলেন।তিনি তার সকল বিষয় সম্পত্তি ডাক্তারদের উপর ব্যয় করেছিলেন যেন তারা তাকে সুস্থ করতে পারে, কিন্তু সে শুধু খারাপ পেয়েছে |

32:14

তিনি শুনেছিলেন যে যীশু অনেক লোকেদের সুস্থ করেন আর ভেবেছিলেন, “আমি নিশ্চিত, যে যদি আমি যীশুর কাপড়টিকেও ছুঁই, তাহলে আমি সুস্থ হব!” তাই তিনি যীশুর পিছনে এলেন আর তার কাপড়টিকে ছুঁলেন।যেই ক্ষণে তিনি তা ছুলেন, তার রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেল।

কেন রক্ত প্রবাহের সমস্যাযুক্ত মহিলাটি প্রভু যীশুর কাছে এসেছিলেন?

কারণ তিনি চিন্তা করেছিলেন যে যদি তিনি প্রভু যীশুর শুধুমাত্র কাপড়টি স্পর্শ করেন তবে তিনি সুস্থ হবেন।

প্রভু যীশুর কাপড় ছোয়া মাত্র সেই স্ত্রীটির সাথে কি হয়েছিল?

তার দেহ থেকে রক্ত প্রবাহ হওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

32:15

তক্ষনাৎ, যীশু টের পেলেন যে তার থেকে শক্তি নির্গত হয়েছে।তাই তিনি ফিরলেন আর জিজ্ঞাসা করলেন, “কে আমায় ছুঁয়েছে?”

কিভাবে প্রভু যীশু জানতে পেরেছিলেন যে কেউ তাকে স্পর্শ করেছিল?

কারণ তিনি অনুভব করেছিলেন যে তার থেকে শক্তি প্রবাহিত হয়েছিল।

32:16

শিষ্যেরা উত্তর দিল, “আপনার চারধারে যে প্রচুর লোক এবং আপনাকে ধাক্কা দিচ্ছে।আপনি কেন জিজ্ঞাসা করছেন, ‘কে আমায় ছুঁয়েছে?”’যীশুর সামনে মহিলাটি কাঁপতে কাঁপতে ও খুবই ভয় পেয়ে হাঁটু গেঁড়ে বসলেন।তার পর তিনি তাকে বললেন যে তিনি কি করেছেন, আর যে তিনি সুস্থ হয়েছেন।যীশু তাকে বললেন, “তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করেছে।শান্তিতে চলে যাও।”

প্রভু যীশু সেই মহিলাটিকে কি বলেছিলেন যখন তিনি তার সম্মুখে নত হয়েছিলেন?

“তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করেছে।শান্তিতে চলে যাও।”

এক কৃষকের কাহিনী

33:01

একদিন, হ্রদের তীরে এক বিরাট ভিড়কে যীশু শিক্ষা দিচ্ছিলেন।এত লোক তার কাছে এসেছিল যে যীশু তীরের এক নৌকায় চড়ে বসলেন যেন তাদের কাছে ভালো ভাবে কথা বলতে পারেন। তিনি নৌকায় বসলেন আর লোকেদের শিক্ষা দিলেন।

33:02

যীশু এক দৃষ্টান্তটি বললেন।"এক কৃষক বীজ বুনতে গেল।যখন তিনি হাত দিয়ে বীজ ছড়াচ্ছিলেন, কিছু বীজ রাস্তায় পড়ল, আর পাখিরা আসলো আর তা খেয়ে ফেলল।"

সেই বীজগুলোর কি পরিণতি হয়েছিল যা পথের উপর পরেছিল?

পাখিরা এসে তা খেয়ে ফেলেছিল।

33:03

"অন্য কিছু বীজ পাথরময় ভূমিতে পড়ল, যেখানে খুব কম মাটি ছিল |সেই পাথরময় জমির বীজ শীঘ্রই অঙ্কুরিত হল কিন্তু তাদের শিকড় মাটির গভীরে যেতে পারল না।যখন সূর্যের উঠলো আর উত্তপ্ত হল, চারাগুলো শুকিয়ে গেল আর মারা গেল।"

সেই বীজগুলোর কি হয়েছিল যা পাথরময় ভূমিতে পরেছিল?

সেগুলো তাড়াতাড়ি অঙ্কুরিত হয়েছিল, কিন্তু উত্তাপের জন্য তা শুখিয়ে মারা গিয়েছিল।

33:04

"আর কিছু বীজ কাঁটা ঝোপের মধ্যে পড়ল।সেই বীজ বেড়ে উঠল কিন্তু কাঁটা ঝোপ সেগুলোকে ঢেকে দিল।তাই বীজ থেকে বেড়ে উঠা কাঁটা ঝোপের চারাগুলো কোনো ফসল উৎপাদন করতে পারল না।"

সেই বীজগুলোর কি হয়েছিল যা ঝোপঝাড়ের মধ্যে পরেছিল?

সেগুলো বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু সেই ঝোপঝাড় সেই চারাগাছগুলোকে ঢেকে দিয়েছিল।

33:05

"আর কিছু বীজ ভালো জমিতে পড়ল।এই বীজগুলো বেড়ে উঠল এবং ৩০, ৬০ আর এমনকি ১০০ গুন ফসল উৎপাদন করল। যার কান আছে সে শুনুক!"

সেই বীজগুলোর কি হয়েছিল যা উত্তম ভূমিতে পরেছিল?

সেগুলো বৃদ্ধি পেয়েছিল আর ৩০, ৬০, বা ১০০ গুন ফসল আরও উৎপণ্য করেছিল।

33:06

এই কাহিনী শিষ্যদের ভ্রমিত করল।তাই যীশু ব্যাখা করলেন, "সেই বীজ হল ঈশ্বরের বাক্য।রাস্তা হল এক ব্যক্তি যে ঈশ্বরের বাক্য শোনে কিন্তু তা বোঝেনা, আর শয়তান তার ভিতর থেকে সেই বাক্য নিয়ে চলে যায়।"

শিষ্যেরা কি সেই কাহিনীটিকে বুঝতে পেরেছিল?

না, তারা বুঝতে পারেনি।

কাহিনীটিতে বীজ বলতে কি বোঝানো হয়েছে?

বীজ বলতে ঈশ্বরের বাক্যকে বোঝানো হয়েছে।

পথ বলতে কি বোঝানো হয়েছে?

সেই ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে যে ঈশ্বরের বাক্য শোনে, কিন্তু তা বুঝে না আর তাই শয়তান এসে তা চুরি করে নিয়ে যায়।

33:07

"পাথরময় জমি হল এক ব্যক্তি যে ঈশ্বরের বাক্য শোনে আর তা আনন্দের সাথে গ্রহণ করে।কিন্তু যখন সে সমস্যার বা উৎপীড়নের মধ্যে দিয়ে যায়, তখন সে পিছিয়ে যায়।"

পাথরময় ভূমি বলতে কি বোঝানো হয়েছে?

সেই ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে যে ঈশ্বরের বাক্য শোনে ও আনন্দের সাথে গ্রহণ করে, কিন্তু কষ্টে ও উৎপীড়নে সে নিস্তেজ হয়ে যায়।

33:08

"কাঁটা ঝোপের জমি হল এক ব্যক্তি যে ঈশ্বরের বাক্য শোনে কিন্তু সময়ের সাথে সাথে, জীবনের চিন্তা, ধন ও ভোগবিলাস ঈশ্বরের প্রতি তার প্রেম নষ্ট করে। পরিনাম স্বরূপ, যে শিক্ষা সে শুনেছিল সেই বাক্য কোনো ফসল উৎপাদন করতে পারে না।"

ঝোপঝাড়ের ভূমি বলতে কি বোঝানো হয়েছে?

এটি হল সেই ব্যক্তি যে বাক্য শোনে, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে, তাকে তার ধনসম্পত্তির চিন্তা ও জীবনের ভোগবিলাস ঈশ্বরের প্রেম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

33:09

"কিন্তু ভালো জমি হল সেই ব্যক্তি যে ঈশ্বরের বাক্য শুনে, তা বিশ্বাস করে আর ফসল উৎপন্ন করে।

উত্তম ভূমিটি কার প্রতিনিধিত্ব করে?

সেই ব্যক্তিটির বিষয়ে যে বাক্য শোনে, আর তা বিশ্বাস করে আর ফলবন্ত হয়।

যীশু অন্য কাহিনীসমূহ দ্বারা শেখান

34:01

যীশু ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধে আরও অনেক কাহিনী বলেন। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি বলেন, “ঈশ্বরের রাজ্য হল একটি সরিষার দানার মত যা কেউ তার জমিতে বপন করল ।তোমরা জানো যে সরিষা দানা সকল বীজের মধ্যে সবচাইতে ছোট।”

কিভাবে একটি সরিষার দানাকে অন্যান্য বীজের সাথে তুলনা করা হয়েছে?

সরিষার দানা সকল বীজের মধ্যে আকারে ছোট।

ঈশ্বর সেই লোকেদেরকে কি করবেন যারা নিজেদের বিষয়ে গর্বিত?

তিনি তাদের নিচু করবেন।

34:02

“কিন্তু যখন তা বেড়ে ওঠে, তখন সে বাগানের সকল চারাদের মধ্যে বড় হয়, এতটা বড় যে পাখিরা আসে ও তার ডালপালার উপর আরাম করে।”

সরিষার দানার সাথে কি হয় যখন তা অঙ্কুরিত হয়ে বৃদ্ধি পায়?

এটি বাগানের সকল চারাগাছের মধ্যে সবচাইতে বড় হয়।

34:03

যীশু আর এক কাহিনী বললেন, “ঈশ্বরের রাজ্য হল তাড়ির মত যা এক মহিলা ময়দার সাথে মাখলো যতক্ষণ না তা সম্পূর্ণ ময়দাকে তাড়িময় করল।

ইস্ট বা তাড়ির সাথে কি হয় যখন তা আটার সাথে মাখানো হয়?

এটি সম্পূর্ণ আটাকেই তাড়িময় করে ফেলে।

34:04

“ঈশ্বরের রাজ্য এক গুপ্তধনের তুল্য যা কেউ মাটির নিচে লুকিয়ে রাখল।অন্য কেউ সেই গুপ্তধন পেল এবং তারপর আবার তা সেখানেই লুকিয়ে রাখল।সে এতই আনন্দে ভরে গেল যে সে গেল আর যা কিছু তার কাছে ছিল তা বিক্রি করল আর সেই টাকা দিয়ে সেই জমিটি ক্রয় করল।”

সেই ব্যক্তিটি কৃষিজমিতে সেই গুপ্তধন পাওয়ার পর কি করেছিল?

সে তার সকল কিছু বিক্রয় করেছিল আর সেই টাকা দিয়ে সেই জমিটি ক্রয় করেছিল।

34:05

“ঈশ্বরের রাজ্য একটি উৎকৃষ্ট মুক্তার মত যার মূল্য প্রচুর।যখন এক জহরী তা পেল, সে তার সকল সম্পত্তি বিক্রয় করল আর সেই টাকা সেই মুক্তা কিনার জন্য ব্যবহার করল।

সেই মুক্তা ব্যবসায়ী কি করেছিলেন যখন তিনি একটি নিখুঁত ও উৎকৃষ্ট মুক্তার সন্ধান পেয়েছিলেন?

তিনি তার সকল সম্পত্তি বিক্রয় করে দিয়েছিল আর সেই টাকা দিয়ে সেই মুক্তাটি অর্জন করেছিলেন।

34:06

তারপর যীশু কিছু লোকেদের এক কাহিনী বললেন যারা তাদের নিজেদের ভালো কার্যের উপর ভরসা করত আর অন্যদের তুচ্ছ করত। তিনি বললেন, “দুই ব্যক্তি প্রার্থনা করতে মন্দিরে গেল।তার মধ্যে একজন ছিল করগ্রাহী আর অন্যজন ছিল ধার্মিক নেতা।”

কাদের প্রভু যীশু দুই ব্যক্তির কাহিনী বলেছিলেন যারা প্রার্থনা করতে মন্দিরে গিয়েছিল?

সেই লোকেদের যারা নিজেদের ভালো কর্মের উপর বিশ্বাস করত আর অন্যদের তুচ্ছ মনে করত।

34:07

“সেই ধর্ম গুরু এভাবে প্রার্থনা করল, ‘ধন্যবাদ ঈশ্বর, যে আমি অন্য লোকদের মত পাপী নই- নাহি ডাকুদের মত, অন্যায়ী মানুষদের মত, ব্যভিচারীদের মত, অথবা ওই করগ্রাহী ব্যক্তিটির মত।”’

কেন সেই ধার্মিক ব্যক্তিটি ঈশ্বরের ধন্যবাদ করেছিল?

তিনি ঈশ্বরের ধন্যবাদ করেছিল কারণ তিনি অন্য পাপী লোকেদের মত ছিল না।

34:08

“যেমন কি, আমি সপ্তাহে দুবার উপবাস করি আর আমার সকল টাকার ও দ্রব্যের দশ ভাগ মন্দিরে দান করি।”

কেন সেই ধার্মিক ব্যক্তিটি নিজেকে ধার্মিক মনে করেছিল?

কারণ সে সপ্তাহে দুবার উপবাস করত আর তার টাকাপয়সার ও জিনিসপত্রের দশমাংশ নিয়মিতভাবে দিত।

34:09

“কিন্তু সেই করগ্রাহী ব্যক্তিটি ধর্ম গুরুর থেকে দুরে দাড়িয়ে রইল, আর স্বর্গের দিকেও তাকালো না।বরং, সে তার বুক চাপড়ে প্রার্থনা করল, “ঈশ্বর আমার প্রতি দয়া করুন কেননা আমি একজন পাপী।”

সেই করগ্রাহী ব্যক্তিটি ঈশ্বরের কাছে কি অনুরোধ করেছিল?

সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিল যেন তিনি তার উপর দয়া করেন কারণ তিনি একজন পাপী ছিলেন।

34:10

তারপর যীশু বললেন, “আমি তোমাদের সত্য বলছি, ঈশ্বর সেই করগ্রাহী লোকটির প্রার্থনা শুনেছেন আর তাকে ধার্মিক ঘোষণা করেছেন।কিন্তু সেই ধর্মগুরুর প্রার্থনা তার পছন্দ হয়নি।ঈশ্বর সকল গর্বিতদের নম্র করবেন আর সেই সকলকে উচ্চ করবেন যারা নিজেদের নম্র করে।”

ঈশ্বর কোন ব্যক্তিকে ধার্মিক ঘোষণা করেছিলেন?

সেই করগ্রাহী ব্যক্তিটিকে।

ঈশ্বর সেই লোকেদেরকে কি করবেন যারা নিজেদের বিষয়ে নম্র?

তিনি তাদের উচ্চ করবেন।

করুণাময় পিতার কাহিনী

35:01

একদিন, যীশু বহু করগ্রাহী আর অন্য পাপীদের যারা তার কাছে জমা হয়েছিল তাদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন।

35:02

কিছু ধার্মিক নেতারা যারা সেখানেই ছিল তারা যীশুকে সেই পাপীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করতে দেখল আর তারা তাঁর নিন্দা করতে আরম্ভ করল। তাই যীশু তাদের এক কাহিনী বললেন।

কেন ধার্মিক নেতারা প্রভু যীশুর সমালোচনা করেছিল?

কারণ প্রভু যীশু করগ্রাহীদের ও পাপীদেরকে তার মিত্র গন্য করতেন।

35:03

“এক ব্যক্তি ছিলেন যার দুটি ছেলে ছিল।ছোট ছেলেটি তার পিতাকে বলল, ‘পিতা, আমার সম্পত্তির ভাগ এখনিই চাই!’ তাই পিতা তার সম্পত্তি দুই ছেলের মধ্যে ভাগ করে দিল।

সেই কনিষ্ঠ পুত্রটি তার পিতার কাছে কি দাবি করেছিল?

সে তার অংশের সম্পত্তি ততক্ষনাৎ চেয়েছিল।

35:04

“ছোট ছেলেটি শীঘ্রই তার সম্পত্তি একত্র করল আর দুর দেশে চলে গেল আর তার সকল সম্পত্তি পাপময় পথে খরচ করল।”

সেই কনিষ্ঠ পুত্রটি তার অংশের সম্পত্তি নিয়ে কি করেছিল?

সে তা পাপময় পথে খরচ করেছিল।

35:05

“এর পর, সেই দেশে এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হল যেখানে ছোট ছেলেটি ছিল, আর তার কাছে খাবার কেনার কোনো টাকা ছিল না। তাই সে যা কাজ পেল তা করল আর তা হল শুয়োর চড়ানোর কাজ।তার পরিস্থিতি খুব শোচনীয় হল যে সে শুয়োরের খাবারও খেতে চাইল।

সেই দেশে কি হয়েছিল যেখানে সেই কনিষ্ঠ পুত্রটি থাকতে গিয়েছিল?

সেখানে একটি ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ হয়েছিল।

দুর্ভিক্ষের সময়ে কনিষ্ঠ পুত্রটি বাঁচার জন্য কি করেছিল?

সে শূকরদের খাওয়ানোর কাজে নিযুক্ত হয়েছিল।

35:06

“অন্তিমে, ছোট ছেলেটি নিজেকে বলল, “আমি এ কি করছি?আমার পিতার সকল চাকরেরা কতই না খাবার খায় আর তথাপি আমি ক্ষুদায় কষ্ট পাচ্ছি।আমি আমার পিতার বাড়িতে ফিরে যাব আর তার একজন চাকর হওয়ার জন্য অনুরোধ করব।”’

কেন সেই কনিষ্ঠ পুত্রটি তার পিতার গৃহে ফিরে আসতে চেয়েছিল?

সে বুঝতে পেরেছিল যে তার পিতার চাকরেরাও তার তুলনায় ভালোভাবে বাঁচছে আর সেখানে প্রচুর খাদ্যও রয়েছে।

সেই কনিষ্ঠ পুত্রটি তার পিতাকে কি বলার পরিকল্পনা করেছিল?

সে তার পিতাকে তাকে একজন চাকরের ন্যায় গ্রহণ করতে অনুরোধ করবে বলে ভেবেছিল।

35:07

“তাই ছোট ছেলেটি তার বাবার বাড়ির দিকে যাওয়া শুরু করল।যখন সে বেশ দুরেই ছিল, তার বাবা তাকে দেখলেন আর তার জন্য করুনায় ভরে গেলেন। সে তার ছেলের দিকে দৌড়ালেন আর তাকে জড়িয়ে ধরলেন আর চুম্বন করলেন।”

সেই পিতাটি কি করেছিল যখন তিনি তার কনিষ্ঠ পুত্রটিকে আসতে দেখেছিলেন?

তিনি তার কাছে দৌঁড়ে গিয়েছিলেন, তাকে গলায়জড়িয়ে ছিলেন আর তাকে চুম্বন করেছিলেন।

35:08

“ছেলেটি বলল, “বাবা, আমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আর আপনার বিরুদ্ধে পাপ করেছি। আমি আপনার ছেলে হওয়ার যোগ্য নই।”’

সেই কনিষ্ঠ পুত্রটি তার পিতাকে কি বলেছিল?

“হে পিতা, আমি ঈশ্বর ও আপনার বিরুদ্ধে পাপ করেছি।আমি আপনার পুত্র হওয়ার যোগ্য নই।”

35:09

“কিন্তু তার বাবা তার এক চাকরকে আদেশ দিলেন, ‘তারাতারি যাও আর সবচাইতে ভালো কাপড় নিয়ে এসো আর একে পরিয়ে দাও!তার আঙ্গুলে একটি অঙ্গটি আর পায়েতে জুতো পরাও।তারপর সবচাইতে ভালো পশুটি মেরে ভোজ প্রস্তুত কর আর উৎসব মানাও, কেননা আমার ছেলে মারা গিয়েছিল, কিন্তু এখন সে জীবিত হয়েছে!সে হারিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন তাকে পেয়েছি!’”

পিতা তার পুত্রের কথায় কেমন প্রতিক্রিয়া করেছিলেন?

তিনি তাকে পোশাক, একটি আংটি, আর জুতা পরতে দিয়েছিলেন আর তার ফিরে আসার জন্য উৎসব পালন করেছিলেন।

35:10

“তাই লোকেরা আনন্দ করতে শুরু করল।কিছু সময় পরে, বড় ছেলেটি খেত থেকে কাজ করে ফিরে এলো।সে নাচ গান শুনতে পেল আর অবাক হল যে কি হচ্ছে।”

35:11

“যখন বড় ছেলেটি জানতে পারল যে তারা আনন্দ করছে কারণ তার ভাই বাড়িতে ফিরেছে, তখন সে খুব রেগে গেল আর বাড়ির ভিতর যেতে চাইল না।তার পিতা বেরিয়ে এলেন আর অনুরোধ করলেন ভিতরে যাওয়ার জন্য আর তাদের সাথে আনন্দ করতে, কিন্তু সে মানলো না।”

জ্যেষ্ঠ পুত্রটি কেমন প্রতিক্রিয়া করেছিল যখন সে জানতে পেরেছিল যে তার ভাই ঘরে ফিরে এসেছে?

সে অত্যন্ত রেগে গিয়েছিল আর ঘরে যেতে চায়নি।

35:12

“বড় ছেলেটি তার পিতাকে বলল, “এই সকল বছর আমি আপনার জন্য বিশ্বাস যোগ্য হয়ে কাজ করেছি!আমি আপনার অবাধ্য হইনি, আর তবুও আপনি আমার জন্য একটি ছোট পশুও দেননি যেন বন্ধুদের সাথে আনন্দ করি। কিন্তু যখন আপনার এই ছেলেটি যে আপনার সম্পত্তি পাপময় পথে উড়িয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরেছে, তখন আপনি সবচাইতে ভালো পশুটি মেরে আনন্দ করছেন!”

জ্যেষ্ঠ পুত্রটির তার পিতার বিরুদ্ধে কি নালিশ করেছিল?

আমি আপনার প্রতি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে কাজ করেছি আর আপনি আমাকে একটি ছোট ছাগলও দেন নি যেন আমি সঙ্গীদের সাথে ভোজ করি, কিন্তু আপনি আপনার এই ছেলেটির জন্য উৎসব পালন করছেন যে আপনার সম্পত্তি ধ্বংস করেছে।

35:13

“পিতা উত্তর দিলেন, ‘হে আমার পুত্র, তুমি সব সময়ই আমার সাথে আছ, আর যা কিছু আমার তা সকলই তো তোমার।কিন্তু আনন্দ করাটা আমাদের প্রয়োজন, কেননা তোমার ভাই মরে গিয়েছিল, কিন্তু সে এখন জীবিত।সে হারিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন তাকে আমরা পেয়েছি!”’

পিতার সম্পত্তির কত অংশ এখন বড় পুত্রটির কাছে ছিল?

সকল কিছু যা তার পিতার ছিল।

পিতা তার কনিষ্ঠ পুত্র ফিরে আসার উৎসব পালনের জন্য কি কারণ বলেছিলেন?

তিনি বলেছিলেন যে তার পুত্র মারা গিয়েছিল, কিন্তু এখন সে জীবিত হয়েছে।সে হারিয়ে গিয়েছিল কিন্তু এখন তাকে ফিরে পেয়েছি।

যীশুর উজ্জ্বল রূপ ধারণ

36:01

একদিন, যীশু তার তিন শিষ্যদের, পিতর, যাকোব, আর যোহনকে সাথে নিলেন।(এই শিষ্য যোহন আর বাপ্তিষ্ম দাতা যোহন এক ব্যক্তি নন।)তারা প্রার্থনার জন্য পর্বতের দিকে গেলেন।

প্রভু যীশু কাকে সঙ্গে নিয়ে পর্বতে গিয়েছিলেন?

তার তিনটি শিষ্যদেরকে সঙ্গে নিয়েছিলেন, পিতর, যাকোব, আর যোহন।

36:02

যখন যীশু প্রার্থনা করছিলেন, তার চেহারা সূর্যের মত উজ্জল হয়ে গেল আর তার কাপড় দীপ্তির মত উজ্জ্বল হল, এতটাই উজ্জ্বল যে পৃথিবীর কেউই তেমন করতে পারে না।

যখন প্রভু যীশু প্রার্থনা করছিলেন তখন তার রূপের কেমন পরিবর্তন হয়েছিল?

তার চেহারা সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল হয়েছিল আর তার পোশাক আলোক রশ্মির মত শুভ্র হয়েছিল।

36:03

তারপর মোশি আর এলিয় আভির্ভূত হলেন।এই ব্যক্তিরা পৃথিবীতে যীশুর প্রায় হাজার হাজার বছর আগে ছিলেন।তারা যীশুর সাথে তার মৃত্যুর বিষয়ে কথা বললেন, যা শীঘ্রই যেরুশালেমে হতে চলেছিল।

সেই দুই ব্যক্তি কারা ছিলেন যারা প্রভু যীশুর সম্মুক্ষে আবির্ভাব হয়েছিলেন?

তারা মোশি ও ভাববাদী এলিয় ছিলেন।

মোশি ও এলিয়ের আবির্ভাবটি কেন একটি চমৎকার ছিল?

কারণ তারা দুজনেই শত শত বছর পূর্বে পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন।

মোশি ও এলিয় প্রভু যীশুর সাথে কোন বিষয়ে আলোচনা করছিলেন?

তারা প্রভু যীশুর মৃত্যুর বিষয়ে কথা বলছিলেন।

প্রভু যীশু মৃত্যুর জন্য কোথায় যাচ্ছিলেন?

যেরুশালেমে।

36:04

যখন মোশি আর এলিয় যীশুর সাথে কথা বলছিলেন তখন পিতর যীশুকে বললেন, “আমাদের জন্য এখানে থাকাটা ভালো। আমরা এখানে তিনটি ছাউনি বানাবো, একটা আপনার জন্য, একটি মোশির আর একটি এলিয়ের জন্য।”পিতর জানতেন না যে তিনি কি বলছেন।

পিতর প্রভু যীশু, মোশিও এলিয়ের জন্য কি করতে চেয়েছিলেন?

তিনি তাদের জন্য তিনটি গৃহ নির্মান করতে চেয়েছিলেন, একটি প্রভু যীশুর জন্য, একটি মোশির জন্য আর একটি এলিয়ের জন্য।

36:05

যখন পিতর বলছিলেন তখন এক উজ্জ্বল মেঘ নেমে এলো আর তাদের ঘিরে ধরল আর সেই মেঘ থেকে একটি বাণী হল, “এ হল আমার পুত্র যাকে আমি ভালবাসি।আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট।তার কথা মান্য কর।”সেই তিন শিষ্য আতঙ্কিত হল আর ভূমিতে পড়ল।

উজ্জ্বল মেঘ থেকে শিষ্যদের জন্য কি বাণী হয়েছিল?

“ইনি হলেন আমার প্রিয় পুত্র যাকে আমি প্রেম করি।আমি ইনার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট।তোমরা ইনার কথা মান্য কর।”

36:06

তখন যীশু তাদের ছুঁলেন আর বললেন, “ভয় পেয় না।”উঠে দাঁড়াও।”যখন তারা চারিদিকে তাকালো, তারা কেবল যীশুকেই একা দাঁড়ানো দেখল।

36:07

যীশু আর তিন শিষ্যেরা পর্বত থেকে নেমে গেলেন।তারপর যীশু তাদের বললেন, “যা এখানে ঘটেছে সেসব কাউকে কিছু বল না ।আমি শীঘ্রই মারা যাব আর আবার জীবিত হব।তার পর, তোমরা না হয় লোকেদের বল।”

প্রভু যীশু তার শিষ্যদের কি বলেছিলেন সেই বিষয়ে যা তারা ঘটতে দেখেছিল?

তিনি তাদের বলেছিলেন যেন এঘটনা তারা কাউকে না বলে যতদিন না তিনি মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হন।

যীশু লাসারকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেন

37:01

একদিন, যীশু এক সংবাদ পান যে লাসার খুবিই অসুস্থ। লাসার ও তার দুই বোন মরিয়ম আর মার্থা ছিলেন যীশুর নিকট বন্ধু। যখন যীশু সংবাদ পান, তিনি বলেন, “এই আসুক তাকে মৃত্যুতে নিয়ে যাবে না, কিন্তু এটা হবে ঈশ্বরের মহিমা।” যীশু তার বন্ধুদের ভালোবাসতেন, কিন্তু তিনি যেখানে ছিলেন সেখানে আরো দু দিন থাকলেন।

প্রভু যীশু লাসারের রোগের সমাপ্ত কিভাবে হবে বলেছিলেন?

তিনি বলেছিলেন যে এর দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব হবে।

প্রভু যীশু কি করেছিলেন যখন তিনি জানতে পেরেছিলেন যে লাসার অসুস্থ?

তিনি আরো দুদিন ব্যতীত করেছিলেন যেখানে তিনি ছিলেন।

37:02

দুই দিন পর, যীশু শিষ্যদের বললেন, “চল যিহুদাতে যাই।” “কিন্তু গুরু,” শিষ্যেরা উত্তর দিল, “কিছু কাল পূর্বেই সেখানকার লোকেরা আপনাকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিল যে!” যীশু বললেন, “আমাদের বন্ধু লাসার ঘুমিয়ে পড়েছে, আর আমাকে যে তাকে জাগাতে যেতে হবে।”

কেন শিষ্যরা যীশুর যিহুদাতে যাওয়ার নির্ণয়টির প্রতি চিন্তিত ছিল?

কারণ সেখানকার লোকেরা তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল।

37:03

যীশুর শিষ্যেরা বললেন, “প্রভু, যদি লাসার ঘুমিয়ে পড়েছে, তবে সে ভালো হয়ে উঠবে।” তারপর যীশু স্পষ্টভাবে তাদের বললেন, “লাসার মারা গিয়েছে। আমি আনন্দিত যে সেখানে তখন আমি ছিলাম না, যেন তোমরা আমার উপর বিশ্বাস কর।”

শিষ্যেরা কি বুঝেছিল যখন প্রভু যীশু তাদের বলেছলেন যে লাসার ঘুমিয়ে পরেছে?

তারা ভেবেছিল যে সে কেবল ঘুমিয়ে পরেছে আর সে ভালো হয়ে যাবে।

প্রভু যীশু স্পষ্টভাবে শিষ্যদেরকে লাসারের বিষয়ে কি বলেছিলেন?

প্রভু যীশু বলেছিলেন যে লাসার মারা গিয়েছে।

প্রভু যীশু কেন আনন্দিত ছিলেন যে লাসারের মৃত্যুর সময় তিনি সেখানে ছিলেন না?

কারণ এমন কিছু ঘটতে চলেছিল যা শিষ্যদের তার উপরের বিশ্বাসটিকে আরও দৃঢ় করাবে।

37:04

যখন যীশু লাসারের এলাকায় পৌছালেন, তখন লাসার চারদিন হয়েছে মারা গিয়েছে। মার্থা বেরিয়ে এলেন তার সাথে দেখা করার জন্য আর বললেন, “প্রভু, যদি আপনি এখানে হতেন, তবে আমার ভাই মরত না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে আপনি ঈশ্বরের কাছে যা চাইবেন তিনি তা আপনাকে দেবেন।”

মার্থা কি বিশ্বাস করেছিলেন যে প্রভু যীশু লাসারকে সুস্থ করতে পারতেন?

হ্যাঁ, তিনি বিশ্বাস করেছিলেন।

লাসারের মরে যাওয়ার পর এখন কত সময় হয়েছিল?

তিনি চারদিন হয়েছিল মারা গিয়েছিলেন।

37:05

যীশু উত্তর দিলেন, “আমিই পুনুরুত্থান ও জীবন। যে কেউ আমার উপর বিশ্বাস করবে সে যদি সে মারা গিয়েও থাকে তবুও বাঁচবে। প্রত্যেকে যারা আমার উপর বিশ্বাস করে সে কখনও মরবে না। তুমি কি তা বিশ্বাস কর?” মার্থা উত্তর দিলেন, “হ্যাঁ, প্রভু! আমি বিশ্বাস করি যে আপনি খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র।”

বিশ্বাসীদের সাথে কি হবে যেহেতু প্রভু যীশুই জীবন আর পুনরুত্থান?

যে কেউ তার উপর বিশ্বাস করে সে বাঁচবে, যদিও সে মারা গিয়ে থাকে আর যে কেউ তার উপর বিশ্বাস করবে সে কখনও মরবে না।

মার্থা প্রভু যীশুকে কিরূপ বিশ্বাস করতেন?

তিনি তাকে খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্ররূপে বিশ্বাস করতেন।

37:06

তারপর মরিয়ম এলেন। তিনি যীশুর পায়ে পড়লেন আর বললেন, “প্রভু, যদি আপনি এখানে থতেন তবে, আমার ভাই মরত না।” যীশু তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমরা লাসারকে কোথায় রেখেছ?” তারা বললেন, “কবরে। আসুন আর দেখুন।” তারপর যীশু কাঁদলেন।

37:07

কবরটি একটি গুহার মত ছিল যার প্রবেশ পথে পাথরের ঢাকনা ছিল। যখন যীশু কবরে পৌছালেন, তিনি তাদের বললেন, পাথরের ঢাকনাটি সরিয়ে দাও।” কিন্তু মার্থা বললেন, “সে যে চারদিনের কবর প্রাপ্ত। সেটিতে যে দুর্গন্ধ হয়েছে।”

লাসারের মরে যাওয়ার পর এখন কত সময় হয়েছিল?

তিনি চারদিন হয়েছিল মারা গিয়েছিলেন।

37:08

যীশু উত্তর দিলেন, “আমি কি তোমাদের বলি নি যে তোমরা ঈশ্বরের মহিমা দেখবে যদি তোমরা আমার উপর বিশ্বাস কর?” তাই তারা পাথরটিকে সরিয়ে দিল।

37:09

তারপর যীশু স্বর্গের দিকে তাকালেন আর বললেন, “হে পিতা, ধন্যবাদ আমাকে শোনার জন্য। আমি জানি যে আপনি আমায় সবসময়ই শোনেন, কিন্তু আমি এই সকল লোকেদের জন্য বলছি, যেন তারা বিশ্বাস করে যে আপনি আমায় পাঠিয়েছেন।” তারপর যীশু জোরে বলে উঠলেন, “লাসার, কবর থেকে বেরিয়ে এসো!”

কেন প্রভু যীশু উচ্চ স্বরে পিতাকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন?

তিনি এমনটি করেছিলেন যেন লোকেরা বিশ্বাস করে যে পিতা তাকে পাঠিয়েছেন।

প্রভু যীশু লাসারকে কি আজ্ঞা দিয়েছিলেন?

তিনি লাসারকে কবর থেকে বেরিয়ে আসতে বলেছিলেন!

37:10

তাই লাসার জীবিত হয়ে বেরিয়ে এলো! সে এখনো কবরের কাপড়ে জড়ানো ছিল। যীশু তাদের বললেন, “সেই কাপড় খুলতে তাকে সাহায্য কর আর তাকে মুক্ত কর!” বহু ইহুদিরা যীশুর এই চমৎকারের জন্য তার উপর বিশ্বাস করল।

37:11

কিন্তু ইহুদি ধর্মিক নেতারা বা গুরুরা হিংসা করল, তাই তারা একত্র হয়ে যোজনা করল যীশু ও লাসারকে হত্যা করার।

ইহুদিদের ধার্মিক নেতারা সেই চমৎকার দেখার পর কেমন প্রতিক্রিয়া করেছিল?

তাদের হিংসে হয়েছিল ও তারা প্রভু যীশু ও লাসার দুজনকেই হত্যা করতে পরিকল্পনা করেছিল।

যীশুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়

38:01

প্রত্যেক বছর, ইহুদিরা নিস্তারপর্ব পালন করে।শতাব্দী পূর্বে ঈশ্বর তাদের পূর্বপুরুষদের মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন এটা হল সেই উৎসব। প্রায় তিন বছর হল যীশু তার প্রচার ও শিক্ষা কার্য আরম্ভ করেছেন, যীশু তার শিষ্যদের বললেন যে তিনি যেরুশালেমে তাদের সাথে এই নিস্তারপর্ব পালন করতে চান, আর বললেন যে তাকে সেখানে হত্যা করা হবে।

নিস্তারপর্ব কি যা ইহুদিরা প্রতি বছর পালন করত?

এর অর্থ হল যে ঈশ্বর ইহুদি প্রাচীনদের মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন।

38:02

যীশুর একজন শিষ্যের নাম ছিল যিহুদা। প্রেরিতদের টাকার থলি রাখার দায়িত্বে যিহুদা ছিল, কিন্তু তার টাকাপয়সার প্রতি লোভ ছিল আর সে থলির থেকে প্রায়ই চুরি করত। যীশু আর শিষ্যদের যেরুশালেমে পৌছাবার পর, যিহুদা ইহুদি নেতাদের কাছে গেল আর টাকার পরিবর্তে যীশুর সাথে প্রতারণা করার প্রস্তাব দিল।সে জানত যে ইহুদি নেতারা যীশুকে খ্রীষ্ট মানত না আর তারা যীশুকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে।

যিহুদা প্রভু যীশুকে প্রতারণা করার জন্য ধার্মিক নেতাদের কাছে কি চাহিদা করেছিল?

তাকে এই কার্যের পরিবর্তে টাকা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল।

38:03

ইহুদি নেতারা, যারা মহাযাজকের দ্বারা প্ররোচিত হয়েছিল, তারা যীশুকে প্রতারণা করার জন্য যিহুদাকে তিরিশটি রুপার মুদ্রা দিল। এসব ঘটল যেমনটি ভাববাদীরা বলেছিল।যিহুদা রাজি হল, মুদ্রা গুলো নিল আর চলে গেল।সে সুযোগ খুঁজতে থাকলো যীশুকে তাদের কাছে ধরিয়ে দিতে।

যিহুদি নেতারা প্রভু যীশুকে প্রতারণা করার জন্য যিহুদাকে কত টাকা দিয়েছিল?

তারা তাকে ৩০টি রুপার মুদ্রা দিয়েছিল।

38:04

যেরুশালেমে, যীশু নিস্তারপর্ব তার শিষ্যদের সাথে পালন করলেন। নিস্তারপর্বের ভোজের সময়, যীশু কিছু রুটি নিলেন আর তা ভাঙ্গলেন।তিনি বললেন, “এটি নাও ও তা খাও।এ হল আমার শরীর, যা তোমাদের জন্য দেওয়া হয়েছে।এমনটি কর আমাকে স্মরণ করার জন্য।”এই ভাবে, যীশু বললেন যে তার শরীর তাদের জন্য বলি করা হবে।

নিস্তার পর্বের সময়ে রুটির বিষয়ে প্রভু যীশু কি বলেছিলেন?

তিনি বলেছিলেন, “এটি হল আমার দেহ, যা তোমাদের দেওয়া হয়েছে।”

38:05

তারপর যীশু একটি কাপ তুললেন আর বললেন, “এটির থেকে পান কর।এটি হল আমার রক্ত নতুন নিয়মের যা তোমাদের পাপের জন্য ঢালা হয়েছে। প্রতিবার তোমরা এর থেকে পান করে আমাকে স্মরণ কর।”

পানপাত্রের বিষয়ে প্রভু যীশু কি বলেছিলেন?

তিনি বলেছিলেন, “নতুন নিয়মের জন্য এটি হল আমার রক্ত যা পাপের ক্ষমার জন্য ঢালা হয়েছে।”

38:06

তারপর যীশু তার শিষ্যদের বললেন, “তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে প্রতারণা করবে।”শিষ্যরা অবাক হল, আর জিজ্ঞেসা করল কে এমন করবে।যীশু বললেন, “যে ব্যক্তিকে আমি এই রুটি দিব সেই হল আমার প্রতারক।” তারপর তিনি সেই রুটি যিহুদাকে দিলেন।

যিহুদার সাথে কি হয়েছিল যখন সে প্রভু যীশুর কাছ থেকে রুটি গ্রহণ করেছিল?

শয়তান তার ভিতরে প্রবেশ করেছিল।

38:07

যিহুদা রুটি নেওয়ার পর, শয়তান তার ভিতর প্রবেশ করল।যিহুদা চলে গেল আর ইহুদি নেতাদের সাহায্য করল যীশুকে ধরতে।এটি ছিল রাতের বেলা।

যিহুদার সাথে কি হয়েছিল যখন সে প্রভু যীশুর কাছ থেকে রুটি গ্রহণ করেছিল?

শয়তান তার ভিতরে প্রবেশ করেছিল।

38:08

খাবারের পর, যীশু ও তার শিষ্যেরা জৈতুন পর্বতের দিকে গেলেন।যীশু বললেন, “তোমরা সকলে আজ রাতে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে।এ লেখা রয়েছে, ‘“আমি মেষপালককে আঘাত করব আর সকল মেষরা ছিন্নভিন্ন হবে।”’

প্রভু যীশু তার শিষ্যদের সাথে সেই রাতে কি ঘটবে বলেছিলেন?

তিনি বলেছিলেন যে তারা সকলে তাকে ছেড়ে দেবে।

38:09

পিতর বললেন, “যদিও সকলে ছেড়ে পালাবে কিন্তু আমি তা করবই না!”তারপর যীশু পিতরকে বললেন, “শয়তান তোমাদের সকলকে চায়, কিন্তু আমি তোমাদের জন্য প্রার্থনা করেছি, পিতর, যেন তোমার বিশ্বাস শেষ না হয়।যদিও, আজ রাতে, মোরগ ডাকবার পূর্বেই, তুমি তিনবার অস্বীকার করবে যে তুমি আমায় জানো না।

প্রভু যীশু কি বলেছিলেন যে পিতর মোরগ ডাকার পূর্বে কি করবেন?

তিনি বলেছিলেন যে পিতর প্রভু যীশুকে চিনতে তিনবার অস্বীকার করবেন।

38:10

পিতর তারপর যীশুকে বললেন, “আমি মরে গেলেও, আপনাকে আমি অস্বীকার করব না!”অন্য সকল শিষ্যেরাও তেমনটাই বলল।

প্রভু যীশুর শিষ্যদের সম্মন্ধে বলা সেই ভাববাণীটির প্রতি তারা কেমন প্রতিক্রিয়া করেছিল?

তারা বলেছিল যে অস্বীকার করার চেয়ে তারা বরং মরে যাবে।

38:11

তারপর যীশু তার শিষ্যদের সাথে গেৎশিমানী নামক এক জায়গায় গেলেন। যীশু তার শিষ্যদের প্রার্থনা করতে বললেন যেন তারা প্রলোভনে না পরে। তারপর যীশু একা প্রার্থনা করতে গেলেন।

38:12

যীশু তিনবার প্রার্থনা করলেন, “হে আমার পিতা, যদি সম্ভব হয়, তবে অনুগ্রহ করে আমাকে এই কষ্টের কাপ থেকে পান করতে দেবেন না।কিন্তু লোকেদের পাপ থেকে উদ্ধারের যদি অন্য কোনো পথ যদি না থেকে থাকে, তবে আপনারই ইচ্ছে পূর্ণ হোক।”যীশু খুবিই কষ্টে ছিলেন আর তার ঘাম রক্তের ফোঁটার মত ঝরছিল।ঈশ্বর এক দূতকে পাঠিয়েছিলেন তাকে সাহস দিতে।

গেৎশিমানী নামক জায়গায় প্রভু যীশু পিতার কাছে কি প্রার্থনা করেছিলেন?

তিনি তার পিতার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যেন যন্ত্রণার সেই কাপ থেকে যেন তাকে না পান করতে দেওয়া হয়, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছাই যেন পূর্ণ হয় যদি লোকেদের পাপের ক্ষমার জন্য অন্য কোনো উপায় না থাকে।

38:13

প্রত্যেকবার প্রার্থনার পর, যীশু তার শিষ্যদের কাছে ফিরে আসতেন, কিন্তু তারা প্রতি বার ঘুমিয়ে পরত। যখন তিনি তৃতীয়বার ফিরে এলেন, যীশু বললেন, “উঠ!আমার প্রতারক এখানে এসেছে।”

শিষ্যরা কি করছিল যখন প্রভু যীশু প্রার্থনা করছিলেন?

তারা ঘুমাচ্ছিল।

38:14

যিহুদা ইহুদি নেতাদের, সৈন্যদের আর এক বিরাট ভিড়ের সাথে এলো। তারা তলোয়ার আর হাতিয়ার সঙ্গে এনেছিল।যিহুদা যীশুর কাছে এলো আর বলল, “মঙ্গলবাদ হে গুরু,” আর তাকে চুম্বন করলো।এটি ছিল সংকেত ইহুদি নেতাদের জন্য যে কাকে ধরতে হবে।তখন যীশু বললেন, “জিহুদা, চুম্বন দিয়ে তুমি আমায় বিশ্বাসঘাতকতা করলে?”

কিভাবে সৈন্যরা জানতে পেরেছিল যে কে যীশু?

যিহুদা প্রভু যীশুকে চুম্বন করার চিহ্ন দ্বারা তাকে গ্রেফতার করিয়েছিল।

38:15

যখন সৈন্যরা যীশুকে ধরল, তখন পিতর তার তলোয়ার বের করল আর মহাযাজকের এক চাকরের কান কেঁটে দিল।যীশু বললেন, “তলোয়ার দুরে রাখো!আমি আমার পিতার কাছে স্বর্গদূতেদের সৈন্য চাইতে পারি আমার রক্ষার্থে।কিন্তু আমাকে যে আমার পিতার আজ্ঞা পালন করতে হবে।”তারপর যীশু চাকরটির কান পুনরায় জুড়ে দেন।যীশুর গ্রেফতারের পর, সকল শিষ্যরা পালিয়ে গেল।

প্রভু যীশুকে রক্ষা করার জন্য পিতর কি করেছিলেন?

তিনি একটি তলোয়ার বের করেছিলেন আর মহা যাজকের একটি সৈন্যের কান কেটে দিয়েছিলেন।

কেন প্রভু যীশু বলেছিলেন যে তাকে রক্ষা করার জন্য তার পিতরের প্রয়োজন নেই?

কারণ প্রভু যীশু তার আত্মরক্ষার জন্য পিতাকে স্বর্গদূতের বাহিনী চাইতে পারেন।

প্রভু যীশুর গ্রেফতার হওয়ার পর শিষ্যরা কি করেছিল?

তারা সকলে পালিয়ে গিয়েছিল।

যীশুকে যাঁচাই করা হয়

39:01

এ ছিল মধ্যরাত। সৈন্যরা যীশুকে মহাযাজকের ঘরে নিয়ে গেল যেন মহাযাজক তাকে প্রশ্ন করতে পারেন।পিতর দুরে থেকে তাদের পিছন নিল। যখন যীশুকে ঘরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হল, তখন পিতর বাইরেই থাকলো আর আগুনের পাশে বসে নিজেকে গরম করছিলেন।

তখন সময় কি হয়েছিল যে সময়ে ইহুদি নেতারা প্রভু যীশুকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল?

তখন মধ্য রাত্রি হয়েছিল।

39:02

ঘরের মধ্যে, ইহুদি নেতারা যীশুর বিচার করছিলেন।তারা বহু মিথ্যেবাদী সাক্ষী যোগার করেছিল যারা তার সম্বন্ধে মিথ্যে অপবাদ দিল।যাইহোক, তাদের বলা কথা গুলো একেঅপরের সাথে মিল খায়নি, তাই ইহুদি নেতারা তাকে দোষী প্রমান করতে পারল না।যীশু কিছুই বললেন না।

কেন ইহুদি নেতারা প্রভু যীশুকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারেনি?

মিথ্যে সাক্ষীদের সাক্ষ্য একেঅপরের সাথে মেল খাচ্ছিল না।

39:03

অন্তিমে, মহাযাজক যীশুর দিকে সরাসরি দেখলেন আর বললেন, “আমাদের বল, তুমিই কি খ্রীষ্ট, জীবিত ঈশ্বরের পুত্র?”

কোন প্রশ্ন অবশেষে মহাযাজক জিজ্ঞাসা করেছিলেন?

“আমাদের বল, তুমিই কি খ্রীষ্ট, জীবিত ঈশ্বরের পুত্র?”

39:04

যীশু বললেন, “আমিই সে, আর তোমরা আমাকে ঈশ্বরের সাথে বসে থাকতে আর স্বর্গ থেকে আসতে দেখবে।” মহাযাজক রেগে নিজের কাপড় ছিড়লেন আর অন্য ধার্মিক নেতাদের চিৎকার করে বললেন, “আমাদের আর কোনো সাক্ষীর প্রয়োজন নেই!তোমরা সকলে শুনেছ তাকে বলতে যে সে হল ঈশ্বরের পুত্র।তোমাদের বিচার কি?”

প্রভু যীশু মহাযাজককে কি উত্তর দিয়েছিলেন?

“আমি সেই, আর তোমরা আমাকে ঈশ্বরের সাথে বসতে দেখবে আর স্বর্গ থেকে নামতে দেখবে।”

মহাযাজক কোন দোষে প্রভু যীশুকে দোষী করেছিলেন?

তিনি বলেছিলেন যে যীশু নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলেছিল।

39:05

ইহুদি নেতা সকল মহাযাজককে উত্তর দিল, “সে মৃত্যুর যোগ্য!”তারপর তারা যীশুর চোখ বেঁধে দিল, তাকে আঘাত করল, তার উপর থুথু ফেলল আর তার ঠাট্টা করল।

39:06

পিতর যখন ঘরের বাইরে অপেক্ষা করছিল, তখন একটি চাকর মেয়ে তাকে দেখল আর তাকে বলল, “তুমিও তো যীশুর সাথে ছিলে!”পিতর অস্বীকার করলেন।পরে, আর একটি মেয়ে একই কথা বলল, আর পিতর আবার তা অস্বীকার করলেন।অন্তিমে, লোকেরা বলল, “আমরা জানি যে তুমি যীশুর সাথে ছিলে কেননা তোমরা দুজনেই গালীল প্রদেশের।”

প্রভু যীশুর বিচারের সময়ে পিতর কোথায় ছিলেন?

পিতর মহাযাজকের গৃহের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন।

কেন লোকেরা ভেবেছিল যে পিতর যীশুর সাথে ছিলেন?

কারণ পিতর ও প্রভু যীশু দুজনেই গালীল প্রদেশের নাগরিক ছিলেন।

39:07

তখন পিতর ভূমিতে বসে পড়লেন আর বললেন, “ঈশ্বর আমাকে অভিশপ্ত করুক যদি আমি সেই লোকটিকে চিনে থাকি!” তক্ষনাৎ, একটি মোরগ ডেকে উঠল, আর যীশু ঘুরে দাড়ালেন আর পিতরের দিকে তাকালেন।

পিতর কি উত্তর দিয়েছিলেন যখন লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি যীশুর সাথে ছিলেন?

পিতর তিনবার অস্বীকার করেছিলেন যে তিনি প্রভু যীশুকে জানেন।

কি হয়েছিল যখন পিতর যীশুকে চিনতে অস্বীকার করেছিলেন?

একটি মোরগ ডেকে উঠেছিল আর প্রভু যীশু পিতরের দিকে তাকিয়েছিলেন।

39:08

পিতর দুরে চলে গেলেন আর খুব কাঁদলেন।সে সময়ই, প্রতারক যিহুদা, দেখল যে ইহুদি নেতারা যীশুর মৃত্যুর আদেশ দিয়েছে। যিহুদা দুঃখিত হল আর দুরে চলে গেল আর নিজেকে মেরে ফেলল।

যিহুদা কি করেছিলেন যখন তিনি দেখেছিলেন যে ইহুদি নেতারা প্রভু যীশুকে দোষ দিয়েছিল?

যিহুদা অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন আর সেখান থেকে চলে গিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন।

39:09

আগামী দিনের খুব ভোরে, ইহুদি নেতারা যীশুকে রোমান রাজ্যপাল, পীলাতের কাছে নিয়ে এলো। তারা আশা করেছিল যে পীলাত যীশুকে দোষী সাব্যস্ত করবে আর তাকে মৃত্যু দন্ড দেবেন।পীলাত যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি কি ইহুদিদের রাজা?”

কেন ইহুদি নেতারা প্রভু যীশুকে রোমান রাজ্যপাল পীলাতের কাছে নিয়ে গিয়েছিল?

তারা আশা করেছিল যে পীলাত প্রভু যীশুকে দোষী করবেন আর তাকে মৃত্যু দণ্ড দেবেন।

পীলাত প্রভু যীশুকে প্রথমে কি প্রশ্ন করেছিলেন?

“আপনি কি ইহুদিদের রাজা?”

39:10

যীশু উত্তর দিলেন, “আপনিই বললেন, কিন্তু আমার রাজ্য পৃথিবীর সাম্রাজ্যের মত নয়। যদি তেমন হত, তাহলে আমার চাকরেরা আমার হয়ে লড়ত। আমি পৃথিবীতে ঈশ্বরের সত্য প্রকাশ করতে এসেছি।প্রত্যেকে যারা সত্যকে ভালবাসে সে আমার কথা শুনবে।পীলাত প্রশ্ন করলেন, “সত্য কি?”

প্রভু যীশু তার পৃথিবীতে আসার কারণ কি বলেছিলেন?

তিনি বলেছিলেন যে তিনি ঈশ্বরের বিষয়ে সত্য বলতে এসেছিলেন।

39:11

যীশুর সাথে কথা বলার পর, পীলাত ভিড়ের কাছে গেলেন আর বললেন, “আমি এই ব্যক্তির মধ্যে কোনও দোষ পাইনি।”কিন্তু যিহুদি নেতারা আর লোকের ভিড় চিৎকার করল, “ওকে ক্রুশে দাও!”পীলাত উত্তর দিলেন, “কিন্তু ও যে নির্দোষ।”কিন্তু তারা আরও জোরে চিৎকার করল।তারপর পীলাত তৃতীয়বার বললেন, “ও নির্দোষ!”

কতবার পীলাত ভিড়ের লোকেদের বলেছিলেন যে প্রভু যীশু নির্দোষ?

তিনবার বলেছিলেন।

39:12

পীলাত ভয় পেলেন যে লোকের ভিড় কোনো বিদ্রোহ না করে বসে, তাই তিনি তার সৈন্যদের যীশুকে ক্রুশে দিতে বললেন।রোমান সৈন্যরা যীশুকে চাবুক মারল আর তাকে একটি রাজকীয় পোশাক আর কাটার তৈরী একটি মুকুট পরাল।তারপর তারা এই বলে তার ঠাট্টা করল, “দেখো, ইহুদের রাজাকে!”

কেন তাহলে পীলাত প্রভু যীশুকে ক্রুশে দিতে অনুমতি দিয়েছিলেন?

পীলাত লোকেরা যেন বিদ্রোহ না করে বসে তার আশংকায় ভয়ভীত হয়েছিলেন।

রোমান সৈন্যরা যীশুর সাথে কেমন ব্যবহার করেছিল?

তারা প্রভু যীশুকে বেঁধেছিল, তার উপর একটি রাজকীয় বস্ত্র রেখেছিল আর মাথায় একটি কাঁটার মুকুট পরিয়ে দিয়েছিল আর তার উপহাস করেছিল।

যীশুকে ক্রুশে চড়ানো হয়

40:01

সৈন্যরা যীশুকে ঠাট্টা করার পর, তারা তাকে ক্রুশে চড়ানোর জন্য নিয়ে গেল।তারা তাকে ক্রুশ বহন করতে বাধ্য করল যার উপর তাকে মরতে হবে।

যখন সৈন্যরা প্রভু যীশুকে ক্রুশে চড়ানোর জন্য নিয়ে যাচ্ছিল তখন তারা তাকে কি বহন করিয়েছিল?

তারা তাকে কাঠের ক্রুশ বহন করিয়েছিল যার উপর তাকে মারা হয়েছিল।

40:02

সৈন্যরা তাকে “মাথার খুলি” নামক এক জায়গায় নিয়ে এলো আর কাঠের ক্রুশের সাথে তার পায়ে ও হাতে পেরেক মারল। কিন্তু যীশু বললেন, “হে পিতা, এদের ক্ষমা কর, কেননা এরা জানে না যে এরা কি করছে।”পীলাত আদেশ দিলেন যেন একটি চিহ্নে তারা যেন লেখে, “ইহুদিদের রাজা” আর তা যীশুর মাথার উপর ক্রুশে টাঙ্গিয়ে দেয়।

সেই জায়গার নাম কি ছিল যেখানে প্রভু যীশুকে তারা ক্রুশে চড়িয়ে ছিল?

মাথার খুলি।

কিভাবে সৈন্যরা প্রভু যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করেছিল?

তারা তার হাতে ও পায়ে ক্রুশ কাঠের সাথে পেরেক মেরে তাকে আটকে দিয়েছিল।

সেই লোকেদের বিষয়ে প্রভু যীশু কি প্রার্থনা করেছিলেন যারা তাকে ক্রুশে বিদ্ধ করছিলেন?

“হে পিতা, এদের ক্ষমা করুন, কারণ এরা জানে না যে এরা কি করছে।”

প্রভু যীশুর মাথার উপরে ক্রুশের কাঠে কি লিখে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল?

“ইহুদির রাজা।”

40:03

সৈন্যরা যীশুর কাপড়ের জন্য জুয়া খেললো।যখন তারা তা করল, তখন একটি ভাববাণী পূর্ণ হল যেটিতে বলা হয়েছিল, “তারা আমার কাপড় নিজেদের মধ্যে ভাগ করবে, আর আমার পোশাকের জন্য জুয়া খেলবে।”

কিভাবে সৈন্যরা প্রভু যীশুর পোশাকটি ভাগ করে নিয়েছিল?

তারা তার কাপড়ের জন্য জুয়া খেলেছিল যেমনটি ভাববাণী করা হয়েছিল।

40:04

যীশুকে দুটি ডাকাতের ক্রুশের মধ্যের জায়গায় ক্রুশে চড়ানো হয়। তাদের একজন যীশুর ঠাট্টা করে, কিন্তু অন্যজন বলে, “তোমার কি কোনো ঈশ্বর ভয় নেই?আমরা দোষী, কিন্তু এই ব্যক্তি নির্দোষ।”তারপর সে যীশুকে বলল, “অনুগ্রহ করে আপনি আপনার রাজ্যে আমাকে স্মরণ করবেন।”যীশু তাকে উত্তর দিলেন, “আজই, স্বর্গে তুমি আমার সাথে যাবে।”

সেই ডাকাতটি যে প্রভু যীশুর উপহাস করেনি সে প্রভুকে কি করতে অনুরোধ করেছিল?

সে প্রভুকে অনুরোধ করেছিল যেন তিনি তার রাজ্যে তাকে স্মরণ করেন।

সেই ডাকাতটির অনুরোধে প্রভু যীশু কি বলেছিলেন?

“আজ, তুমি আমার সাথে স্বর্গলোকে যাবে।”

40:05

ইহুদি নেতারা আর ভিড়ের অন্য লোকেরা যীশুর ঠাট্টা করল। তারা তাকে বলল, “যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্র হও, ক্রুশ থেকে নিচে নেমে এসো আর নিজেকে বাঁচাও!তাহলেই আমরা তোমার উপর বিশ্বাস করব।”

ভিড় প্রভু যীশুর কাছে কোন চিহ্ন চেয়েছিল যা তাকে প্রমান করবে যে তিনি ঈশ্বর পুত্র?

তারা তাকে ক্রুশ থেকে নেমে আসতে বলেছিল ও নিজেকে রক্ষা করতে বলেছিল।

40:06

তারপর সেই এলাকার আকাশ সম্পূর্ণ অন্ধকার হলে গেল, যদিও তখন দুপুরই ছিল।দুপুর থেকে সন্ধার বেলা ৩টে পর্যন্ত অন্ধকার থাকল।

দিনের মধ্য-বেলায় আকাশে কি অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল?

তখন থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত আকাশ সম্পূর্ণ ভাবে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল।

40:07

তারপর যীশু বলে উঠলেন, “এসব শেষ হল!হে পিতা, আমি আমার আত্মা তোমার হাতে সমর্পণ করছি।”তারপর তিনি তার মাথা নামালেন আর তার আত্মা ছেড়ে দিলেন।যখন তিনি মারা গেলেন, তখন সেখানে ভূমিকম্প হয় আর মন্দিরের সেই বিরাট পর্দা যা ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে লোকেদের আলাদা করত দুভাগে ছিড়ে গেল, উপর থেকে নিচ পর্যন্ত।

ক্রুশ থেকে প্রভু যীশু শেষ কি বলে চিৎকার করেছিলেন?

“এখন সমাপ্ত হল!হে পিতা, আমি আপনার হাতে আমার আত্মা অর্পণ করছি।”

যীশুর মৃত্যুর সাথে সাথে কি চমৎকারের ঘটনা ঘটেছিল?

একটি তীব্র ভূমিকম্প হয়েছিল ও মন্দিরের পর্দা দুভাগে বিভক্ত হয়েছিল।

40:08

তার মৃত্যুর দ্বারা, যীশু লোকেদের ঈশ্বরের কাছে আসার একটি পথ খুলে দিলেন। যখন যীশুর পাহারায় দাড়ানো সৈন্যটি যা কিছু ঘটল তা দেখল, সে বলল, “নিশ্চই, এ ব্যক্তি নির্দোষ ছিল।তিনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।”

প্রভু যীশু তার মৃত্যুর মাধ্যমে কি অর্জন করেছিলেন?

প্রভু যীশু লোকেদের জন্য ঈশ্বরের কাছে আসার একটি পথ খুলে দিয়েছিলেন।

40:09

তখন দুটি ইহুদি নেতা যোষেফ আর নীকদীম, যারা বিশ্বাস করতেন যে যীশু হলেন খ্রীষ্ট, তারা পীলাতের কাছে যীশুর মৃত দেহ চাইলেন। তারা তার দেহ কাপড়ে জড়ালেন আর পাথর কেটে বানানো এক কবরে তাকে রাখলেন।তারপর তারা এক বিরাট পাথর দিয়ে কবরের প্রবেশ দুয়ার বন্ধ করে দিল।

কে প্রভু যীশুর দেহ পীলাতের কাছে চেয়েছিলেন?

যোষেফ ও নীকদীম প্রভু যীশুর দেহ চেয়েছিলেন।

তারা সেই মৃত দেহর সাথে কি করেছিল?

তারা সেটিকে একটি কাপড়ে জড়িয়েছিল আর তা একটি পাথরে খোঁদাই করা কবরে রেখেছিল আর তারপর পাথর দিয়ে কবরের প্রবেশ দুয়ার বন্ধ করে দিয়েছিল।

ঈশ্বর যীশুকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেন

41:01

যীশুকে সৈন্যরা ক্রুশে চড়ানোর পর, অবিশ্বাসী ইহুদিরা পীলাতকে বলল, “মিথ্যেবাদী যীশু বলেছিল, সে তিনদিন পর মৃত্যু থেকে জীবিত হবে।কাউকে নিশ্চই কবরে পাহারা দিতে হবে যেন তার শিষ্যরা তার দেহকে চরি না করে নিয়ে যায় আর তারপর বলবে যে সে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছে।

প্রভু যীশু তার মৃত্যুর তিনদিন পর কি ঘটবে বলেছিলেন?

তিনি বলেছিলেন যে তিনি মৃতদের মধ্যে থেকে পুনরুত্থিত হবেন।

ইহুদি নেতারা তার পুনরুত্থানের বিষয়ে কি চিন্তা করেছিল?

তারা ভেবেছিল যে প্রভু যীশু একজন মিথ্যুক।

ধার্মিক নেতারা কি বিষয়ে সন্দেহ করেছিল যে তার শিষ্যরা কি করতে পারে?

তারা ভেবেছিল যে শিষ্যরা তার শরীর চুরি করবে আর দাবি করবে যে যীশু মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছে।

41:02

পীলাত বলল, “কিছু সৈন্যদের নাও আর কবরে পাহারা দাও।”তাই তারা কবরের মুখের পাথরের উপর মোহর লাগলো আর যেন দেহ চুরি না হয় তাই সৈন্যদের পাহারা বসালো।

ইহুদি নেতারা প্রভু যীশুর কবর সুরক্ষিত রাখার জন্য কি করেছিল?

তারা কবরটিকে পাহারা দেওয়ার জন্য সৈন্য রেখেছিল আর পাথরের উপর মুদ্রাঙ্কিত করেছিল।

41:03

যেদিন যীশুর শরীর কবর দেওয়া হল তার আগামী দিন ছিল বিশ্রামবার, আর ইহুদিদের সে দিন কবরে যাওয়া মানা ছিল।তাই বিশ্রামবারের পর দিন খুব সকালে, কিছু মহিলারা যীশুর দেহে আরো কিছু ঔষধি লাগানোর জন্য যীশুর কবরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন।

মহিলারা কবরে কখন গিয়েছিল?

তারা বিশ্রামবারে খুব ভোরে সেখানে গিয়েছিল।

41:04

হঠাৎ, সেখানে এক ভয়ংকর ভূমিকম্প হল।এক উজ্জল জ্যোতির ন্যায় স্বর্গ থেকে এক স্বর্গদূত আবির্ভাব হলেন। তিনি পাথরটিকে সরিয়ে দিলেন যা কবরের মুখে রাখা ছিল আর তার উপর বসলেন। যে সৈন্যরা কবরের পাহারা দিচ্ছিল তারা ভয় পেল আর মরার মত হয়ে মাটিতে পরে গেল।

কবরে মহিলারা পৌঁছাবার পূর্বে কোন অদ্ভুত কার্য সেখানে ঘটেছিল?

সেখানে একটি ভূমিকম্প হয়েছিল আর একটি স্বর্গদূত আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনি কবরের পাথরটিকে খুলে দিয়েছিলেন, আর তিনি সেই পাথরটির উপর বসেছিলেন?

সেই সৈন্যরা কি করেছিল যখন তারা সেই স্বর্গদূতটিকে দেখেছিল?

তারা অত্যন্ত ভয় পেয়েছিল আর ভূমিতে মরার মত হয়ে পরে গিয়েছিল।

41:05

যখন মহিলারা কবরের স্থানে এলো, স্বর্গদূত তাদের বললেন, “ভয় পেও না।”যীশু এখানে নেই।তিনি মৃতদের মধ্যে থেকে উঠেছেন, যেমনটি তিনি বলেছিলেন।কবরের ভিতরে গিয়ে দেখো।”মহিলারা ভিতরে গিয়ে দেখল আর যেখানে যীশুর দেহ রাখা ছিল সেখানে দেখল।তার শরীর সেখানে ছিল না!

সেই স্বর্গদূতটি মহিলাদেরকে যারা কবরে এসেছিল তাদের কি বলেছিলেন?

ভয় পেও না।প্রভু যীশু মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন।কবরের ভিতরে যাও ও দেখো।

41:06

তারপর স্বর্গদূত মহিলাদের বললেন, “যাও আর তার শিষ্যদের গিয়ে বল, ‘যীশু মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন আর তোমাদের আগে তিনি গালীল প্রদেশে যাবেন।”’

স্বর্গদূতটি মহিলাদেরকে শিষ্যদের কি বলতে বলেছিলেন?

তিনি তাদের বলেছিলেন যে শিষ্যদেরকে গিয়ে বলতে যে প্রভু যীশু মৃতদের মধ্যে থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন, আর তিনি তাদের পূর্বেই গালীল প্রদেশে যাবেন।

41:07

মহিলারা খুব ভয় পেল আর আনন্দিতও হল।তারা শিষ্যদের সুখবর দিতে দৌড়ালো।

41:08

যখন তারা শিষ্যদের সুসমাচার শুনাতে দৌড়ালো, তখন যীশু তাদের কাছে আভির্ভূত হন আর তারা তার আরাধনা করেন। যীশু বললেন, “ভয় পেও না।যাও আর আমার শিষ্যদের গালীল প্রদেশে যেতে বল।তারা সেখানে আমার দেখা পাবে।”

যখন মহিলারা তাদের পথে ফিরে যাচ্ছিল তখন তাদের কাছে কে আবির্ভূত হয়েছিলেন?

প্রভু যীশু তাদের কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

সেই মহিলারা কি করেছিল যখন তারা প্রভু যীশুকে দেখতে পেয়েছিল?

তারা তার আরাধনা করেছিল।

যীশু স্বর্গে আরোহন করেন

42:01

যীশুর মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার সেই দিনে, দুজন শিষ্যেরা কাছের এক নগরে যাচ্ছিল।যখন তারা হাঁটছিল, তারা একেঅপরের সাথে কথা বলছিল যে যীশুর সাথে কি কি ঘটেছে।তারা আশা করেছিল যে তিনিই খ্রীষ্ট, কিন্তু তাকে যে হত্যা করা হয়েছে।এখন সেই মহিলারা বলছে যে তিনি জীবিত হয়েছেন।তারা জানত না যে কি বিশ্বাস করবে।

সেই দুজন শিষ্যেরা পথে যেতে যেতে কি বিষয়ে কথা বলছিল?

তারা প্রভু যীশুর সাথে কি কি ঘটেছিল সে বিষয়ে কথা বলছিল।

42:02

যীশু তাদের কাছে গেলেন আর তাদের সাথে সাথে হাঁটা শুরু করলেন, কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারল না।তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন তারা কি বিষয়ে কথা বলছে, আর তারা সকল কথা যা কিছুদিন ধরে যীশুর সাথে ঘটেছে তা বলল। তারা ভাবলো যে তারা এক পথিকের সাথে কথা বলছে যে জানে না যে যেরুশালেমে কি ঘটেছে।

সেই শিষ্য দুজন প্রভু যীশুর বিষয়ে কি চিন্তা করেছিলেন যখন তিনি তাদের কাছে আবির্ভাব হয়েছিলেন?

তারা ভেবেছিল যে তিনি একজন পথিক যিনি জানেন না যে যেরুশালেমে কি ঘটেছে।

42:03

তারপর যীশু তাদের বর্ণনা দিলেন যে ঈশ্বরের বাক্য খ্রীষ্ট সম্বন্ধে কি বলে।তিনি তাদের মনে করিয়ে দেন যে ভাববাদীরা খ্রীষ্ট সম্বন্ধে বলেছে যে তাকে কষ্ট সইতে হবে আর মরতে হবে, কিন্তু তাকে তিনদিন পর জীবিত করা হবে। যখন তারা নগরে পৌছালো যেখানে সেই দুই ব্যক্তি থাকার পরিকল্পনা করেছিল, তখন একেবারে সন্ধ্যা ঘনিয়েছিল।

খ্রীষ্টের সাথে কি কি ঘটবে সে বিষয়ে ভাববাদীরা কি বলেছিলেন?

তারা বলেছিলেন যে খ্রীষ্টকে দুঃখ ভোগ করতে হবে আর তাকে হত্যা করা হবে, কিন্তু তিনি তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হবেন।

42:04

দুই ব্যক্তি যীশুকে তাদের সাথে থাকার অনুরোধ করল, আর তিনি তাদের অনুরোধ রাখলেন।যখন তারা রাতের খাবার খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল, যীশু একটি রুটি নিলেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করলেন আর তারপর তা ভাঙ্গলেন। হঠাৎ, তারা যীশুকে চিনতে পারল।কিন্তু সেই মুহূর্তে, তাদের দৃষ্টি থেকে তিনি উধাও হলেন।

প্রভু যীশু এমন কি করেছিলেন যার জন্য সেই দুই শিষ্য তাকে চিনতে পেরেছিল?

তিনি রুটি ছিঁড়েছিলেন আর ঈশ্বরের ধন্যবাদ করেছিলেন।

42:05

দুজন একেঅপরকে বলল, “তিনি যীশু ছিলেন!সেইজন্যই যখন তিনি আমাদের সাথে ঈশ্বরের বাক্য বলছিলেন আমাদের হৃদয় জ্বলছিল।তক্ষনাৎ, তারা যেরুশালেমে ফিরে গেল।যখন তারা পৌছালো, তারা শিষ্যদের বলল, “যীশু জীবিত!আমরা তাকে দেখেছি!”

প্রভু যীশুর চলে যাওয়ার পর সেই দুই শিষ্য কি করেছিল?

তারা যেরুশালেমে ফিরে গিয়েছিল আর শিষ্যদের বলেছিল যে প্রভু যীশু জীবিত হয়েছেন আর তারা তার দর্শন করেছে।

42:06

যখন শিষ্যরা কথা বলছিল, যীশু হঠাৎ ঘরের মধ্যে আভির্ভাব হলেন আর বললেন, “তোমাদের শান্তি হোক!”শিষ্যরা ভাবলো যে তিনি একটি ভূত, কিন্তু যীশু বললেন, “তোমরা ভয়ভীত কেন আর সন্দেহ কেন করছ?আমার হাত ও পা দেখো।ভূতেদের আমার মত দেহ হয় না।তিনি যে ভূত নন তা প্রমান করতে তিনি কিছু খেতে চাইলেন।তারা তাকে একটি রান্না করা মাছ দিল আর তিনি তা খেলেন।

প্রভু যীশু কিভাবে শিষ্যদের প্রমান করেছিলেন যে তিনি কোনো ভূত নন?

তিনি একটি রান্না করা মাছের টুকরো নিয়েছিলেন আর তা খেয়েছিলেন।

42:07

যীশু বললেন, “আমি তোমাদের বলেছি যে ঈশ্বরের বাক্যে যাকিছু আমার বিষয়ে লেখা আছে তা পূর্ণ হবে।তারপর তিনি তাদের বুদ্ধি খুলে দিলেন যেন তারা ঈশ্বরের বাক্য বুঝতে পারে। তিনি বললেন, “বহু আগে এ লেখা হয়েছে যে খ্রীষ্টকে দুঃখ ভোগ করতে হবে, মরতে হবে আর তৃতীয় দিনে মৃতদের মধ্যে থেকে জীবিত হয়ে উঠতে হবে।”

ঈশ্বরের বাক্য বোঝার জন্য শিষ্যদেরকে প্রভু যীশু কোন ক্ষমতা দিয়েছিল?

প্রভু যীশু তাদের বুদ্ধির দ্বার খুলে দিয়েছিলেন।

42:08

“শাস্ত্রে লেখা আছে যে আমার শিষ্যেরা সবাইকে ঘোষণা করবে যে প্রত্যেককে তাদের পাপের ক্ষমা পেতে অনুশোচনা করতে হবে। তারা যেরুশালেম থেকে তা আরম্ভ করবে, আর তারপর পৃথিবীর সকল জাতির কাছে যাবে।তোমরা এসকলের সাক্ষী।

কোন সমাচার প্রভু যীশুর শিষ্যরা ঘোষণা করত?

তারা প্রচার করত যে প্রত্যেককে তাদের পাপের জন্য অনুশোচনা করা উচিত ও পাপের ক্ষমা প্রাপ্ত করা উচিত।

কোথায় কোথায় প্রভু যীশুর শিষ্যদের এই সমাচারটিকে প্রচার করতে হত?

তাদের প্রথমে তা যেরুশালেমে প্রচার করতে হত আর তারপর তা পৃথিবীর সকল জনজাতিদের কাছে প্রচার করতে হত।

42:09

আগামী চল্লিশদিনে, যীশু তার শিষ্যদের কাছে বহুবার দেখা দেন। একবার, তিনি ৫০০জন লোকেদের সামনে একই সময়ে দেখা দেন! তিনি বিভিন্ন ভাবে তার শিষ্যদের প্রমান করেন যে তিনি জীবিত, আর তিনি তাদের ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে শিক্ষা দেন।

কত সময় পর্যন্ত প্রভু যীশু তার শিষ্যদের দেখা দিয়েছিলেন?

তিনি তাদের কাছে প্রায় ৪০ দিন পর্যন্ত দেখা দিয়েছিলেন।

প্রভু যীশু সবচাইতে কত বেশি ভিড়কে একসাথে দেখা দিয়েছিলেন?

তিনি প্রায় ৫০০জন লোকেদের সামনে একই সময়ে দেখা দিয়েছিলেন।

42:10

যীশু তার শিষ্যদের বললেন, "স্বর্গের আর পৃথিবীর সকল অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে। অতএব যাও, সকল লোকেদের পিতা, পুত্র ও প্রবিত্র আত্মার নামে বাপ্তিষ্ম দিয়ে আর তোমাদের দেওয়া আমার সকল আদেশ মানতে শিক্ষা দিয়ে শিষ্য বানাও।মনে রেখো, আমি তোমাদের সাথে সব সময় আছি।"

প্রভু যীশু তার শিষ্যদেরকে কোথায় যেতে ও কি করতে আদেশ দিয়েছিলেন?

তিনি তাদের বলেছিলেন, "সকল জাতির লোকেদের পিতা, পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তিষ্ম দেওয়ার দ্বারা আর যাকিছু আমি তোমাদের আদেশ দিয়েছি তা শেখানোর দ্বারা তাদের শিষ্য বানাও।"

42:11

মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার চল্লিশ দিন পর, তিনি তার শিষ্যদের বললেন, "যেরুশালেমে থাক যতদিন না আমার পিতা পবিত্র আত্মা তোমাদের দিয়ে শক্তি না দেন।" তারপর যীশু স্বর্গে আরোহন করলেন আর একটি মেঘ তাদের দৃষ্টি থেকে তাকে আড়াল করল।যীশু ঈশ্বরের ডান দিকে বসলেন সকল কিছুর উপর কর্তিত্ব করতে।

কেন প্রভু যীশু তার শিষ্যদের যেরুশালেমে থাকতে বলেছিলেন?

তাদের সেখানে পিতার তরফ থেকে যতক্ষণ না পবিত্র আত্মার দ্বারা শক্তি আসে ততদিন পর্যন্ত থাকতে হত।

প্রভু যীশু পুনরুত্থানের চল্লিশ দিন পরে কোথায় গিয়েছিলেন?

তিনি স্বর্গে আরোহন করেছিলেন।

প্রভু যীশু সেখানে এখন কি করছেন?

তিনি সেখানে পিতার ডান পাশে বসে সকল কিছুর উপর রাজত্ব করছেন।

চার্চের আরম্ভ

43:01

যীশুর স্বর্গে যাওয়ার পর, যীশুর আদেশ অনুসারে শিষ্যরা যেরুশালেমেই রইল।বিশ্বাসীরা নিয়ত প্রার্থনা করতে একত্র হত।

শিষ্যরা যেরুশালেমে থাকা কালীন সেখানে কি করছিল?

তারা নিরন্তর প্রার্থনা করছিল।

43:02

প্রত্যেক বছর, নিস্তার পর্বের ৫০ দিন পর, ইহুদিরা এক বিশেষ দিন পালন করত যাকে বলা হত পঞ্চাশত্তমী।পঞ্চাশত্তমীর দিন হল যখন ইহুদিরা ফসল তোলার কাজ শেষ করে উৎসব পালন করত।পৃথিবীর সকল জায়গা থেকে ইহুদিরা পঞ্চাশত্তমী পালন করতে যেরুশালেমে এসেছিল।এই বছর, পঞ্চাশত্তমীর দিন যীশুর স্বর্গে যাওয়ার প্রায় এক সপ্তাহের পর হয়।

ইহুদিরা পঞ্চাশত্তমীর পর্ব কখন পালন করত?

তারা নিস্তার পর্বের ৫০ দিন পরে এটিকে প্রতি বছর পালন করত।

পঞ্চাশত্তমীর দিনে শিষ্যদের সাথে কি হয়েছিল?

প্রচন্ড হাওয়ার একটি শব্দ হয়েছিল, আগুনের ছোট ছোট জ্বলন্ত শিখা তাদের উপর এসেছিল, আর তারা পবিত্র আত্মায় ভরে গিয়েছিল আর তারা অন্যান্য ভাষায় কথা বলা শুরু করেছিল।

43:03

যখন সকল বিশ্বাসীরা এক জায়গায় একত্র ছিল, তখন হঠাৎ যে ঘরে তারা ছিল সেটি একটি শব্দে আর বাতাসে ভরে গেল।তখন কিছু যা অগ্নি জিহ্বার মত দেখাচ্ছিল আভির্ভাব হল আর সকল বিশ্বাসীদের উপর তা পরল।তারা পবিত্র আত্মায় ভরে গেল আর তারা অন্যান্য ভাষায় কথা বলতে লাগলো।

43:04

যখন যেরুশালেমের লোকেরা সে শব্দ শুনতে পেল, তখন একদল লোকের ভিড় কি হয়েছে দেখতে এলো।যখন ভিড় ঈশ্বরের অদ্ভুত কার্য বিশ্বাসীদের ঘোষণা করতে শুনতে পেল, তখন তারা আশ্চর্য হল যে তারা সেসব তাদের নিজ জন্ম স্থানীয় ভাষায় শুনছিল।

লোকেদের ভিড় কেন আশ্চর্যবোধ করেছিল?

কারণ তারা শিষ্যদের তাদের দেশের স্থানীয় ভাষাতে কথা বলতে শুনছিল।

43:05

কিছু লোক শিষ্যদের মাতলামি করছে বলে দোষ দিল।কিন্তু পিতর উঠে দাঁড়ালেন আর তাদের বললেন, “আমার কথা শুনুন!এই লোকগুলো মাতাল নন!এটি ভাববাদী যোয়েলের ভাববাণী পূর্ণ করে যেখানে ঈশ্বর বলেছেন, ‘অন্তিম দিনে, আমি আমার আত্মা ঢালব।”’

কিছু কিছু লোকেরা শিষ্যদের এমন ভাবে কথা বলার কারণ কি বলেছিল?

তারা বলেছিল যে শিষ্যরা মাতাল হয়ে এসব করছে।

পিতর তাদের এমন ভাষায় কথা বলার কারণটি কি বলেছিলেন?

পিতর বলেছিলেন যে ঈশ্বর তাদের উপর তার পবিত্র আত্মা দিয়েছেন।

43:06

“হে ইসরাইলের লোকেরা, যীশু একজন মানুষ ছিলেন যিনি বহু অদ্ভুত চিহ্ন কার্য ঈশ্বরের শক্তিতে করেছিলেন যা আপনারা দেখেছেন ও শুনেছেন। কিন্তু তাকে আপনারা ক্রুশে দিয়েছিলেন!”

যীশুকে ক্রুশে দেওয়ার দায়ী পিতর কাকে বলেছিল?

ভিড়ের লোকেদের তিনি দায়ী করেছিলেন।

43:07

“যদিও যীশু মারা গিয়েছিলেন, কিন্তু ঈশ্বর যীশুকে জীবিত করেছেন। এটি সেই ভাববাণী পূর্ণ করে যা বলে, ‘আপনি আপনার পবিত্রজনকে কবরে পচতে দেবেন না।’আমরা এই সত্যের সাক্ষী যে ঈশ্বর যীশুকে জীবিত করেছেন।”

পিতর প্রভু যীশুর পুনরুত্থানের কারণটি কি বলেছিলেন?

তিনি বলেছিলেন যে ঈশ্বর তাকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছিলেন।

43:08

“ঈশ্বর পিতার ডান পাশে গিয়ে মহিমায় বসেছেন।আর যীশু পবিত্র আত্মা পাঠিয়েছেন যেমনটি তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।পবিত্র আত্মা এসকল করিয়েছেন যা আপনারা দেখছেন ও শুনছেন।”

শিষ্যদের অন্যান্য ভাষায় কথা বলার ক্ষমতাটির কারণ কি ছিল?

পবিত্র আত্মা তাদের সেই ক্ষমতা দিয়েছিলেন।

43:09

“আপনারা এই যীশুকে ক্রুশে দিয়েছেন।”কিন্তু নিশ্চই জানুন যে ঈশ্বর যীশুকে প্রভু ও খ্রীষ্ট বানিয়েছেন!”

যীশুকে ক্রুশে দেওয়ার দায়ী পিতর কাকে বলেছিল?

ভিড়ের লোকেদের তিনি দায়ী করেছিলেন।

সেই দুটি বিষয় কি ছিল যা পিতর বলেছিলেন যে ঈশ্বর প্রভু যীশুকে বানিয়েছিলেন?

তিনি তাকে প্রভু ও খ্রীষ্ট বনিয়েছিলেন।

43:10

লোকেরা তার কথাগুলোয় গভীর ভাবে মনকষ্ট পেল। তাই তারা পিতর আর অন্য শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করল, “হে ভাইয়েরা, আমরা এখন কি করব?”

লোকেরা পিতরের প্রচারে কেমন প্রতিক্রিয়া করেছিল?

তারা গভীর ভাবে বিচলিত হয়েছিল আর জিজ্ঞেসা করেছিল, “হে ভাইয়েরা, আমাদের এখন কি করা উচিত?”

43:11

পিতর উত্তর দিলেন, “তোমাদের প্রত্যেককে অনুশোচনা করতে হবে আর যীশুর নামে বাপ্তিষ্ম নিতে হবে যেন ঈশ্বর তোমাদের পাপ ক্ষমা করেন।তাহলে তিনি আপনাদেরও পবিত্র আত্মা দেবেন।”

পিতর লোকেদের কি করতে বলেছিলেন?

তিনি তাদের অনুশোচনা করতে আর প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তিষ্ম নিতে বলেছিলেন যেন ঈশ্বর তাদের পাপ ক্ষমা করেন।

43:12

প্রায় ৩০০০ লোক পিতরের কথায় বিশ্বাস করল আর যীশুর অনুগামী হল।তারা বাপ্তিষ্ম নিল আর যেরুশালেম চার্চের সদস্য হল।

সেই দিনে কত জন লোকেরা বিশ্বাস করেছিল ও বাপ্তিষ্ম নিয়েছিল?

প্রায় ৩০০০জন নিয়েছিল।

43:13

নতুন শিষ্যেরা প্রেরিতদের শিক্ষা নিয়ত শুনতো, একত্র সময় কাটাত, সাথে খাবার খেত, আর একেঅপরের সাথে প্রার্থনা করত।তারা একসাথে ঈশ্বরের স্তুতি করা পচ্ছন্দ করত আর তাদের কাছে যা কিছু বিষয় সম্পত্তি ছিল তা একে অপরের সাথে ভাগ করত। সকলে তাদের প্রশংসা করত।প্রতিদিন, তাদের সদস্যের সংখা বাড়তে থাকলো।

শিষ্যেরা তাদের সময় কি করে কাটাত?

প্রেরিতদের শিক্ষা শুনে, একত্র হয়ে, একত্র খাওয়ার খেয়ে, একেঅপরের জন্য প্রার্থনা করে, ঈশ্বরের প্রসংশা করে, আর সকল কিছু একেঅপরকে ভাগ করে তাদের সময় কাটাত।

পিতর আর যোহন একটি ভিখারীকে সুস্থ করেন

44:01

একদিন, পিতর আর যোহন মন্দিরে যাচ্ছিলেন।যখন তারা মন্দিরে যাচ্ছিলেন তখন তারা একটি পঙ্গু লোককে দেখলেন যে পয়সা ভিক্ষা করছিল।

সেই পঙ্গু ব্যক্তিটি পিতর ও যোহনের কাছ থেকে কি পাওয়ার প্রত্যাশা করেছিল?

টাকা পাওয়ার প্রত্যাশা করেছিল।

44:02

পিতর খোঁড়া ব্যক্তিটির দিকে তাকালো আর বলল, “আমার কাছে তোমাকে দেওয়ার জন্য কোনো টাকা নেই। কিন্তু আমার কাছে যা আছে তা আমি তোমাকে দিচ্ছি।যীশুর নাম উঠে দাঁড়াও আর হাঁটা শুরু কর!”

তার বদলে পিতর সেই পঙ্গু ব্যক্তিটিকে কি দিয়েছিলেন?

পিতর প্রভু যীশুর নামে তাকে সুস্থতা দিয়েছিলেন।

44:03

আর তখনই, ঈশ্বর সেই খোঁড়া ব্যক্তিটিকে সুস্থ করলেন আর সে হাঁটা শুরু করল আর চারিদিকে লাফাতে শুরু করল ও ঈশ্বরের স্তুতি করল। মন্দিরের প্রাঙ্গনের লোকেরা আশ্চর্য হল।

44:04

একদল লোকের ভিড় তাড়াতাড়ি এলো সেই সুস্থ হওয়া লোকটিকে দেখতে।পিতর তাদের বলল, “আপনারা এই লোকটির সুস্থতায় কেন এত আশ্চর্য করছেন? আমরা আমাদের শক্তিতে বা সৎগুনের দ্বারা ওকে সুস্থ করিনি।বরং, এ হল প্রভু যীশুর শক্তি আর বিশ্বাস যা যীশু দিয়েছে এই ব্যক্তিটিকে সুস্থ করার জন্য।”

পিতর কার শক্তিতে সেই পঙ্গু ব্যক্তিটিকে সুস্থ করেছিলেন?

তিনি প্রভু যীশুর শক্তিতে আর সেই বিশ্বাসে যা প্রভু যীশু প্রদান করেন তার দ্বারা তাকে সুস্থ করেছিলেন।

44:05

"আপনারাই হলেন সেই লোক যারা রোমান রাজ্যপালকে বলেছিলেন যীশুকে হত্যা করতে।আপনারা জীবনের লেখককে হত্যা করেছেন, কিন্তু ঈশ্বর তাকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছেন।যদিও আপনারা যা করছিলেন তা বুঝতে পারেননি কিন্তু ঈশ্বর আপনাদের কার্যকে ভাববাণী সকল, যা বলে যে খ্রীষ্ট দুঃখভোগ করবেন আর মরবেন তা পূর্ণ করতে ব্যবহার করেছেন। অতএব এখন, অনুশোচনা করুন আর ঈশ্বরের দিকে ফিরুন যেন আপনাদের পাপ সকল ধুয়ে ফেলা হয়।"

পিতর প্রভু যীশুর হত্যার দোষী কাকে করেছিলেন?

তিনি বলেছিলেন যে ভিড়ের লোকেরা রোমান রাজ্যপালকে যীশুকে হত্যা করতে বলেছিল।

কোন ভাববাণী লোকেরা পূর্ণ করেছিল যখন তারা যীশুকে হত্যা করেছিল?

তারা সেই ভাববাণীগুলোকে পূরণ করেছিল যা বলে যে খ্রীষ্টকে দুঃখ ভোগ করতে হবে ও মরতে হবে।

পিতর লোকেদের কি বলেছিলেন যে তাদের কি করা উচিত?

তাদের অনুশোচনা করা উচিত আর ঈশ্বরের কাছে ফেরা উচিত, যেন তারা তাদের পাপ থেকে শুদ্ধ হতে পারে।

44:06

পিতর আর যোহনের কথায় মন্দিরের নেতারা বড় অসন্তুষ্ট হয়।তাই তারা তাদের গ্রেফতার করে আর জেলে বন্দী করে দেয়।কিন্তু পিতরের কথায় বহু লোক বিশ্বাস করে আর বিশ্বাসীদের সাথে যোগ দেয় যাদের সংখ্যা তখন প্রায় ৫০০০ হয়েছিল।

পিতরের প্রচারে কত জন লোকেরা প্রভু যীশুর উপর বিশ্বাস করেছিল?

প্রায় ৫০০০ লোক বিশ্বাস করেছিল।

44:07

পরদিন, ইহুদি নেতারা পিতর আর যোহনকে মহাযাজক আর অন্য ধার্মিক নেতাদের সামনে নিয়ে আসলো। তারা পিতর আর যোহনকে প্রশ্ন করল, “তোমরা কোন শক্তিতে এই পঙ্গু লোকটিকে সুস্থ করেছ?”

44:08

পিতর উত্তর দেন, “যে পঙ্গু লোকটি আপনাদের সামনে দাড়িয়ে আছে সে যীশু খ্রীষ্টের শক্তিতে সুস্থ হয়েছে।আপনারা যীশুকে ক্রুশে দিয়েছিলেন কিন্তু ঈশ্বর তাকে পুনরায় জীবিত করেছেন।আপনারা তাকে তিরস্কার করেছিলেন, কিন্তু উদ্ধার পাওয়ার জন্য যীশুর শক্তি ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই!”

উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র পথ কোনটি?

উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র পথ হল প্রভু যীশু।

44:09

নেতারা আশ্চর্য হল যে পিতর আর যোহন কথাটি কত সাহসের সাথে বলল কেননা তারা দেখতে পাচ্ছিল যে এই লোকগুলো যে খুবিই সাধারণ লোক যারা অশিক্ষিত ছিল।কিন্তু তখন তাদের মনে পড়ল যে এই লোক দুটি যীশুর সাথে ছিল।পিতর আর যোহনকে ধমকি দেওয়ার পর তারা তাদের ছেড়ে দিল।

কেন ইহুদি নেতারা পিতর ও যোহনের প্রচারে আশ্চর্যবোধ করেছিল?

পিতর ও যোহন সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন ও তারা বিদ্যালয়ের শিক্ষায় অশিক্ষিত ছিলেন।

ইহুদি নেতারা অন্তিমে পিতর ও যোহনের সাথে কি করবে নির্ণয় করেছিল?

তারা তাদের ধমক দিয়ে ছেড়ে দেবে ভেবেছিল।

ফিলিপ আর ইথিয়পীয় উচ্চপদস্থ অধিকারী

45:01

আরম্ভের চার্চের এক নেতা ছিলেন যার নাম নাম ছিল স্তেফান।তার ভালো সুনাম ছিল আর পবিত্র আত্মার জ্ঞানে পরিপূর্ণ ছিলেন। স্তিফান নানান চমৎকার করেছিলেন আর লোকেরা যেন যীশুর উপর বিশ্বাস করে তার জন্য তর্ক বিতর্ক করতেন।

স্তিফান কি ধরনের ব্যক্তি ছিলেন?

তার ভালো সুনাম ছিল আর তিনি পবিত্র আত্মায় ও বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ ছিলেন।

45:02

একদিন যখন স্তিফান যীশুর বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তখন কিছু ইহুদি যারা যীশুর উপর বিশ্বাস করত না স্তিফানের সাথে বাদবিবাদ করতে আরম্ভ করল।তারা খুবিই রেগে গেল আর ধার্মিক নেতাদের কাছে স্তিফানের বিষয়ে মিথ্যে অপবাদ দিল।তারা বলল, “আমরা তাকে মোশী আর ঈশ্বরের বিষয়ে মন্দ কথা বলতে শুনেছি!”তাই ধার্মিক নেতারা স্তিফানকে গ্রেফতার করে আর তাকে মহাযাজক আর অন্য ধার্মিক নেতাদের সামনে নিয়ে এলো আর, যেখানে আরো মিথ্যে সাক্ষীরা স্তিফানের বিষয়ে মিথ্যে অপবাদ দিল।

স্তিফানের বিরুদ্ধে ইহুদি ব্যক্তিরা কি মিথ্যে অপবাদ দিয়েছিল?

তারা বলেছিল যে স্তিফান মোশি ও ঈশ্বরের বিষয়ে মন্দ কথা বলেছিল।

45:03

মহাযাজক স্তিফানকে প্রশ্ন করলেন, “সেসব কি সত্য?”স্তিফান তাদের অব্রাহাম থেকে যীশুর সময় কাল পর্যন্ত ঈশ্বরের করা বহু আশ্চর্যের কার্য উল্লেখ করলেন আর কিভাবে ঈশ্বরের লোকেরা (ইস্রায়লীয়রা) অবিরাম ঈশ্বরকে অমান্য করেছেন তা মনে করিয়ে উত্তর দিলেন।তারপর তিনি বললেন, “তোমরা কঠিন আর বিদ্রোহী লোক সকল, সবসময় পবিত্র আত্মার তিরষ্কার করেছ, ঠিক যেমন তোমাদের পূর্বপুরুষেরা ঈশ্বরের অমান্য করেছিল আর তার ভাববাদীদের হত্যা করেছিল।কিন্তু তোমরা তাদেরও তুলনায় বেশি খারাপ কর্ম করেছ! তোমরা খ্রীষ্টকে হত্যা করেছ!”

লোকেরা তাদের পূর্বপুরুষদের তুলনায় এমন কি মন্দ কার্য করেছিল যা স্তিফান তাদের বলেছিল?

তারা খ্রীষ্টকে হত্যা করেছিল।

45:04

যখন ধার্মিক নেতারা তা শুনলো, তারা এতটাই রেগে গেল যে তারা নিজেদের কান চাপা দিল আর চিৎকার করল।তারা নগরের বাইরে স্তিফানকে টেনে বের করল আর তাকে মেরে ফেলার জন্য তার দিকে পাথর ছুঁড়তে থাকলো।

স্তিফানের দোষারোপে ধার্মিক নেতারা কেমনভাবে প্রতিক্রিয়া করেছিল?

তারা স্তিফানকে নগরের বাইরে টেনে বের করে দিয়েছিল আর তাকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করেছিল।

45:05

যখন স্তিফান মারা যাচ্ছিল তখন সে চিৎকার করে বলে উঠল, “হে প্রভু যীশু, আমার আত্মা গ্রহণ করুন।”তারপর সে মাটিতে পরে যায় আর পুনরায় চেঁচিয়ে বলল, “হে প্রভু, তাদের বিরুদ্ধে এ পাপ গণনা করবেন না।”তারপর তিনি মারা যান।

স্তিফানমরার পূর্বে শেষ কি কথা বলেছিলেন?

“হে প্রভু, এদের পাপ গণনা করবেন না”

45:06

এক যুবক যার নাম ছিল শৌল স্তিফানের হত্যাকারীদের সাথে সম্মিলিত ছিল আর তাদের পোশাকের পাহারা দিচ্ছিলেন যারা স্তিফানকে পাথর ছুঁড়ছিল। সেই দিন, বহু লোকেরা যেরুশালেমে যীশুর অনুগামীদের উপর অত্যাচার করা আরম্ভ করে, তাই বিশ্বাসীরা বিভিন্ন জায়গায় চলে যায়।কিন্তু এ সকল সত্যেও, তারা যেখানে গেল সেখানেই সুসমাচার প্রচার করল।

সেই হত্যাকারীদের পোশাক কে পাহারা দিচ্ছিল?

শৌল নামক একটি যুবক।

বিশ্বাসীরা কি করেছিল যখন তাদের যেরুশালেমে উৎপীড়ন করা আরম্ভ হয়েছিল?

তারা অন্যান্য জায়গায় পালিয়ে গিয়েছিল আর যেকোনো জায়গায় তারা গিয়েছিল সেখানে তারা প্রভু যীশুর প্রচার করেছিল।

45:07

অত্যাচার সময় যেরুশালেম থেকে চলে যাওয়া বিশ্বাসীদের মধ্যে যীশুর ফিলিপ নামক এক শিষ্যও ছিলেন। তিনি শমারিয়াতে গিয়েছিলেন যেখানে তিনি যীশুর প্রচার করেছিলেন আর বহু লোকেরা উদ্ধার পেয়েছিল।একদিন, ঈশ্বরের এক স্বর্গদূত ফিলিপকে মরুভূমির মধ্যে একটি পথে যেতে বললেন। যখন তিনি সেই পথে যাচ্ছিলেন, তখন ফিলিপ ইথিয়পীয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ অধিকারীকে রথে চেপে যেতে দেখলেন।পবিত্র আত্মা ফিলিপকে বললেন যাও আর এই লোকটির সাথে কথা বল।

মরুভূমির পথে ফিলিপ কার সাথে সাক্ষাৎকার করেছিলেন?

তিনি ইথিয়পীয়ের একজন উচ্চপদস্থ আধিকারীর সাথে সাক্ষাৎকার করেছিলেন।

45:08

যখন ফিলিপ রথের কাছে যাচ্ছিলেন, তিনি শুনতে পেলেন যে ইথিয়পীয় ব্যক্তিটি ভাববাদী যিশাইয়ের লেখা পড়ছিলেন। লোকটি পড়লেন, “তারা তাকে ভেড়াকে বলির জন্য নিয়ে যাওয়ার মত নিয়ে গেল আর যেমন ভেড়া চুপ থাকে তেমনি তিনিও একটি শব্দ বললেন না। তারা তার সাথে অন্যায় করল আর তাকে অপমান করল।তারা তার জীবন নিয়ে নিল।”

ইথিয়পীয়ের সেই আধিকারী কি করছিলেন যখন ফিলিপ তার কাছে আসছিলেন?

তিনি যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তক পড়ছিলেন।

45:09

ফিলিপ ইথিয়পীয় ব্যক্তিটিকে প্রশ্ন করল, “আপনি যা পড়ছেন তা কি বুঝতে পারছেন?”তিনি উত্তর দিলেন, “না।আমাকে যদি কেউ না বুঝিয়ে দেয় তবে যে আমি বুঝতে পারব না।অনুগ্রহ করে আসুন আমার পাশে বসুন।যিশাইয় কি নিজের বিষয়ে না অন্য কারো বিষয়ে লিখেছেন?”

সেই অধিকারী কি বুঝছিলেন যা তিনি পড়ছিলেন?

না, তার একজন ব্যাখ্যাকারীর প্রয়োজন ছিল।

45:10

ফিলিপ সেই ব্যক্তিটিকে বুঝালেন যে যিশাইয় যীশুর বিষয়ে সেসব লিখেছিলেন।ফিলিপ যীশুর সুসমাচার বলার জন্য আরো অন্য শাস্ত্র বাক্য থেকে তাকে বললেন।

মেষশাবকটির বিষয়ে ফিলিপ কার বিষয়ে উল্লেখ করেছিলেন?

তিনি প্রভু যীশুর বিষয়ে বলেছিলেন।

45:11

যখন তারা যাত্রা করছিলেন, তখন তারা এক জলাশয়ের কাছে এসে পৌছায়।ব্যক্তিটি বলল, “দেখুন!ওখানে কিছু জল রয়েছে!আমি কি বাপ্তিষ্ম নিতে পারি?তিনি চালককে থামতে বললেন।

ফিলিপ সেই ভাববাণীটিকে বর্ণনা করার পর আর যখন সেই ইথিয়পীয় ব্যক্তিটি জল দেখার পর তারা কি করেছিলেন?

সেই ইথিয়পীয়টি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি বাপ্তিষ্ম নিতে পারেন কি না।

45:12

তাই তারা জলে নামলেন আর ফিলিপ তাকে বাপ্তিষ্ম দিলেন।তাদের জল থেকে উঠে আসার পর, পবিত্র আত্মা ফিলিপকে হঠাৎ অন্য এক জায়গায় নিয়ে যায় যেখানে তিনি নিরন্তর লোকেদের যীশুর বিষয়ে বলতে থাকলেন।

সেই ইথিয়পীয় ব্যক্তিটিকে বাপ্তিষ্ম দেওয়ার পর ফিলিপের সাথে কি হয়েছিল?

পবিত্র আত্মা ফিলিপকে দূরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

45:13

সেই ইথিয়পীয় ব্যক্তিটি তার বাড়ির দিকে চলে গেল আর সে আনন্দিত ছিল যে সে যীশুকে জানতে পেরেছিল।

ফিলিপের যাওয়ার পর সেই ইথিয়পীয় ব্যক্তিটি কি করেছিলেন?

তিনি তার দেশের পথে যাত্রা করেছিলেন আর তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন যে তিনি প্রভু যীশুর বিষয়ে শুনতে পেরেছিলেন।

পৌল খ্রীষ্টান হন

46:01

শৌল একজন যুবক ছিলেন যিনি স্তিফানের হত্যাকারীদের পোশাকের পাহারা দিচ্ছিলেন।তিনি যীশুর উপর বিশ্বাস করতেন না আর তাই বিশ্বাসীদের উপর অত্যাচার করতেন।তিনি যেরুশালেমে ঘরে ঘরে যেতেন নারী পুরুষদের গ্রেফতার করতে। মহাযাজক তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন দম্মেশক নগরে গিয়ে খ্রীষ্টান দের গ্রেফতার করতে আর তাদের যেরুশালেমে নিয়ে আসতে।

দম্মেশকে শৌল কেন গিয়েছিলেন?

তিনি সেখানে খ্রীষ্টানদের গ্রেফতার করতে ও যেরুশালেমে তাদের ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিলেন।

46:02

যখন তিনি তার দম্মেশকের পথে ছিলেন, স্বর্গ থেকে এক উজ্জ্বল আলো তাদের উপর এলো আর তারা ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল। শৌল শুনতে পেলেন কেউ তার নাম ডাকছে। শৌল!তুমি কেন আমায় অত্যাচার করছ?”শৌল প্রশ্ন করলেন, “হে প্রভু, আপনি কে?” যীশু উত্তর দিলেন, “আমি যীশু।তুমি আমায় উৎপীড়ন করছ!”

প্রভু যীশু শৌলকে দম্মেশকের পথে কি প্রশ্ন করেছিলেন?

“তুমি কেন আমায় উৎপীড়ন করছ?”

46:03

যখন শৌল উঠে দাঁড়ালেন, সে চোখে আর দেখতে পেলেন না।তার সঙ্গীরা তাকে দম্মেশকে নিয়ে যায়।শৌল তিন দিনের জন্য কিছু খেতে বা পান করতে পারলেন না।

শৌলের কি হয়েছিল যখন তিনি সেই উজ্জ্বল রশ্মি দেখেছিলেন?

পৌল চোখে দেখতে পারেননি বা তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।তার বন্ধুরা তাকে দম্মেশকে নিয়ে গিয়েছিলেন আর তিনি তিনদিন পর্যন্ত কিছু খান নি ও পান করেন নি।

46:04

দম্মেশকে অননিয় নামক এক শিষ্য ছিলেন।ঈশ্বর তাকে বললেন, “সেই বাড়িতে যাও যেখানে শৌল রয়েছে।তোমার হাত তার উপর রাখো আর সে পুনরায় দেখতে পারবে।”কিন্তু অননিয় বলল, “হে প্রভু, আমি শুনেছি এই লোকটি বিশ্বাসীদের কিরূপে অত্যাচার করেছে।”ঈশ্বর উত্তর দিলেন, “যাও!আমি তাকে নির্বাচন করেছি ইহুদি জাতির আর অন্য জাতিদের আমার নামের ঘোষণা করতে।সে আমার নামের জন্য বহু কষ্ট সইবে।”

কেন অননিয় শৌলের সাথে কথা বলতে কেন ভয় পাচ্ছিলেন?

তিনি শুনেছিলেন যে শৌল বিশ্বাসীদের উৎপীড়ন করেন।

ঈশ্বর শৌলের বিষয়ে কি উদ্দেশ্য রেখেছিলেন?

শৌল ইহুদিদের মধ্যে আর বিভিন্ন লোকেদের মধ্যে ঈশ্বরের নামের মহিমা করবেন।

46:05

তাই অননিয় শৌলের কাছে গেলেন, তার হাত তার উপর রাখলেন আর বললেন, “যীশু, যিনি আপনাকে পথে দর্শন দিয়েছিলেন, আমাকে পাঠিয়েছেন যেন আপনি পুনরায় দেখতে পান আর পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হন।” শৌল তখনি পুনরায় চোখে দেখতে সক্ষম হলেন, আর অননিয় তাকে বাপ্তিষ্ম দিলেন।তারপর শৌল কিছু খাবার খেলেন আর তার শক্তি পেলেন।

কিভাবে অননিয় শৌলকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন?

তিনি তার উপর হাত রেখেছিলেন।

অননিয় শৌলের সাথে কি করেছিলেন তার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়ার পর?

অননিয় তাকে বাপ্তিষ্ম দিয়েছিলেন।

46:06

তার পরই, শৌল দম্মেশকের ইহুদিদের প্রচার করা আরম্ভ করে দিলেন, বললেন, “যীশু হলেন ঈশ্বরের পুত্র!”ইহুদিরা আশ্চর্য হল যে এই লোকটি যে বিশ্বাসীদের অত্যাচার করত আর এখন যীশুর উপর বিশ্বাস করছে।শৌল যিহুদিদের সাথে তর্কবিতর্ক করেন, আর প্রমান করেন যে যীশুই খ্রীষ্ট।

শৌল তার পর পরই ইহুদিদের মধ্যে কোন সমাচার শোনানো আরম্ভ করেছিলেন?

“প্রভু যীশু হলেন ঈশ্বরের পুত্র!”

46:07

বহু দিন পর, যিহুদিরা শৌলকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল।তারা নগরের দরজায় লোক পাঠিয়ে দিল তাকে ধরতে যেন তাকে হত্যা করতে পারে।কিন্তু শৌল তাদের বিষয়ে শুনলেন আর তার সঙ্গীদের সাহায্যে সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন। একদিন রাতে এক ঝুড়িতে করে তাকে নগরের প্রাচীর থেকে নামিয়ে দেন তারা। শৌলের দম্মেশক থেকে পালাবার পর, তিনি যীশুর বিষয়ে প্রচার অবিরাম প্রচার করতে থাকলেন।

শৌলের প্রচারে ইহুদিরা কেমন প্রতিক্রিয়া করেছিল?

তারা শৌলকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল।

শৌল কিভাবে দম্মেশক থেকে পালিয়েছিলেন?

তার বন্ধুরা তাকে শহরের প্রাচীর থেকে একটি ঝুড়িতে বসিয়ে নিচে নামিয়ে দিয়েছিলেন।

46:08

শৌল যেরুশালেমে অন্য শিষ্যদের সাথে দেখা করতে যান, কিন্তু তারা তার থেকে ভয় পাচ্ছিল। তারপর বার্ণবা নামক এক বিশ্বাসী শৌলকে সাথে নিয়ে প্রেরিতদের কাছে নিয়ে যান আর তাদের বললেন যে কিভাবে শৌল দম্মেশকে সাহসের সাথে প্রচার করেছিলেন।তারপর, শিষ্যেরা শৌলকে গ্রহণ করেন।

যেরুশালেমের বিশ্বাসীদের দ্বারা গ্রহনীয় হতে কে শৌলকে সাহায্য করেছিলেন?

বর্ণবা শৌলকে প্রেরিতদের কাছে নিয়ে গিয়েছিল আর তাদের বলেছিলেন যে কিভাবে তিনি সাহসের সাথে দম্মেশকে প্রচার করেছিলেন।

46:09

কিছু বিশ্বাসীরা যেরুশালেমে অত্যাচার চলা কালীন সুদূর আন্তিয়খিয়াতে পালিয়ে গিয়েছিল আর যীশুর প্রচার করেছিল। আন্তিয়খিয়ার বেশির ভাগ লোকেরা ইহুদি ছিলেন না, কিন্তু প্রথম বারই তারা প্রচুর মাত্রায় বিশ্বাসী হয়েছিল।বার্ণবা আর শৌল সেখানে গেলেন যেন এই নতুন বিশ্বাসীদের যীশুর বিষয়ে আরো শিক্ষা দিতে পারেন আর চার্চটিকে আরো মজবুত করতে পারেন।আন্তিয়খিয়াতেই প্রথম যীশুর উপর বিশ্বাসকারীদের “খ্রীষ্টান” বলা হয়েছিল।

যেরুশালেমের বিশ্বাসীদের সাথে আন্তিয়খিয়ার বিশ্বাসীদের মধ্যে কি পার্থক্য ছিল?

তারা জাতিতে ইহুদি ছিলেন না।

আন্তিয়খিয়ার বিশ্বাসীদের প্রথমবার কি নামে সম্বোধন করা হয়েছিল?

তাদেরকে “খ্রীষ্টান” নাম দেওয়া হয়েছিল।

46:10

একদিন, যখন আন্তিয়খিয়ার খ্রীষ্টানরা উপবাস ও প্রার্থনা করছিলেন, পবিত্র আত্মা তাদের বললেন, “বার্ণবা আর শৌলকে আমার দেওয়া কার্যের জন্য আলাদা কর।”তাই আন্তিয়খিয়ার চার্চ বার্ণবা আর শৌলের উপর হাত রেখে প্রার্থনা করল।তারপর তারা যীশুর সুসমাচার অন্যত্রও প্রচার করতে তাদের পাঠিয়ে দিলেন।বার্ণবা আর শৌল বিভিন্ন জাতির লোকেদের শিক্ষা দিলেন আর বহু লোক যীশুর উপর বিশ্বাস করল।

পবিত্র আত্মা শৌল ও বর্ণবাকে আলাদা করার কথা বলার পর আন্তিয়খিয়ার চার্চের লোকেরা কি করেছিল?

তারা প্রার্থনা ও উপবাস করেছিল।

কি উদ্দেশ্যের জন্য আন্তিয়খিয়ার চার্চ পৌল ও বর্ণবাকে আলাদা করেছিল?

তারা তাদের অন্যান্য জায়গায় প্রভু যীশুর বিষয়ে সুসমাচার প্রচার করতে প্রেরণ করেছিলেন।

ফিলিপীয়তে পৌল আর সীল

47:01

যখন শৌল রোমান সাম্রাজ্যের সর্বত্র যাত্রা করলেন তখন তিনি তার রোমান নাম “পৌল” ব্যবহার করেছিলেন।একদিন, পৌল আর তার সঙ্গী সীল ফিলিপীয়ের এক নগরে যীশুর সুসমাচার প্রচার করতে গেলেন।তারা নগরের বাইরে নদীর ধারে সেখানে গেলেন যেখানে লোকেরা প্রার্থনা করতে যেত। সেখানে তারা লুদিয়া নামক এক ব্যবসায়ী মহিলার সাথে দেখা করলেন।তিনি ঈশ্বরকে ভালোবাসতেন আর আরাধনা করতেন।

শৌল নামের রোমান নামটি কি ছিল যা তিনি ব্যবহার করা আরম্ভ করেছিলেন?

সেই নামটি ছিল পৌল।

পৌল ফিলিপীয়ের কোন জায়গায় প্রভু যীশুর সুসমাচার প্রচার করতে গিয়েছিলেন?

তারা নগরের বাইরে নদীর কিনারে গিয়েছিলেন যেখানে লোকেরা প্রার্থনা করতে গিয়েছিলেন।

47:02

ঈশ্বর লুদিয়ার হৃদয় খুলে দিলেন যীশুকে বিশ্বাস করার জন্য আর তিনি ও তার পরিবার বাপ্তিষ্ম নিলেন।তিনি পৌল আর সীলকে তার বাড়িতে থাকার জন্য অনুরোধ করলেন, তাই তারা তার পরিবারের সাথে থাকলেন।

কোন কারণে লুদিয়া প্রভু যীশুর উপর বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন?

ঈশ্বর লুদিয়াকে যীশুর সুসমাচারে বিশ্বাস করতে সাহায্য করেছিলেন।

লুদিয়ার বিশ্বাস করার পর পৌল ও সীল কি করেছিলেন?

তারা লুদিয়া ও তার পরিবারকে বাপ্তিষ্ম দিয়েছিলেন।

47:03

পৌল আর সীল প্রায়ই প্রার্থনার স্থানে যেতেন। যতবার তারা সেখানে যেতেন, ততবার একটি দাসী মেয়ে যে ভূতগ্রস্ত ছিল তাদের অনুস্বরণ করত।এই ভূতটির দ্বারা সে লোকেদের ভবিষ্যত বলত, আর জ্যোতিষ বিদ্যার দ্বারা সে তার মালিককে প্রচুর ধন রোজগার করে দিত।

47:04

সেই দাসীটি বলতেই থাকত যখন তারা হেঁটে বেড়াত, “এই লোকগুলো মহান ঈশ্বরের দাস।তারা তোমাদের উদ্ধারের পথ বলছে!”সে বহু বার এমনই করল যে পৌল বিরক্ত হয়ে উঠল।

সেই ভূতগ্রস্ত দাসী মেয়েটি পৌল ও সীলকে দেখে কি চিৎকার করত?

“এই লোকগুলো সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দাস।এরা আপনাদের উদ্ধার পাওয়ার পথ বলছে!”

সেই ভূতটির সাক্ষীর বিষয়ে পৌল কেমন প্রতিউত্তর করেছিলেন?

পৌল ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন আর সেই ভূতটিকে দাসী মেয়েটির ভিতর থেকে বেরিয়ে যেতে আদেশ দিয়েছিলেন।

47:05

অন্তিমে একদিন যখন সেই দাসীটি চিৎকার করে বলা শুরু করল, তখন পৌল তার দিকে ফিরলেন আর তার ভিতরের ভূতটিকে বললেন, “যীশুর নামে এই মেয়েটির ভিতর থেকে বেরিয়ে যাও।” তখনই ভূতটি বেরিয়ে গেল।

সেই ভূতটির সাক্ষীর বিষয়ে পৌল কেমন প্রতিউত্তর করেছিলেন?

পৌল ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন আর সেই ভূতটিকে দাসী মেয়েটির ভিতর থেকে বেরিয়ে যেতে আদেশ দিয়েছিলেন।

47:06

সেই লোকটি যে সেই দাসীটির মালিক ছিল খুব রেগে গেল।তারা দেখল যে ভূতটিকে ছাড়া দাসীটি ভবিষ্যত আর বলতে পারছে না।এর অর্থ হল যে লোকেরা আর দাসীটির মালিককে আর কোনো টাকা দেবে না তাই এখন তাদের কি হবে।

কেন সেই দাসী মেয়েটির মালিকেরা ভূতটি চলে যাওয়ায় ক্রুদ্ধ হয়েছিল?

তারা বুঝতে পেরেছিল যে লোকেরা আর তাদের ভবিষ্যত বলে দেওয়ার জন্য মেয়েটিকে আর কোনো টাকা দেবে না।

47:07

তাই সেই দাসীটির মালিক পৌল আর সীলকে রোমান শাসকদের কাছে নিয়ে গেল, যারা তাদের মারল আর তাকে জেলে পুরে দিল।

47:08

তারা পৌল আর সীলকে জেলের সবচাইতে সুরক্ষিত জায়গায় রাখল আর তাদের পা শিকল দিয়ে বেধে রাখল।কিন্তু তবুও মধ্য রাতে, তারা ঈশ্বরের স্তুতি গান গাইছিলেন।

পৌল আর সীল মধ্য রাতে জেলে কি করছিলেন?

তারা ঈশ্বরের স্তুতিগান গাইছিলেন।

47:09

হঠাৎ, সেখানে ভীষণ এক ভূমিকম্প হয়!জেলের সকল দরজা খুলে গেল আর বন্দিদের পায়ের শিকল সব খুলে গেল।

পৌল ও সীল যখন গান গাইছিলেন তখন কি হয়েছিল?

সেখানে একটি তীব্র ভূমিকম্প হয়েছিল, সেই জেলটির দরজাগুলো খুলে গিয়েছিল, আর সকল কয়েদীদের শিকল খুলে গিয়েছিল।

47:10

জেল আধিকারী ঘুম থেকে উঠলেন,যখন তিনি দেখলেন যে জেলের সকল দরজা খোলা, তিনি ভয় পেলেন। তিনি ভাবলেন যে সকল বন্দীরা পালিয়েছে, তাই সে আত্যহত্যা করার চেষ্টা করলেন।(তিনি জানতেন যে রোমান শাসকরা যদি জানতে পারে যে তিনি বন্দিদের পালাতে দিয়েছে তাহলে তাকে তারা মেরে ফেলবে।)কিন্তু পৌল তাকে দেখলেন আর বললেন, “থামুন!নিজেকে আঘাত করবেন না।আমরা সকলেই এখানেই রয়েছি।”

কেন সেই জেল আধিকারী ভয় পেয়েছিলেন?

তিনি ভেবেছিলেন যে সকল বন্দিরা হয়ত পালিয়েছে আর যদি রোমান শাসকেরা তা জানতে পারে তবে তাকে তারা মেরে ফেলবে।

47:11

জেল আধিকারী কাঁপতে কাঁপতে পৌল আর সীলের কাছে এলেন আর জিজ্ঞাসা করলেন, “উদ্ধার পেতে আমাকে কি করতে হবে?”পৌল উত্তর দিলেন, “প্রভু যীশুর উপর বিশ্বাস করুন আর আপনি আর আপনার পরিবার উদ্ধার পাবে।”তারপর জেল আধিকারী পৌল আর সীলকে তার বাড়িতে নিয়ে গেলেন আর তাদের আঘাত ধুলেন।পৌল তার পরিবারের সকলকে সুসমাচার শুনালেন।

কোন প্রশ্ন সেই জেল আধিকারীটি পৌলের কাছে জিজ্ঞেসা করেছিল?

“উদ্ধার পাওয়ার জন্য আমাকে কি করতে হবে?”

পৌল সেই জেল আধিকারীকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য কি করতে হবে বলেছিলেন?

তিনি বলেছিলেন তাকে প্রভু যীশুকে তার প্রভুরূপে বিশ্বাস করতে হবে।

47:12

তিনি ও তার পরিবারের সকলে বিশ্বাস করলেন ও বাপ্তিষ্ম নিলেন।তারপর তিনি পৌল আর সীলকে খেতে দিলেন আর একত্র মিলে আনন্দ করলেন।

47:13

পরদিন নগরের নেতারা পৌল আর সীলকে জেল থেকে মুক্ত করল আর ফিলিপীয় ছেড়ে চলে যেতে বলল। পৌল আর সীল লুদিয়ার আর অন্য সঙ্গীদের সাথে দেখা করলেন আর তারপর নগর ছেড়ে চলে গেলেন।যীশুর সুসমাচার চারিদিকে ছড়াতে লাগলো আর চার্চ বৃদ্ধি পেতে থাকলো।

47:14

পৌল আর অন্যান্য খ্রীষ্টান নেতারা বহু শহরে যাত্রা করল আর যীশুর সুসমাচার লোকেদের প্রচার করল আর শেখাল। চার্চসমূহের বিশ্বাসীদের উৎসাহ আর শেখাতে নানান চিঠি পত্রও তারা লিখেছিল।সেগুলোর কিছু কিছু পরে বাইবেলের কিছু পুস্তক হয়েছে।

পৌলের ও অন্যান্য খ্রীষ্টান নেতাদের চার্চগুলোর প্রতি লিখিত পত্রগুলোর সাথে পরবর্তীতে কি হয়েছিল?

সেই পত্রগুলোর কিছু কিছু বাইবেলের পুস্তক হয়েছিল।

যীশুই হলেন প্রতিজ্ঞার খ্রীষ্ট বা মশীহ

48:01

যখন ঈশ্বর পৃথিবীর রচনা করেন তখন সকল কিছু উৎকৃষ্ট ছিল।পাপ ছিল না।আদম আর হবা একেঅপরকে ভালবাসতেন আর তারা ঈশ্বরকে প্রেম করতেন।অসুখ আর মৃত্যু ছিল না।ঈশ্বর এমন পৃথিবীই চাইতেন।

পৃথিবী প্রথমে কেমন দেখাত যখন ঈশ্বর তা সৃষ্টি করেছিলেন?

এটি উৎকৃষ্ট ছিল, আর যেখানে কোনো পাপ, অসুখ, বা মৃত্যু ছিল না।

48:02

শয়তান সাপের দ্বারা হবার সাথে কথা বলে তাকে ছলনা করে।তারপর তিনি ও আদম ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেন।যেহেতু তারা পাপ করেছেন তাই পৃথিবীর সকল লোক অসুস্থ হয় আর মারা যায়।

কেন পৃথিবীতে লোকেরা অসুস্থ হয়ে পরে ও মারা যায়?

কারণ আদম ও হবা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছিলেন।

48:03

যেহেতু আদম আর হবা পাপ করেছিলেন তাই আরও খারাপ হল।মানুষ ঈশ্বরের শত্রু হল।পরিনামে, তারপর থেকে যত লোক জন্মালো তারা পাপে জন্মালো ও ঈশ্বরের শত্রু হল।ঈশ্বর আর মানুষের মধ্যের সম্পর্ক পাপের দ্বারা ভেঙ্গে গেল।কিন্তু সম্পর্কটিকে পুনরায় গড়তে ঈশ্বর একটি পরিকল্পনা করলেন।

সকল ব্যক্তির জন্য যারা পৃথিবীতে জন্মায় পরিস্থিতিটি কেমন?

তারা প্রকৃতিতে পাপপূর্ণ আর তারা ঈশ্বরের শত্রু।

48:04

ঈশ্বর হবাকে প্রতিজ্ঞা করলেন যে তার বংশ শয়তানের মাথা বিনষ্ট করবে আর শয়তান তার গোড়ালি বিনষ্ট করবে।এর অর্থ হল শয়তান খ্রীষ্টকে হত্যা করবে কিন্তু ঈশ্বর তাকে পুনরায় জীবিত করবেন আর তারপর খ্রীষ্ট শয়তানের শক্তিকে চিরকালের জন্য চূর্ণবিচূর্ণ করবেন। বহু বছর পর, ঈশ্বর প্রকাশিত করলেন যে যীশুই সেই খ্রীষ্ট।

এর অর্থ কি যে শয়তান হবার উত্তরাধিকারীর "গোড়ালিতে ক্ষত করবে"?

শয়তান খ্রীষ্টকে হত্যা করবে, কিন্তু ঈশ্বর তাকে পুনরায় জীবিত করবেন।

48:05

যখন ঈশ্বর সারা পৃথিবী বন্যায় নষ্ট করেছিলেন, তখন তিনি তার উপর বিশ্বাসকারীদের রক্ষার্তে নৌকা দিয়েছিলেন।ঠিক তেমনই, সকলেই তাদের পাপের জন্য নষ্ট হওয়ার যোগ্য, কিন্তু ঈশ্বর তাদের সকলকে যারা তার উপর বিশ্বাস করে তাদের বাঁচাতে যীশুকে দিলেন।

কোন পরিপেক্ষিতে প্রভু যীশু বন্যা প্রলয়ের ঈশ্বরের প্রদান করা সেই জাহাজটির মত?

ঈশ্বর লোকেদের প্রভু যীশুরকে তার উপর বিশ্বাস করার মাধ্যমে উদ্ধার পাওয়ার একটি পথ হিসাবে প্রদান করেছিলেন।

48:06

শত শত বছর, যাজকেরা ঈশ্বরের কাছে লোকেদের পাপের জন্য পশু বলি উৎসর্গ করে আসছিল। কিন্তু পশু বলি তাদের পাপ মেটাত পারত না। যীশু হলেন মহান মহাযাজক।অন্য যাজকদের সমান না করে তিনি নিজেকে একমাত্র বলি রূপে উৎসর্গ করলেন যেন পৃথিবীর সকল লোকেদের পাপ মেটাতে পারেন।যীশু হলেন সর্বোত্তম মহাযাজক কেননা তিনি পাপের সকল দন্ড নিজের উপর নিয়ে নিলেন যা কেউ কখনও করেনি।

প্রভু যীশু তার পূর্বে আসা সকল যাজকদের থেকে কি প্রকারে ভিন্ন?

তিনি নিজেকে সেই একমাত্র বলি রূপে উৎসর্গ করেছিলেন যা কেবল লোকেদের সকল পাপ নিয়ে নিতে পারে।

48:07

ঈশ্বর অব্রাহামকে বলেছিলেন, “পৃথিবীর সকল জাতি তোমার দ্বারা অর্শিবাদিত হবে।”যীশু ছিলেন অব্রাহামের বংশের একজন।

কিভাবে অব্রাহামের প্রতি ঈশ্বরের করা প্রতিজ্ঞা প্রভু যীশুর মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছিল?

কোনও জনগোষ্টির কোনও ব্যক্তি, যে প্রভু যীশুর উপর বিশ্বাস করে সে তার পাপ থেকে উদ্ধার পেয়েছে আর সে অব্রাহামের একটি আত্মিক উত্তরাধিকারী হয়েছে।

48:08

তার দ্বারা সকল জাতি অর্শিবাদ প্রাপ্ত হবে, কেননা যে কেও যীশুর উপর বিশ্বাস করে সে পাপ থেকে উদ্ধার পেয়েছে, আর অব্রাহামের এক আত্মিক বংশ হয়েছে।যখন ঈশ্বর অব্রাহামকে বলেছিলেন তার পুত্র ইসহাককে বলি দিতে, তখন ঈশ্বর তার পুত্র ইসহাকের জায়গায় একটি ভেড়ার প্রবন্ধ করেছিলেন।আমরা সকলে আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুর যোগ্য! কিন্তু ঈশ্বর, ঈশ্বরের ভেড়া, যীশুকে দিলেন, আমাদের জায়গায় একটি বলি রূপে।

প্রভু যীশু কিভাবে ইসহাকের বদলে উৎসর্গিত সেই মেষশাবকটির তুল্য?

প্রভু যীশু হলেন ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি আমাদের জায়গায় বলি হয়েছিলেন।

48:09

যখন মিশরে ঈশ্বর শেষ আঘাত করেন তখন প্রত্যেক ইস্রায়লীয়দের বলেছিলেন একটি ভেড়া নিতে আর তার রক্ত দরজার চারধারে লাগিয়ে দিতে।যখন ঈশ্বর সেই রক্ত দেখতেন তখন তাদের প্রথম পুত্রকে মেরে ফেলতেন না আর তিনি অন্য ঘরের দিকে এগিয়ে যেতেন। সেই ঘটনাটিকে নিস্তার পর্ব বলা হয়।

48:10

যীশু হলেন আমদের নিস্তার পর্বের ভেড়া।তিনি সর্বৌত্তম ও পাপহীন ছিলেন আর নিস্তার পর্বের সময় তাকে হত্যা করা হয়।যখন কেউ যীশুর উপর বিশ্বাস করে, তখন যীশুর রক্ত সেই ব্যক্তির পাপের মূল্য চুকিয়ে দেয় আর ঈশ্বরের দন্ড তার উপর হয় না।

প্রভু কিরূপে নিস্তারপর্বের মেষশাবকের তুল্য?

প্রভু যীশু নিখুঁত ও পাপহীন ছিলেন, আর তার রক্ত (তার মৃত্যু) ঈশ্বরের দণ্ড সেই লোকেদের উপর থেকে সরিয়ে নেয় যারা তার উপর বিশ্বাস করে।

48:11

ঈশ্বর ইস্রায়লীয়দের সাথে যারা নির্বাচিত লোক ছিল, একটি নিয়ম স্থাপন করেছিলেন।কিন্তু ঈশ্বর এখন একটি নতুন নিয়ম স্থাপন করেছেন যা সকল লোকেদের জন্য সুসমাচার।এই নতুন নিয়মের কারণে, যেকোনো জাতির কেউও যীশুর উপর বিশ্বাস করে ঈশ্বরের লোকেদের একটি অংশ হতে পারে।

কারা ঈশ্বরের প্রজাদের অংশ হতে পারে?

কোনও জনগোষ্টির কোনও ব্যক্তি নতুন নিয়মের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রজার অংশ হতে পারে প্রভু যীশুর উপর বিশ্বাস করার দ্বারা।

48:12

মোশি একজন মহান ভাববাদী ছিলেন যিনি ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করেছিলেন।কিন্তু যীশু সকল ভাববাদীদের মধ্যে মহান।তিনিই স্বয়ং ঈশ্বর, তাই যাকিছু তিনি করেছেন আর বলেছেন তা ছিল যীহোবা ঈশ্বরের কার্য ও বাক্য। এই কারণে যীশুকে ঈশ্বরের বাক্য বলা হয়।

কোন প্রকারে প্রভু যীশু সকল ভাববাদীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ?

তিনি হলেন ঈশ্বর, তাই তিনি যা কিছু বলেছিলেন ও করেছিলেন তা ছিল সয়ং ঈশ্বরের বাণী ও কার্য।

48:13

ঈশ্বর রাজা দায়ূদকে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তার এক বংশ ঈশ্বরের প্রজাদের উপর চিরকাল রাজত্ব করবেন।কারণ যীশু হলেন ঈশ্বরের পুত্র আর খ্রীষ্ট, তিনিই হলেন দায়ূদের সেই বংশ যিনি চিরকাল রাজত্ব করবেন।

কিভাবে প্রভু যীশু রাজা দায়ূদকে করা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাটি পূর্ণ করেছিলেন?

কারণ তিনি হলেন ঈশ্বরের পুত্র, আর তিনি দায়ূদের বংশধরও ছিলেন যিনি চিরকাল রাজত্ব করেন।

48:14

দায়ূদ ছিলেন ইসরাইলের রাজা, কিন্তু যীশু হলেন সম্পূর্ণ বিশ্বের রাজা!তিনি পুনরায় আসবেন আর তার প্রজাদের উপর ন্যায়পরায়ণতায় আর শান্তিতে চিরকাল রাজত্ব করবেন।

কোন প্রকারে প্রভু যীশু রাজা দায়ূদের থেকে শ্রেষ্ট?

প্রভু যীশু হলেন সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের উপর রাজা।

ঈশ্বরের নতুন নিয়ম

49:01

এক স্বর্গদূত এক মরিয়ম নামক কুমারীকে বলেছিলেন যে তিনি ঈশ্বরের পুত্রকে জন্ম দেবেন।তাই যখন তিনি কুমারীই ছিলেন, তিনি এক পুত্রের জন্ম দেন আর নাম হল যীশু।তাই, যীশু হলেন ঈশ্বর আর তার সাথে মানুষও।

কিভাবে প্রভু যীশু মানুষও আর সাথে সাথে স্বয়ং ঈশ্বরও?

কারণ তিনি কুমারী স্ত্রীর দ্বারা জন্মেছিলেন, আর তিনি ঈশ্বরের পুত্রও ছিলেন।

49:02

যীশু বহু চমৎকার করেছেন যা প্রমান করে যে তিনি ঈশ্বর।তিনি জলের উপর হেঁটে ছিলেন, ঝড় থামিয়েছিলেন, বহু রোগীদের সুস্থ করেছিলেন, ভূত তাড়িয়েছিলেন, মৃতদের জীবিত করেছিলেন, আর পাঁচটি রুটি আর দুটি ছোট মাছ দিয়ে ৫০০০জনেরও বেশি লোকেদের যথেষ্ট রূপে খাইয়েছিলেন।

কিভাবে প্রভু যীশু প্রমান করেছিলেন যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র?

তিনি প্রচুর চমৎকার করেছিলেন।

49:03

যীশু উত্তম শিক্ষকও ছিলেন, আর তিনি অধিকারের সাথে কথা বলতেন কেননা তিনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।তিনি শিখিয়েছেন যে তোমাদের অন্য লোকেদেরও নিজেদের সমান প্রেম করা উচিত।

কিভাবে আমাদেরকে অন্যদের প্রেম করা উচিত?

ঠিক তেমনভাবে যেমন আমরা নিজেদের ভালবাসি।

49:04

তিনি আরও শিখিয়েছেন যে তোমাদের পৃথিবীর অন্য সকল কিছুর চেয়ে বেশি ঈশ্বরকে প্রেম করতে হবে।

কাকে আমাদের সকলের থেকে বেশি প্রেম করা উচিত?

আমাদের ঈশ্বরকে সবচাইতে বেশি ভালবাসা উচিত।

49:05

যীশু বলেছেন যে পৃথিবীর কোনো কিছুর চেয়ে ঈশ্বরের রাজ্য বেশি মূল্যবান।কারোর জন্য সবচাইতে বেশি মুখ্য বিষয় হল ঈশ্বরের রাজ্যের অংশ হওয়া।এই রাজ্যে প্রবেশ করতে, আপনাকে নিজের পাপ থেকে উদ্ধার পেতে হবে।

কারো জন্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কি হওয়া উচিত?

ঈশ্বরের রাজ্যে নিবাস করা।

49:06

যীশু শিখিয়েছেন যে কিছু লোক তাকে গ্রহণ করবে আর উদ্ধার পাবে কিন্তু কিছু লোকেরা বিশ্বাস করবে না।তিনি বলেছেন যে কিছু লোকেরা হল উত্তম ভূমির মত।তারা যীশুর সুসমাচার গ্রহণ করবে আর উদ্ধার পাবে।অন্য লোকেরা রাস্তার ধারের শক্ত মাটির মত, যেখানে ঈশ্বরের বাক্য প্রবেশ করতে পারে না আর কোনো ফসল উৎপন্নও করতে পারে না। তারা যীশুর সমাচার তিরষ্কার করে আর তারা তার রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।

সেই লোকেদের সাথে কি হবে যারা প্রভু যীশুর সুসমাচারে বিশ্বাস করেনি?

তারা তার রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।

49:07

যীশু শিখিয়েছেন যে ঈশ্বর পাপীদের ভালবাসেন।তিনি তাদের ক্ষমা করতে চান আর তাদের তার সন্তান করতে চান।

ঈশ্বর পাপীদের কি করতে চান?

তিনি তাদের ক্ষমা করতে চান ও তার সন্তান বানাতে চান।

49:08

যীশু আমাদের আরও বলেছেন যে ঈশ্বর পাপকে ঘৃণা করেন।যখন আদম ও হবা পাপ করেন, তা তাদের সকল বংশধরদের প্রভাবিত করেছিল।পরিনামে, পৃথিবীর প্রত্যেকজন পাপ করে থাকে আর ঈশ্বরের থেকে আলাদা হয়ে পরে। তাই, সকল লোক ঈশ্বরের শত্রু।

ঈশ্বর কি ঘৃণা করেন?

তিনি পাপ ঘৃণা করেন।

49:09

কিন্তু ঈশ্বর পৃথিবীর সকলকে এত বেশি ভালবাসেন যে তিনি তার একমাত্র পুত্রকে দিয়ে দিলেন যেন যে কেউ যীশুর উপর বিশ্বাস করে সে তার পাপের জন্য দন্ডিত না হয়, কিন্তু ঈশ্বরের সাথে চিরকাল বেঁচে থাকে।

49:10

আপনার পাপের কারণে, আপনি দোষী আর মৃত্যুর যোগ্য। আপনার প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধ হওয়া উচিত, কিন্তু তিনি আপনার উপর ক্রোধ না করে তিনি তার ক্রোধ যীশুর উপর করলেন। যখন যীশু ক্রুশের উপর মারা গিয়েছিলেন, তখন তিনি আপনাদের সকল দন্ড নিজের উপর নিয়ে নিয়েছিলেন।

আমাদের পাপের জন্য আমরা ঈশ্বরের তরফ থেকে কিসের যোগ্য?

আমরা মৃত্যুর যোগ্য।

প্রভু যীশু কিসের যোগ্য ছিলেন না যা তিনি গ্রহণ করেছিলেন যখন তিনি ক্রুশে মারা গিয়েছিলেন?

তিনি আমার ও আপনার দণ্ড বা শাস্তি গ্রহণ করেছিলেন।

49:11

যীশু কখনও পাপ করেননি, কিন্তু তিনি দন্ডিত হওয়া বেছে নিলেন আর আপনাদের পাপ মেটাতে, সেই উৎকৃষ্ট বলি হলেন। কেননা যীশু নিজেকে বলি দিয়েছিলেন তাই ঈশ্বর যে কোনও পাপ ক্ষমা করেন।

কেন প্রভু যীশুর বলিদান পৃথিবীর প্রত্যেক ব্যক্তির পাপ নিতে সক্ষম?

কারণ প্রভু যীশু কখনও পাপ করেন নি।

49:12

ভালো কর্ম আপনাকে উদ্ধার দিতে পারবে না।ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক গড়তে আপনি কিছুই করতে পারেন না। শুধু যীশুই আপনার পাপ ধুতে পারেন।আপনাকে বিশ্বাস করতেই হবে যে যীশু হলেন ঈশ্বরের পুত্র যিনি আপনার বদলে ক্রুশে মরেছেন আর ঈশ্বর তাকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছেন।

49:13

ঈশ্বর সেই সকলকে উদ্ধার করবেন যারা যীশুর উপর বিশ্বাস করে আর তাকে প্রভু রূপে গ্রহণ করে।কিন্তু যে তার উপর বিশ্বাস করে না তিনি তার উদ্ধার করবেন না।এটা কোনো ব্যাপার নয় যে আপনি ধনী বা গরিব, পুরুষ বা নারী, অল্প বয়স্ক বা বৃদ্ধ, অথবা আপনি কোথায় বাস করেন।ঈশ্বর আপনাকে ভালবাসেন আর চান যেন আপনি যীশুর উপর বিশ্বাস করেন আর তার আপনার সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক হয়।

কে উদ্ধার পাবে?

যে কেউ প্রভু যীশুর উপর বিশ্বাস করবে আর তাকে তার প্রভু রূপে স্বীকার করবে সেই উদ্ধার পাবে।

49:14

যীশু আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন তার উপর বিশ্বাস করার জন্য আর বাপ্তিষ্ম নেওয়ার জন্য।আপনি কি বিশ্বাস করেন যে যীশু হলেন খ্রীষ্ট আর ঈশ্বরের পুত্র? আপনি কি বিশ্বাস করেন যে আপনি একজন পাপী আর আপনি ঈশ্বরের কাছ থেকে সেই সকল পাপের জন্য শাস্তি পাওয়ার যোগ্য?আপনি বিশ্বাস করেন যে যীশু আপনার পাপ মেটাতে ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মরেছিলেন?

49:15

যদি আপনি যীশুর উপর আর যা তিনি আপনার জন্য করেছেন তা বিশ্বাস করেন তাহলে আপনি একজন খ্রীষ্টানঈশ্বর আপনাকে শয়তানের অন্ধকারের রাজ্য থেকে নিয়ে নিয়েছেন আর আপনাকে ঈশ্বরের আলোর রাজ্যে রেখে দিয়েছেন। ঈশ্বর আপনার পুরনো পাপময় পথ সকল নিয়ে নিয়েছেন আর আপনাকে নতুন আর ধার্মিক পথ দিয়েছেন।

49:16

যদি আপনি একজন খ্রীষ্টান হন, ঈশ্বর আপনার পাপ ক্ষমা করেছেন কারণ যীশু আপনার হয়ে শাস্তি পেয়েছেন।এখন, ঈশ্বর আপনাকে শত্রু নয় বরং বন্ধু রূপে গন্য করেন।

খ্রীষ্টানরা কি এখনও ঈশ্বরের শত্রু?

না, তারা এখন ঈশ্বরের মিত্র।

49:17

যদি আপনি ঈশ্বরের একজন বন্ধু হন আর প্রভু যীশুর একজন ভক্ত হন, তাহলে আপনি যীশুর দেওয়া আদেশ পালন করতে চাইবেন।যদিও আপনি একজন খ্রীষ্টান হন তবুও আপনি প্রলোভনে পরবেন।কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বাসযোগ্য, আপনি যদি আপনার পাপ স্বীকার করেন তবে তিনি আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন। তিনি আপনাকে পাপের সাথে লড়তে সাহায্য করবেন।

খ্রীষ্টানরা কি এখনও পাপের প্রতি প্রলোভিত হয়?

হ্যাঁ।

খ্রিস্টানদের কি করা উচিত যখন তারা পাপ করে বসে?

তাদেরকে ঈশ্বরের কাছে নিজেদের পাপ অঙ্গীকার করা উচিত।

ঈশ্বর কি করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যদি আমরা আমাদের পাপ অঙ্গীকার করি?

তিনি আমাদের ক্ষমা করে দেবেন বলেছিলেন আর পাপের বিরুদ্ধে লড়তে আমাদের শক্তি দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন।

49:18

ঈশ্বর আপনাকে প্রার্থনা করতে বলেন, তার বাক্য পড়তে বলেন, অন্যান্য খ্রীষ্টানদের সাথে মিলে আরাধনা করতে বলেন আর অন্যদের বলতে বলেন যা তিনি আপনার জন্য করেছেন। এসকল আপনাকে তার সাথে একটি গভীর সম্পর্ক গড়তে সাহায্য করবে।

ঈশ্বর খ্রীষ্টানদের কি কি কার্য করতে বলেছেন?

তিনি বলেছেন যে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত, তার বাক্য অধ্যায়ন করা উচিত, তাকে আরাধনা করা উচিত আর অন্যদেরকে তিনি আমাদের জন্য কি করেছেন তা বলা উচিত।

যীশুর পুনরাগমন

50:01

প্রায় ২০০০ বছর ধরে, পৃথিবীর চারদিকের বহু লোকেরা খ্রীষ্ট যীশুর বিষয়ে শুনেছে। চার্চ বৃদ্ধি পাচ্ছে।যীশু প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তিনি পৃথিবী শেষ হওয়ার পূর্বে ফিরে আসবেন।যদিও তিনি এখন পর্যন্ত ফিরে আসেননি কিন্তু তিনি নিশ্চই আসবেন।

গত ২০০০ বছরে প্রভু যীশুর উপর বিশ্বাসকারীদের সংখ্যা কত হয়েছে?

তারা সংখায় প্রচুর মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

50:02

যখন আমরা যীশুর ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করছি, তখন ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করেন যেন আমরা পবিত্র ও তাকে সন্মান দেয় এমন জীবনযাপন করি। তিনি আরও চান যেন আমরা তার রাজ্যের বিষয়ে অন্যদের বলি।যখন যীশু এই পৃথিবীতে ছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন, “আমার শিষ্যরা স্বর্গ রাজ্যের বিষয়ে পৃথিবীর চারিদিকের লোকেদের প্রচার করবে আর তারপর সব শেষ হবে।”

প্রভু যীশুর পুনরাগমণ হওয়া পর্যন্ত ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে কিরূপ জীবন ব্যতীত করার প্রত্যাশা রাখেন?

তিনি চান যেন আমরা পবিত্র পথে ও তাকে সন্মান দিয়ে জীবন যাপন করি।

প্রভু যীশু পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পূর্বে কি কি ঘটবে বলেছিলেন?

তিনি বলেছিলেন যে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পূর্বে তার শিষ্যেরা পৃথিবীর সকল লোকেদের ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে সুসমাচার প্রচার করবে।

50:03

বহু লোক এখনও যীশুর বিষয়ে শোনেনি। স্বর্গে যাওয়ার পূর্বে, যীশু খ্রীষ্টানদের বলেছিলেন যারা সুসমাচার শোনেনি তাদের তা ঘোষণা করতে।তিনি বলেছিলেন, “যাও আর সকল জাতিকে শিষ্য বানাও!” আর, “ফসল কাটার জন্য প্রস্তুত!”

50:04

যীশু আরও বলেছেন, “এক দাস তার মালিকের চেয়ে মহান নয়।যেমন এই পৃথিবীর আধিকারী সকল আমাকে ঘৃণা করেছে, ঠিক তেমনই তারা তোমাদের আমার নামের জন্য অত্যাচার করবে আর মেরে ফেলবে।যদিও তোমরা এই জগতে অত্যাচারিত হবে, তবুও সাহস কর কেননা আমি শয়তানকে পরাজিত করেছি যেন এই জগতের উপরে আমার রাজ্য করি। যদি অন্তিম পর্যন্ত তোমরা আমার প্রতি বিশ্বাসযোগ্য থাক, তাহলে তোমরা উদ্ধার পাবে!”

পৃথিবীর লোকেরা যারা প্রভু যীশুকে ঘৃণা করেছিল তারা তার শিষ্যদের সাথে কিরূপ আচরণ করবে?

পৃথিবীর লোকেরা তাদের অত্যাচার করবে।

যারা শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য থাকবে তাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাটি কি?

তিনি তাদেরকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

50:05

যীশু তার শিষ্যদের একটি কাহিনী বললেন যে কিসব ঘটবে যখন অন্তিম কাল আসবে।তিনি বললেন, “এক ব্যক্তি তার খেতে ভালো বীজ বপন করল।যখন তিনি ঘুমালেন, তখন তার শত্রুরা আসলো আর তারা গমের সাথে সাথে শ্যামা ঘাস বপন করল আর তারপর চলে গেল।”

পৃথিবী সমাপ্ত হওয়ার কাহিনীটিতে প্রভু যীশু কিভাবে শ্যামাঘাস ও গমের বাছাই করার কথা বলেছিলেন?

একটি শত্রু তা বপন করেছিল।

50:06

“যখন সেই চারাগাছ অঙ্কুরিত হল, তখন চাকরেরা এসে সেই লোকটিকে বলল, ‘মালিক মালিক, আপনি তো ভালো বীজ বপন করেছিলেন।তাহলে সেখানে আগাছা কিভাবে জন্মায়?’মালিকটি উত্তর দিল, ‘একটি শত্রু নিশ্চই তা বপন করেছে।’”

পৃথিবী সমাপ্ত হওয়ার কাহিনীটিতে প্রভু যীশু কিভাবে শ্যামাঘাস ও গমের বাছাই করার কথা বলেছিলেন?

একটি শত্রু তা বপন করেছিল।

50:07

“চাকরগুলো সেই মালিককে উত্তর দিল, “আমরা কি সেই শ্যামা ঘাস তুলে ফেলবো?’ মালিকটি বলল, “না।যদি তোমরা তা কর, কি জানি তোমরা ভালো গমের চারাও তুলে ফেলবে।ফসল কাটা পর্যন্ত অপেক্ষা কর আর তারপর তোমরা শ্যামা ঘাস জ্বালিয়ে দিও আর গম ঘরে নিয়ে এসো।’’’

কেন চাকরেরা সেই শ্যামাঘাস জমি থেকে তুলে ফেলেনি?

তারা দুর্ঘটনা ক্রমে কোনো গমের ছাড়া তুলে ফেলতে চায়নি।

50:08

শিষ্যেরা কাহিনীটি বুঝতে পারল না তাই তারা যীশুকে তা বর্ণনা করতে অনুরোধ করল।যীশু বললেন, “বীজ বপক ব্যক্তিটি খ্রীষ্টের প্রতিনিধিত্ব করে।খেত হল এই জগৎ।ভলো বীজ হল স্বর্গ রাজ্যের লোকজন।”

ভালো বীজগুলো কার প্রতিনিধিত্ব করে?

ভালো বীজ ঈশ্বরের রাজ্যের লোকেদের বিষয়ে বলে।

50:09

“শ্যামা ঘাস বা আগাছা হল সেই লোকজন যারা শয়তানের লোক।যে শত্রু আগাছা বপন করেছে সে হল শয়তান।ফসল কাটার সময় হল পৃথিবীর অন্তিম কাল আর কর্মচারী হল স্বর্গদূত।”

ফসল কাটার সময়টি কিসের প্রতিনিধিত্ব করে?

ফসল কাটার সময়টি পৃথিবীর সমাপ্তের সময়কে উল্লেখ করে, যখন ঈশ্বরের স্বর্গদূতরা লোকেদের একত্র করবে যারা শয়তানের লোকজন হবে।

50:10

“যখন পৃথিবী শেষ হবে, তখন স্বর্গদূতরা সকল লোকজনদের একত্র করবে আর যারা শয়তানের লোকজন তাদের এক ভীষন উতপ্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করবে, যেখানে তারা কাঁদবে আর তাদের কঠিন উৎপীড়নে দাঁত ঘষা হবে। তারপর ধার্মিক লোকজন তাদের পিতা ঈশ্বরের রাজ্যে সূর্যের ন্যায় দীপ্তিতে আলোকিত হবে।

ফসল কাটার সময়টি কিসের প্রতিনিধিত্ব করে?

ফসল কাটার সময়টি পৃথিবীর সমাপ্তের সময়কে উল্লেখ করে, যখন ঈশ্বরের স্বর্গদূতরা লোকেদের একত্র করবে যারা শয়তানের লোকজন হবে।

পৃথিবীর সমাপ্তের সময়ে সেই লোকেদের সাথে কি হবে যারা শয়তানের লোকজন?

তাদের একটি উত্তপ্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হবে, যেখানে তারা ভীষণভাবে কষ্ট পাবে।

50:11

যীশু বলেছেন যে তিনি পৃথিবী শেষ হওয়ার পূর্বেই ফিরে আসবেন।তিনি ঠিক একইভাবে ফিরে আসবেন ঠিক যেমন ভাবে তিনি গিয়েছিলেন, তা হল যে তার শারীরিক দেহ হবে আর আকাশের মেঘের মধ্যে দিয়ে তিনি আসবেন।যখন যীশু ফিরে আসবেন, তখন প্রত্যেক খ্রীষ্টানরা যারা মারা গিয়েছিল তারা মৃতদের মধ্যে থেকে জীবিত হবে আর আকাশে তার সাথে মিলিত হবে।

কোন আবির্ভাবে প্রভু যীশু পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসবেন?

যেভাবে তিনি গিয়েছিলেন ঠিক সেই ভাবে, একটি শারীরিক দেহের সাথে আর মেঘের মধ্যে দিয়ে তিনি ফিরে আসবেন।

50:12

আর যে খ্রীষ্টানরা জীবিতই থাকবে তাদের আকাশে তুলে নেওয়া হবে আর তারা অন্য খ্রীষ্টানদের সাথে মিলিত হবে যারা মৃতদের মধ্যে থেকে জীবিত হয়েছিল।তারা সকলে যীশুর সাথে থাকবে।তারপর, যীশু তার লোকেদের সাথে এক সিদ্ধ শান্তিতে আর একতায় চিরকাল বসবাস করবেন।

সেই সকল খ্রীষ্টানদের সাথে কি হবে যখন প্রভু যীশু ফিরে আসবেন?

যারা জীবিত থাকবে তারা উপরে আকাশে উঠে তার সাথে সাক্ষাৎকার করবে আর যারা আগেই মারা গিয়ে থাকবে তারা জীবিত হয়ে আকাশে গিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎকার করবে।

50:13

যীশু প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তিনি তাদের যারা তার উপর বিশ্বাস করেছিল, একটি মুকুট দেবেন।তারা বাঁচবে আর ঈশ্বরের সাথে এক সিদ্ধ শান্তিতে রাজত্ব করবে।

50:14

কিন্তু ঈশ্বর সেই সকলের ন্যায় করবেন যারা যীশুর উপর বিশ্বাস করেনি।তিনি তাদের নরকে ফেলে দেবেন, যেখানে ভীষণ উৎপীড়নে তারা কাঁদবে আর তারা দাঁত ঘষবে। একটি আগুন যা নিভবে না নিরন্তর তাদের জ্বালাতে থাকবে আর পোকা যা তাদের খেতেই থাকবে কিন্তু থামবে না।

50:15

যখন যীশু ফিরে আসবেন, তখন তিনি সম্পূর্ণভাবে শয়তানকে আর তার রাজ্যকে শেষ করবেন।তিনি শয়তানকে নরকে ফেলবেন যেখানে সে চিরকালের জন্য জ্বলতে থাকবে, সেসকলের সাথে যারা ঈশ্বরের আজ্ঞাকারী হওয়ার চেয়ে শয়তানকে অনুসরণ করাটা বেছেছিল।

প্রভু যীশু শয়তানের সাথে কি করবেন যখন তিনি পৃথিবীতে ফিরে আসবেন?

প্রভু যীশু শয়তানকে নরকে নিক্ষেপ করবেন আর সেখানে চিরকাল সে জ্বলতে থাকবে।

50:16

কারণ আদম আর হবা ঈশ্বরের অনাজ্ঞাকারী হয়েছিল আর এই পৃথিবীতে পাপ নিয়ে এসেছিল, কিন্তু ঈশ্বর সেটিকে শাপ দিয়েছিলেন আর নির্ণয় নিয়েছিলেন তা নষ্ট করবেন।কিন্তু একদিন ঈশ্বর এক নতুন আকাশ আর পৃথিবী সৃষ্টি করবেন যা হবে উৎকৃষ্ট।

50:17

যীশু আর তার লোকজনেরা সেই নতুন পৃথিবীতে বসবাস করবে আর তিনি সকল কিছুর উপর রাজত্ব করবেন।তিনি সকলের চোখের জল মুছে দেবেন আর কোনো কষ্ট, দুঃখ, কান্না, দুষ্টতা, যন্ত্রণা, বা মৃত্যু হবে না।যীশু তার রাজ্যটিতে শান্তিতে আর ন্যায়ে রাজত্ব করবেন আর তিনি তার প্রজাদের সাথে চিরকাল থাকবেন।

নতুন আকাশে ও নতুন পৃথিবীতে জীবন কেমন হবে?

প্রভু যীশু চিরকাল শান্তিতে আর ন্যায়পরায়ণতায় রাজত্ব করবেন, আর তখন সেখানে কোনো দুঃখ আর থাকবে না।

অবদানকারী

OBS translationQuestions অবদানকারী

Ayan Kumar Ghosh
BCS

Open Bible Stories অবদানকারী

Ayan Kumar Ghosh
Merlyn Easa
Shojo John